মধ্য-লীলা ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে । ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

চিরাদিতি । যো গৌরঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপ্রেমনামামৃতং স্বস্মিন্ প্রেম নাম অমৃতং যদ্বা নিজপ্রেম্না সহ নামামৃতং আপামরং অতিনীচমভিব্যাপ্য জনেভ্যো বিততার দত্তবান্ তং চৈতন্যমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি । কথম্ভূতং নামামৃতং চিরাৎ চিরকালং বাপ্য অদত্তং পুনঃ কিম্ভূতং নিজগুপ্তবিত্তং স্বস্য গোপনীয়ধনম্ । এবমপি যতঃ দত্তবান্ অতঃ অত্যুদারঃ মহাকারুণিক ইত্যর্থঃ । ইতি শ্লোকমালা । ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

মধ্যলীলার এই ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রয়োজনতত্ত্ব বা প্রেমভক্তির কথা বলা হইয়াছে ।

শ্লো । ১ । অন্বয় । অত্যুদারঃ (পরমকরুণ) যঃ (যেই) গৌরঃ কৃষ্ণঃ (গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) চিরাৎ (বহুকাল বা চিরকাল যাবৎ) অদত্তং (অদত্ত—যাহা দেওয়া হয় নাই) নিজগুপ্তবিত্তং (স্বীয় গোপনীয় ধনতুল্য) স্বপ্রেম-নামামৃতং (নিজবিষয়ক প্রেমের সহিত নামরূপ অমৃত) আপামরং (অতি নীচ পর্য্যন্ত) জনেভ্যঃ (জনসমূহকে) বিততার (বিতরণ করিয়াছেন) অহং (আমি) তং (তাঁহাকে—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি) ।

অনুবাদ । যাহা বহুকাল যাবৎ বিতরিত হয় নাই—স্বীয় গোপনীয় সম্পত্তিতুল্য সেই স্বপ্রেম-নামামৃত (নিজবিষয়ক প্রেমের সহিত নামরূপ অমৃত) যিনি আপামর জনসমূহকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি সেই পরমকরুণ গৌর-কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই । ১

গৌরঃ কৃষ্ণঃ—গৌররূপী কৃষ্ণ ; যিনি শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে "গৌর-কৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেম গ্রহণ করিয়া অতি গোপনীয় সম্পত্তির ন্যায় তাহাকে যেন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার হেম-গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহাতেই (আশ্রয়জাতীয় প্রেম গ্রহণ করাতেই—সুতরাং গৌর হওয়াতেই) যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিতরণের যোগ্যতা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে ; তাই তিনি আপামর সাধারণকেই প্রেমবিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন ; (১৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । **অত্যুদারঃ**—কোনওরূপ বিচার বিতর্ক, কোনওরূপ অনুসন্ধানাদি না করিয়াই যিনি সকলকে—যে চাহে বা যে না চাহে, সকলকেই—অত্যুত্তম বস্তু দান করিয়া থাকেন তাঁহাকে উদার

এবে শুন ভক্তিফল—প্রেম 'প্রয়োজন'।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান ॥ ২

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—'প্রেম' অভিধান ॥
কৃষ্ণভক্তিরসের এই 'স্থায়িভাব'-নাম ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলা যায়; শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এই গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি অত্যুদার—পরমকরুণ। তাই তিনি আপামর সাধারণকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারিয়াছিলেন—যে প্রেম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও অতি মূল্যবান্ সম্পত্তির তুল্য, তাহাই তিনি সকলকে অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছিলেন। **স্বপ্রেম-নামামৃতং—**স্বপ্রেম (নিজবিষয়ক প্রেম, যে প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নিজে, সেই প্রেম, আশ্রয়জাতীয় প্রেম)—এই প্রেমের সহিত স্বীয়নামরূপ অমৃত—অমৃতের ন্যায় মধুর যে নাম, তাহা প্রভু সকলকে দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমও দিয়াছিলেন। সেই নামপ্রেম কিরূপ? তাহা বলিতেছেন—**নিজগুপ্তবিত্তং—**শ্রীকৃষ্ণের নিজের নিকটেও গোপনীয় সম্পত্তির তুল্য; যাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং যাহা অত্যন্ত প্রিয়, তাহাই লোকে খুব গোপনে রাখে; যে প্রেম তিনি আপামর সাধারণকে দিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নিকটেও অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং অত্যন্ত প্রিয় বস্তুর তুল্য ছিল (১।৮।১৮ পয়ারের টীকায় 'প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার' পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রেম আবার কিরূপ ছিল? **চিরাৎ অদত্তং—**বহুকাল যাবৎ অবিতরিত; পূর্ব্বে যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন একবার এই কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন; তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে; এই বহুকাল ধরিয়া এই প্রেম আর বিতরিত হয় নাই; কারণ, গৌরব্যতীত অপর কেহ এই প্রেমবিতরণে সমর্থ নহেন (১।৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই আশ্রয়জাতীয় প্রেমের কথাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে; এই শ্লোকে গ্রন্থকার তাহারই ইঙ্গিত দিলেন এবং এই প্রেমের বর্ণনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থনা করিয়াই তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলেন।

২। প্রথমে—২।২১ পরিচ্ছেদে—সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া, ২২শ পরিচ্ছেদে অভিধেয়ভক্তির আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ২৩শ পরিচ্ছেদে প্রয়োজন-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন।

ভক্তি-ফল প্রেম—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তে যে প্রেমের উন্মেষ হয়, তাহা। **প্রেম-প্রয়োজন—**প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রয়োজন অর্থ—যাহা আমার নিতান্ত আবশ্যক; যাহা না হইলে আমার চলে না; সুতরাং যাহা আমার একান্ত অভীষ্ট, যাহা আমার কাম্যবস্তু, তাহাই প্রয়োজন। প্রেমই হইল এই প্রয়োজন; কারণ, প্রেমব্যতীত জীবের স্বরূপানুবন্ধী-কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায় না। ভূমিকায় "প্রয়োজনতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরসজ্ঞান—ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় জ্ঞান; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী আদি ভাবের মিলনে স্থায়িভাব যখন অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তখনই তাহা ভক্তিরস নামে খ্যাত হয়। ভূমিকায় "ভক্তিরস" প্রবন্ধ ও ২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে ২।২২।৯৩-৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাগানুগামার্গে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে রতির উদয় হয়; সেই রতির স্বরূপ কি, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

রতি—ভাব, প্রেমাঙ্কুর। এই রতির গাঢ় বা ঘনীভূত অবস্থার নামই প্রেম। তাই, প্রেমের লক্ষণ বলিবার পূর্ব্বে রতি বা ভাবের লক্ষণ বলিতেছেন (পরবর্ত্তী শ্লোকে)।

স্থায়িভাব—২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রেম-বস্তুটী কৃষ্ণভক্তি-রসে প্রধানরূপে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাব বলে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

* * * অসৌ সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিংস্বরূপ স্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষ-স্বকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষ-সৌহার্দ্দাভিলাষৈশ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। এষঃ চ বক্ষ্যমাণপ্রেম্নোঽঙ্কুররূপ এব ইত্যাহ প্রেমেতি। সূর্য্যস্যত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে ততশ্চ তদংশুসাম্যভাগিতি প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। অস্যাপ্রাকৃতত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষহ্লাদিনীসাররূপত্বঞ্চ মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ। অত্র প্রমাণস্য বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ প্রীতিসন্দর্ভে দৃশ্যঃ। তদেবং নিত্যতৎপ্রিয়জনানাং ভাবে লক্ষিতে প্রপঞ্চগত-ভক্তানামপি চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণতদ্‌ভক্তকৃপয়া তাদৃশী ভবতীতি তৈনৈব লক্ষিতঃ স্যাদিত্যলমিতি বিস্তরেণ। শ্রীজীব। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ-স্বরূপ) প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ (প্রেমরূপ-সূর্য্যের কিরণসদৃশ), রুচিভিঃ (রুচিদ্বারা—ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ এবং তদীয় সৌহার্দ্দের অভিলাষ দ্বারা) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক) অসৌ (ইহা—ভক্তিবিশেষ) ভাবঃ (ভাব—রতি) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপ, প্রেমরূপসূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং রুচি (অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ ও তদীয় সৌহার্দ্দের অভিলাষ) দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক ভক্তি-বিশেষের নাম ভাব। ২

শুদ্ধসত্ত্ব—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষের নাম শুদ্ধসত্ত্ব (১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শুদ্ধসত্ত্বে কখনও বা হ্লাদিনীর, কখনও বা সন্ধিনীর এবং কখনও বা সম্বিতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; হ্লাদিনী-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বকে বলে গুহ্যবিদ্যা এবং ইহাই ভাব—পরে ক্রমশঃ প্রেমভক্তি-রূপে পরিণত হয়। **শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা**—শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষই (বৃত্তিবিশেষই) আত্মা (স্বরূপ) যাহার ; হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষই ভাব বা প্রেমাঙ্কুরের স্বরূপ ; ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ এই যে,—ইহা হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ, হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই একটা বৈচিত্রী ; তাহা হইলে স্বরূপতঃ ইহা চিদ্‌বস্তু হইল—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া। চিচ্ছক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, তাহার সমস্ত বৈচিত্রীও তেমনি নিত্যসিদ্ধ ; সুতরাং হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বও—যাহা অবস্থাবিশেষে ভাব নামে পরিচিত হয়, তাহাও—নিত্যসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ॥ শ্রীজীব॥ (যাহা হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে—এই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রাকৃত-রজস্তমশূন্য কেবল সত্ত্ব নহে ; ইহা প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে ; ইহা চিচ্ছক্তির একটী বিলাস-বিশেষ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভাবরূপে পরিণত হয়। (২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ভাব **প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্**—প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশুর (কিরণের) তুল্য ; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন সূর্য্যের কিরণ দেখা দেয়, তদ্রূপ প্রেমাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভাব দেখা দেয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিরণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রেমাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভাবের উদয়েই চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায় (পরবর্ত্তী ৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য);

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ ৪

তথাহি তত্রৈব (১।৪।১)—
সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ ভাবমুক্ত্বা প্রেমাণমাহ সম্যগিতি। অত্র সান্দ্রাত্মত্বং স্বরূপলক্ষণং অন্যদ্বয়ং তটস্থলক্ষণম্‌ ॥ শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবার সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ যেমন স্বরূপতঃ একই জিনিস, তদ্রূপ প্রেম এবং ভাবও স্বরূপতঃ একই জিনিস—স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্ব; কিরণেরই গাঢ় অবস্থা যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ ভাবেরই গাঢ়-অবস্থার নাম প্রেম। প্রেমের সঙ্গে সূর্য্যের এবং ভাবের সঙ্গে কিরণের উপমা দেওয়ার একটী সূচনা এই যে—কিরণের আবির্ভাব হইলেই যেমন বুঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই; তদ্রূপ, যে চিত্তে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাবেরও বিলম্ব নাই। ভাবের উদয় হইলেই বুঝিতে হইবে—এই ভাব শীঘ্রই প্রেমরূপে পরিণত হইবে।

যাহা হউক, ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া—ভাব-বস্তুটী স্বরূপতঃ কি, ইহার উপাদান কি, তাহা বলিয়া—এক্ষণে তাহার তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন—হৃদয়ে ভাবের উদয় হইলে তাহা কিরূপে কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই—বলিতেছেন। **চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ**—চিত্তের মাসৃণ্য-(মসৃণতা—স্নিগ্ধতা)-সম্পাদক; ভাবের (রতির) উদয় হইলে চিত্ত মসৃণ হয়, স্নিগ্ধ হয়; কোমল হয়; এই যে স্নিগ্ধতা বা কোমলতা, তাহাই হইল ভাবের কার্য্য, কার্য্যে ভাবের অভিব্যক্তি, ভাবের তটস্থ-লক্ষণ। ভাব কিরূপে এই স্নিগ্ধতা জন্মায়? অথবা, এই স্নিগ্ধতাই বা কিসে প্রকাশ পায়? **রুচিভিঃ**—রুচিসমূহদ্বারা; চিত্তে যদি ভাবের বা কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাহা হইলে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কতকগুলি রুচি বা অভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার অভিলাষ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির আনুকূল্যবিধানের অভিলাষ, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করার অভিলাষ জন্মে; এসমস্ত অভিলাষের ফলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে চিত্ত অত্যন্ত স্নিগ্ধ—কোমল—হইয়া পড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে চিত্ত কোমল হইলেই এসমস্ত অভিলাষ তীব্রতা ধারণ করে।

ভগবৎ-প্রাপ্তির ও তদীয় আনুকূল্যাদির অভিলাষদ্বারা বুঝা যায়, জাতরতি-ভক্তের শ্রীভগবানে মমতা-বুদ্ধি জন্মে; অর্থাৎ "ভগবান্‌ আমারই"—এই জ্ঞানটুকু জন্মে; এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষদ্বারা বুঝা যায়—শ্রীভগবানে তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধির অভাব হইয়াছে। রতি যতই গাঢ় হইবে, ততই মমত্ব-বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এবং ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি ও গৌরব-বুদ্ধি তিরোহিত হইবে।

৪। **এই দুই**—পূর্ব্বে শ্লোকে উক্ত দুইটী লক্ষণ; শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা এবং চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—এই দুইটী লক্ষণ। **ভাবের**—রতির। **স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ**—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ (২।১৮।১১৬ এবং ২।২০।২৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা—ইহা হইল ভাবের বা রতির স্বরূপ-লক্ষণ এবং চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—ইহা হইল রতির তটস্থ-লক্ষণ (পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমের লক্ষণ—পরবর্ত্তী "সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "অনন্য মমতা বিষ্ণৌ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রেমের লক্ষণ বলিতেছেন। ঘনীভূত ভাব বা রতিকেই প্রেম বলে; "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।" স্বরূপ-লক্ষণে ভাব ও প্রেম একই; উভয়েই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। দুগ্ধ ও ক্ষীর (অর্থাৎ ঘনীভূত দুগ্ধ) যেমন স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ ভাব ও প্রেম স্বরূপতঃ একই বস্তু। তটস্থ-লক্ষণ—ভাবে যেরূপ চিত্তের মসৃণতা বা স্নিগ্ধতা জন্মে, প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী জন্মে; প্রেমে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হয়, আর ইষ্ট-বস্তুতে মমতাও অত্যন্ত বেশী জন্মে (মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ)।

শ্লো। ৩। অন্বয়। সঃ (সেই) ভাবঃ এব (ভাবই) সান্দ্রাত্মা (ঘনীভূত—গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া) সম্যক্‌

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।২)
হরিভক্তিবিলাসে
(১১।৩৮২) নারদপঞ্চরাত্রবচনম্—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অত্র স্বমতমুদাহরণমেবম্ব্রত ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ প্রকারমেব জ্ঞেয়ম্। মতান্তরমপি যোজনান্তরেণ সঙ্গময়িতুমাহ যথেতি। ভক্তিরত্র ভাবঃ ॥ শ্রীজীব। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

(সম্যক্‌রূপে) মসৃণিতস্বান্তঃ (চিত্তকে আর্দ্র করিলে) মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (এবং শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইলে) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) প্রেমা (প্রেম) নিগদ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। এই ভাব অত্যন্ত গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া যখন সম্যক্‌রূপে চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করে এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমত্ববুদ্ধি জন্মায়, তখন তাহাকে প্রেম বলে। ৩

এই শ্লোকেও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম হইল—সান্দ্রত্বপ্রাপ্ত (অর্থাৎ গাঢ়তাপ্রাপ্ত) ভাব; সুতরাং প্রেম ও ভাবের উপাদান একই—হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব; পার্থক্য এই যে—ভাবে শুদ্ধসত্ত্বের যেরূপ গাঢ়তা, প্রেমে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আর প্রেমের তটস্থ-লক্ষণ এই যে—ইহা "সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ" এবং "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।" প্রেম সম্যক্‌রূপে চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে—প্রেমে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভাবেও চিত্ত স্নিগ্ধ হয়—প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী, সম্যক্ স্নিগ্ধতা; ভাবেও মমত্ববুদ্ধি আছে—প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী; সুতরাং কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষও ভাব অপেক্ষা প্রেমে অনেক বেশী; ভাব ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণও প্রায় একজাতীয়—প্রেমে এই তটস্থ-লক্ষণও বিশেষ সান্দ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এই মাত্র বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মসৃণিতস্বান্তঃ—মসৃণিত (আর্দ্রীভূত) হইয়াছে স্বান্ত (চিত্ত) যদ্দারা, সেই ভাব। **মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ**—মমত্বের অতিশয় (আধিক্য) দ্বারা অঙ্কিত (চিহ্নিত) হইয়াছে যাহা সেই ভাব। **সান্দ্রাত্মা**— সান্দ্র (গাঢ় নিবিড়রূপে গাঢ়) হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, সেই ভাব।

শ্লো। ৪। অন্বয়। বিষ্ণৌ (শ্রীকৃষ্ণে) প্রেমসঙ্গতা (প্রেমরসব্যাপ্তা) মমতা (মমত্ববুদ্ধি) অনন্যমমতা (অন্যবিষয়ক-মমত্ববর্জ্জিত হইলে) ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ (ভীষ্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদকর্তৃক) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তি) ইতি উচ্যতে (এইরূপ কথিত হয়)।

অনুবাদ। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ এবং উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণে সেই মমতাকেই প্রেমভক্তি বলেন—যে মমতা অন্য বিষয়ে মমত্বশূন্য এবং যে মমতা প্রেম-রসে পরিপ্লুত। ৪।

অনন্যমমতা—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যবিষয়ে, দেহ-গেহ-বিত্তাদিতে, মমত্ববুদ্ধিশূন্য; শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশী যে **মমতা**—মমত্ববুদ্ধি, "শ্রীকৃষ্ণ আমারই"-এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা যদি **প্রেমসঙ্গতা**—প্রেমরসব্যাপ্তা, প্রেমরসদ্বারা পরিপ্লুত হয়—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই যদি তাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে সেই মমতাকেই **ভক্তিঃ**—প্রেমভক্তি বলা যায়।

"সম্যঙ্‌ মসৃণিতস্বান্তঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের পরেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ"—ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"সম্যঙ্‌ মসৃণিতস্বান্তঃ-ইত্যাদিশ্লোকোক্ত কথাই ভক্তিরসামৃত-

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। | তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিন্ধুকার-শ্রীরূপগোস্বামীর নিজের মত; এসম্বন্ধে অন্যমতও যে আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই অনন্যমমতা-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে প্রেমের তটস্থ লক্ষণমাত্রই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণে "প্রেমসঙ্গতা মমতা"। সম্যঙ্‌মসৃণিত-ইত্যাদি শ্লোকে যে "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ"-রূপ তটস্থ-লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে—আর "প্রেমসঙ্গতা"তে মূলতঃ পার্থক্য কিছুই নাই; সুতরাং ইহা অন্য একজনের মত হইলেও ভিন্নমত নহে; শ্রীরূপ-গোস্বামী বোধ হয় স্বীয় মতের পরিপোষক বলিয়াই "অনন্যমমতা"-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী চারি পয়ারে সাধকের প্রথম অবস্থা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থার বিকাশের ক্রম বলিতেছেন।

কোন ভাগ্যে—প্রাথমিক-সৎসঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ ভাগ্য। এস্থলে "ভাগ্য"টী হইল শ্রদ্ধার হেতু। "যদৃচ্ছয়ামৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যো জনঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।২০।৮ শ্লোকের টীকায় "যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-পরমমঙ্গলোদয়েন—পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার কোনও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, ইত্যাদি।" সাধনের ফলে যাঁহাদের কৃষ্ণরতি জন্মিতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।৫ শ্লোকে তাঁহাদিগকে "অতিধন্য"-বলা হইয়াছে; এই "অতিধন্য"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং—প্রথমেই মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাঁহাদের হইয়াছে।" সাধনভক্তির অধিকারিবর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাত-শ্রদ্ধোঽস্য সেবনে—অতি ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ১।২।৯॥" এস্থলেও টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিভাগ্যেন মহৎ-সঙ্গাদিজাত-সংস্কারবিশেষেণ—মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কারবিশেষকেই এস্থলে ভাগ্য বলা হইয়াছে।" এসকল প্রমাণবচন হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধার হেতুভূত যে ভাগ্য, তাহা হইল—প্রাথমিক সৎ-সঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ ভাগ্য। (২।১৯।১৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্রদ্ধা**—শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। (২।২২।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রাথমিক সাধুসঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের ভগবৎ-কথাদিতে বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস) জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তখন (দ্বিতীয়বার) সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। সাধুদিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভজন করিয়াও থাকে। এইরূপে ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনাদি (অনর্থ) দূরীভূত হয়। দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ পায়); এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই আসক্তি গাঢ় হইলেই শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ভক্তিবিকাশের ক্রমসম্পর্কে একটী কথা বিবেচ্য। বলা হইয়াছে, অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে তাহার পরে রুচি, আসক্তি ও রতির উদয় হয়। রতি হইল হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। আর অনর্থ হইল মায়ার ক্রিয়া। সুতরাং মায়ার নিবৃত্তি হইয়া গেলেই রতির বা হ্লাদিনীর বা শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে—ইহাই জানা গেল। "ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং" ইত্যাদি ভ, র, সি, ২।১।৪-শ্লোক হইতেও ঐ একই কথা জানা যায়। সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলে—দোষ-সমূহ মায়ারই কার্য্য বলিয়া, মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীভা, ১১।২৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"ভক্তেরপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরং চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে।—মায়ার গুণসঙ্গ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই ভক্তির উদয় হয়।” মায়ার তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যখন রজঃ ও তমঃ প্রাধান্য লাভ করে, তখন মায়াকে বলে অবিদ্যা; আর, রজঃ ও তমঃ নিবৃত্ত হইয়া গেলে একমাত্র সত্ত্বই যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন মায়াকে বলে বিদ্যা। গীতা ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ”-ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১১।১৪।২১ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—“তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাদুত্তরকালে মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি।” ইহা হইতেও বুঝা যায়—বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পায়া যায়। জানা যায় মনের বৃত্তিবিশেষদ্বারা; কিন্তু প্রাকৃত মনের বৃত্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবান্‌কে জানা যায় না; মন বা চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। সুতরাং বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই যখন ভগবান্‌কে জানিবার যোগ্যতা জন্মে, তখন বুঝিতে হইবে—অবিদ্যা-নিবৃত্তির পরে তো বটেই, বিদ্যারও নিবৃত্তির পরেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে, তৎপূর্ব্বে নহে।

যাহাহউক, উল্লিখিত শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভৃতির বাক্য হইতে জানা যায়—অবিদ্যা এবং বিদ্যার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ”-ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯)-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—“অত্রতু হৃদ্‌রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তি-প্রাপ্তিঃ।—হৃদ্‌রোগ দূরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই পরাভক্তি লাভ হয়।” হৃদ্‌রোগ হইল মায়ার কার্য্য; সুতরাং এস্থলে মায়ানিবৃত্তির পূর্ব্বেই ভক্তিলাভের কথা জানা যায়। আবার কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতিতেও আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত কর্ম্ম-যোগাদি স্বস্বফল দান করিতে পারে না। এইরূপে কর্ম্মমার্গাদিতে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলেও হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষের—কলারূপা ভক্তির—বিদ্যাতে বা কর্ম্মযোগে প্রবেশের কথাও দেখা যায়। “হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্‌বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা কর্ম্মসাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। গী, ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।” আবার “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”-ইত্যাদি গীতা ১৮।৫৪-শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“জ্ঞানে শান্তেঽপি অনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্‌ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তি-ভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ।” ইহা হইতেও জানা যায়—জ্ঞানমার্গের সাধকের চিত্তে—জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে—বিদ্যা এবং অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও—ভক্তির উদয় হয়। অথচ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাদি হইতে জানা যায়—বিদ্যা এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না।

এসমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান বোধ হয় এইরূপঃ—মায়া তিরোহিত হওয়ার পূর্ব্বেও হ্লাদিনী-শক্তির (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তিরূপা ভক্তি—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে—চিত্তে উদিত হইতে পারে বটে; কিন্তু মায়ারঞ্জিত চিত্তের সহিত তাহার স্পর্শ হইতে পারেনা। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ যেমন অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই অবস্থান করেন, অথচ মায়ারঞ্জিত হৃদয়ের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ হয় না; তদ্রূপ, হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা ভক্তিও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ারঞ্জিত চিত্তকে স্পর্শ না করিয়া জীবের চিত্তে অবস্থান করিতে পারে। উপলব্ধি চিত্তের কার্য্য বলিয়া এবং প্রাকৃত চিত্ত কোনও অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারেনা বলিয়া ভক্তির স্পর্শহীন প্রাকৃত চিত্ত তখনও ঐ ভক্তির উপলব্ধি লাভ করিতে পারেনা। “পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানয়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ (ভক্তেঃ) স্পষ্টোপলব্ধি র্নাসীদিতিভাবঃ। গীতা ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।” নিষ্ঠার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনেই মায়াকে সম্যক্‌রূপে নির্জ্জিত করা যায়, শ্রীভা, ১১।২৫।৩২ শ্লোকের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। “এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায় প্রপদ্যতে॥” মায়া-পরাজয়ের ক্রমসম্বন্ধেও শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—“রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ—সত্ত্ব-সংসেবাদ্বারা রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করিতে

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন। | সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়।" সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে রজস্তমোময়ী অবিদ্যার নিরসনোপযোগিনী শক্তি প্রদান করেন; "ভক্তেরেব কলা কাচিদ্বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা"—গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তি হইতে তাহাই বুঝা যায়। এইরূপে শক্তিমতী বিদ্যা রজস্তমোরূপা অবিদ্যাকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিয়া নিজেই একাকিনী চিত্তমধ্যে বিরাজিত থাকে। তখন আবার একমাত্র ভক্তির সাহায্যে—ভক্ত্যুত্থ বিতৃষ্ণার সাহায্যেই—এই সত্ত্বরূপা বিদ্যাকেও পরাজিত করিতে হয়। "সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ। শ্রীভা, ১১।২৫।৩৫ ॥ (নৈরপেক্ষেণ—ভক্ত্যুত্থবৈতৃষ্ণ্যেন। চক্রবর্ত্তী) ॥" সত্ত্ব স্বচ্ছ; ইহাতে অন্যবস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে। সত্ত্বে প্রকাশক-গুণ আছে; ইহা অন্যবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে। শান্তত্বগুণও আছে; তাই ইহা জ্ঞানের হেতু। এজন্য রজঃ ও তমঃকে পরাজিত করিয়া একমাত্র সত্ত্ব যখন হৃদয়ে বিরাজিত থাকে, তখন সাধক সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদিদ্বারা সংযুক্ত হয়। "যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্। তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ শ্রীভা, ১১।২৫।১৩ ॥" ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—অবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই চিত্ত যখন আবৃত থাকে, তখন বিদ্যার (বা সত্ত্বের) স্বচ্ছতাবশতঃ তাহাতে শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হয় এবং তাহার (সত্ত্বের) প্রকাশত্ববশতঃ প্রতিফলিত-শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং তাহারই ফলে কিঞ্চিৎ সুখ এবং জ্ঞানও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধসত্ত্ব তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বিদ্যাবৃত চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া সেই চিত্ত হইতে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। এইরূপে, অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ে দূরীভূত হইলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মায়ানির্ম্মুক্ত—ভক্তিনির্ধূতদোষ—হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা—অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা—লাভ করিয়া থাকে; তখন তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি তখন তাহাকে স্পর্শ করে। (সম্ভবতঃ এজন্যই শ্রীজীবগোস্বামীও শ্রীভা, ১।৩।৩৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বিদ্যার—অর্থাৎ ভক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের—আবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। "বিদ্যা তদ্রূপা যা মায়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিভুত-বিদ্যাবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ ইত্যাদি।") যাহা হউক, এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শলাভ করিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহা তখন অপ্রাকৃত হয়। এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—সুতরাং অপ্রাকৃতত্বপ্রাপ্ত—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তির উপলব্ধিলাভেও সমর্থ হয় এবং এইরূপ চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব রতি-আদিরূপে পরিণত হয়।

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম্ম এই যে—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমতঃ রজস্তমোময়ী অবিদ্যা তিরোহিত হয়; তখন চিত্ত কেবল সত্ত্বময়ী বিদ্যাদ্বারা অধিকৃত থাকে; এই সত্ত্বে চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। তখন চিত্ত হইতে মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা (অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা) লাভ করে; শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শে—অগ্নির স্পর্শে লৌহের ন্যায়—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়; শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রতিরূপে পরিণত হয়।

৬। **শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। **সাধনভক্ত্যে**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে। **সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন**—সর্ব্ব অনর্থের নিবর্ত্তন; যত রকম অনর্থ আছে, সমস্ত দূরীভূত হয়। **অনর্থ**—যাহা অর্থ (অর্থাৎ পরমার্থ) নহে, তাহাই অনর্থ; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি দুর্ব্বাসনা; কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর মতে অনর্থ চারি প্রকারের:—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, ভক্তি-জাত। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলে। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের

অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥ ৭

রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামই দুষ্কৃতজাত অনর্থ। নামাপরাধ-সমূহই (সেবাপরাধ নহে) অপরাধজাত অনর্থ। আর ভক্তির সহায়তায় (অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া) ধনাদিলাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশাই ভক্তিজাত অনর্থ। ভক্তিরূপ মূল-শাখাতে ইহা উপশাখার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল-শাখা (ভক্তিকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ রকমের—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিকী অনর্থনিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। বহুপরিমাণে আংশিকী নিবৃত্তিকে বহুদেশবর্ত্তিনী বলে। যখন প্রায় সমস্ত অনর্থেরই নিবৃত্তি হইয়াছে, অল্পমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে প্রায়িকী নিবৃত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকিলেও আবার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের তৃতীয় লহরীর ২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি ভক্তের রতিও লুপ্ত হয়, অথবা হীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ়-আসক্তি জন্মিলে রতি ক্রমশঃ রত্যাভাসে, অথবা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয়। (ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈ র্ন্যূনজাতীয়তামপি। গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে। আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্)। সুতরাং দেখা যায়, জাতরতি-ভক্তেরও বৈষ্ণবাপরাধাদির সম্ভাবনা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃত্তিতে পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিরাকৃত হইয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে।

অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজন-ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। দুষ্কৃতজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা, এবং আসক্তির পর আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা, এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

৭। **ভক্ত্যে নিষ্ঠা**—ভক্তি-অঙ্গে নিষ্ঠা; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে মনের ঐকান্তিকী-স্থিতি বা সতত বিক্ষেপহীন ভাবে স্থিতি।

শ্রবণাদ্যে রুচি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি (অর্থাৎ অভিলাষ এবং অভিলাষের পূরণে একটু আনন্দানুভব)। যখন ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে বেশ ইচ্ছা হয় এবং একটু আনন্দও পাওয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তিতে রুচি জন্মিয়াছে।

৮। **ভক্ত্যে আসক্তি প্রচুর**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে আপনা-আপনিই অভিলাষ জন্মে এবং অনুষ্ঠানে এত বেশী আনন্দ পায় যে, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া আর থাকিতে পারে না; এইরূপ অবস্থা যখন হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ভক্তিতে আসক্তি জন্মিয়াছে।

রুচি ও আসক্তিতে পার্থক্য এই যে, রুচিতে ভজনের জন্য যে অভিলাষ, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং আসক্তিতে যে অভিলাষ, তাহা স্বাভাবিক। বিচার-বুদ্ধিদ্বারা ভজনে অভিলাষ জন্মাইতে বা বজায় রাখিতে হইলে বুঝিতে হইবে, তখনও আসক্তি জন্মে নাই, তখনও রুচি; আর আপনা-আপনিই যদি ভজনে অভিলাষ জন্মে, তখন বুঝিতে হইবে, আসক্তি জন্মিয়াছে।

ভজনের প্রথমাবস্থায়ও বিচারবুদ্ধিপূর্ব্বকই ভজনের অভিলাষ জন্মাইতে বা বজায় রাখিতে হয়; কিন্তু তখন ভজনে সাধারণতঃ আনন্দ পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও তাহা সাময়িক; কিন্তু রুচিতে ভজনের অনুষ্ঠানমাত্রই

সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম॥ ৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১১)—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ ৫

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র বহুষপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমান্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপণ-সাতত্যম্। রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী॥ শ্রীজীব॥ ৫-৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ পাওয়া যায়; আসক্তিতে এই আনন্দের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং তখনকার আনন্দ চিত্তাকর্ষক; তাই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না।

প্রীত্যঙ্কুর—প্রীতির অঙ্কুর; রতি; ভাব। স্বীয়ভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রীতি।

ভজনাঙ্গে আসক্তি জন্মিলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, চিত্ত বিশুদ্ধ হয়; তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রতিনামে অভিহিত হয়।

৯। ভাব বা রতি ঘনীভূত হইয়া—গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া—প্রেমনামে অভিহিত হয়। এই প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব—জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিবার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক বস্তু। **সর্ব্বানন্দধাম**—এই প্রেমই সমস্ত আনন্দের নিকেতন; বিবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আধার; কারণ, একমাত্র প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ-মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে উল্লিখিত পয়ারসমূহের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৫-৬। অন্বয়। আদৌ (প্রথমে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস), ততঃ (তাহার পরে) সাধুসঙ্গঃ (সাধুসঙ্গ), অথ (সাধুসঙ্গের পরে) ভজনক্রিয়া (ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান), ততঃ (ভজনানুষ্ঠানের ফলে) অনর্থনিবৃত্তিঃ (অনর্থনিবৃত্তি—সর্ব্ববিধ বিঘ্নের বিনাশ) স্যাৎ (হয়), ততঃ (অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে) নিষ্ঠা (ভজনানুষ্ঠানে নিষ্ঠা—ঐকান্তিকীস্থিতি), ততঃ (নিষ্ঠার পরে) রুচিঃ (ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে অভিলাষ), অথ (রুচির পরে) আসক্তিঃ (আসক্তি—ভজনের নিমিত্ত স্বাভাবিক অভিলাষ), ততঃ (আসক্তির পরে) ভাবঃ (ভাব—কৃষ্ণরতি), ততঃ (রতি হইতেই) প্রেমা (প্রেম) অভ্যুদঞ্চতি (উদিত হয়)। প্রেম্ণঃ (প্রেমের) প্রাদুর্ভাবে (প্রাদুর্ভাব—উদয়বিষয়ে) সাধকানাং (সাধকদিগের) অয়ং (ইহাই অথবা এইরূপই) ক্রমঃ (ক্রমঃ—প্রণালী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধু-সঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া (ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান), তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাঙ্গে রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব এবং তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম। ৫।৬।

৫-৯ পয়ারের টীকায় এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই দুই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—প্রেমবিকাশের অনেক রকম ক্রম আছে; তাহাদের মধ্যে যাহা প্রায় অনেকের বেলাতেই দেখা যায়, তাহাই এই দুই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

আদৌ শ্রদ্ধা—আদিতে—প্রথমে—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যে প্রথমে আপনা-আপনিই জন্মে তাহা নহে; প্রাথমিক সৎ-সঙ্গ বা মহৎ-কৃপা হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ৩।২৫।২৪)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৭ ॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১১)—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ৮
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৯

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ ক্ষান্তিরিতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৮-৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধুসঙ্গ হইতেই যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

১০। **ভাবাঙ্কুর**—ভাব-নামক অঙ্কুর (প্রেমাঙ্কুর); অথবা ভাবের (প্রেমের) অঙ্কুর ; প্রেমাঙ্কুর। **এই ভাবাঙ্কুর**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম পয়ারে কথিত ভাব-নামক প্রেমাঙ্কুর। **এতেক চিহ্ন**—এই সকল (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত) চিহ্ন বা লক্ষণ।

যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর বা রতি জন্মিয়াছে, তাঁহাকে জাত-রতি ভক্ত বলে। জাত-রতি-ভক্তের কয়েকটী লক্ষণের কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে। লক্ষণ কয়টী এই—ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্ব্বদা রুচি, ভগবদ্-গুণাখ্যানে আসক্তি, ভগবদ্-বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ৮-৯। অন্বয়। ক্ষান্তিঃ (ক্ষোভশূন্যতা), অব্যর্থকালত্বং (অব্যর্থকালতা), বিরক্তিঃ (বিরাগ), মানশূন্যতা (মানশূন্যতা), আশাবন্ধঃ (আশাবন্ধ), সমুৎকণ্ঠা (সমুৎকণ্ঠা), নামগানে সদারুচিঃ (সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনে রুচি), তদ্গুণাখ্যানে (ভগবদ্গুণবর্ণনে) আসক্তিঃ (আসক্তি), তদ্বসতিস্থলে (তীর্থস্থানাদিতে) প্রীতিঃ (প্রীতি)—ইতি আদয়ঃ (এসমস্ত) অনুভাবাঃ (অনুভাব—লক্ষণ) জাতভাবাঙ্কুরে জনে (জাতরতিভক্তে) স্যুঃ (জন্মিয়া থাকে)।

অনুবাদ। যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল মাহাত্মাতে—ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নাম-গানে রুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি এবং ভগবদ্বসতি-স্থানে প্রীতি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ৮।৯

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য বিবৃতি হইয়াছে।

১১। **নব প্রীত্যঙ্কুর**—প্রীতির নূতন অঙ্কুর; নূতন-রতি। **প্রাকৃত-ক্ষোভ** ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধে শ্লোকোক্ত "ক্ষান্তির" অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। **ক্ষান্তি অর্থ**—ক্ষোভ-শূন্যতা। সংসারে—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির অসুখ-বিসুখে, কি মৃত্যুতে, নিজের মৃত্যুর আশঙ্কায়, কি সাংসারিক অন্য কোনও আপদ-বিপদে সাধারণ লোকের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ ও বিষণ্ণতা উপস্থিত হয় ; তাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় ; কোনও একবিষয়ে ঐকান্তিক ভাবে তখন আর মনোযোগ দেওয়া যায় না। ইহাই চিত্তের ক্ষোভ। কিন্তু যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে, ঐসমস্ত ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না ; শত শত বিপদ্ উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত ভজন হইতে বিচলিত হয় না। শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন করিতেছেন ; গৃহমধ্যে শ্রীবাসের এক সন্তানের মৃত্যু হইল ; কিন্তু শ্রীবাস তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না এই দুর্ঘটনার কথা শুনিলে প্রভুর

তথাহি (ভাঃ ১।১৯।১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ ১০॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তান্ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাম্। তং মা মাং উপয়াতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দেবী দেবতারূপা গঙ্গা চ প্রত্যেতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। গাথাঃ কথা গায়ত॥ স্বামী॥ ১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দভঙ্গ হইবে মনে করিয়া তিনি সকলকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন এবিষয়ে কোনও কিছু প্রকাশ না করে। মৃতশিশু ঘরে রাখিয়া তিনি পূর্ব্ববং আনন্দের সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিলেন; তাঁহার মুখ বা কার্য্যকলাপ দেখিয়া কেহই তাঁহার পুত্র-বিয়োগের কথা বুঝিতে পারিল না। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ। ব্রহ্মশাপে তক্ষকের দংশনে মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রাণ নষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামীর মুখে শ্রীহরি-কথা শুনিতে বসিয়াছেন; অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত হরিকথা শুনিতেছেন; আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ চঞ্চলতার উদয় হয় নাই। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিপ্রাঃ (হে বিপ্রগণ)! [ভবন্তঃ] (আপনারা) দেবীগঙ্গা চ (এবং দেবীগঙ্গা) ঈশে (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে) ধৃতচিত্তং (ধৃতচিত্ত—অর্পিতচিত্ত) উপযাতং (শরণাগত) মা (আমাকে) প্রতিযন্তু (অঙ্গীকার করুন), দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজপ্রেরিত) কুহকঃ (কুহক—মায়া) তক্ষকঃ বা (অথবা তক্ষক) অলং (ই) দশতু (দংশন করুক), বিষ্ণুগাথাঃ (কৃষ্ণকথা) গায়ত (গান করুন)।

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদের শরণাগত এবং আমি শ্রীভগবানে চিত্ত ধারণ করিয়াছি। আপনারা আমাকে অঙ্গীকার করুন, শ্রীগঙ্গাদেবীও আমাকে অঙ্গীকার করুন। দ্বিজ-প্রেরিত বস্তুটী কুহকই হউক, বা তক্ষকই হউক, সে আমাকে দংশন করুক। আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন। ১০

একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগের পশ্চাতে গমন করিতে করিতে তিনি একাকী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও খাদ্য বা পানীয় কিছুই পাইলেন না, অদূরে শমীক-ঋষির আশ্রম দেখিয়া সেই দিকে গেলেন; গিয়া দেখিলেন—শান্ত ধীর স্থির মূর্ত্তিতে ঋষি বসিয়া আছেন; অন্য কেহ সেখানে ছিলেন না; পিপাসায় শুষ্কতালু পরীক্ষিৎ নিজের ক্লান্তি ও পিপাসার কথা ব্যক্ত করিয়া ঋষির নিকটে পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিলেন; ঋষি ছিলেন সমাধিস্থ হইয়া; রাজার একটী কথাও তাঁহার কানে যায় নাই, রাজার আগমনবার্ত্তাও তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পরীক্ষিৎ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন—তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয় ব্রাহ্মণ-শমীক অতিথিরূপে তাঁহার দ্বারস্থ জানিয়াও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তাহাতে রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; ক্রোধে প্রায় অন্ধ হইয়া ঋষিকে তিরস্কার করিতে করিতে তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী মৃতসর্প দেখিতে পাইয়া—ঋষির প্রতি স্বীয় ক্রোধের অভিব্যক্তিতে এবং নিজের প্রতি ঋষির কল্পিত-অবজ্ঞার প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছায়—ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া মৃতসর্পটী তুলিয়া লইয়া তাহা শমীক ঋষির গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী কিছু দূরে বয়স্যদের সহিত খেলা করিতেছিলেন; তাঁহার বয়স্যদের মধ্যে কেহ কেহ পরীক্ষিতের সমস্ত আচরণ দেখিয়াছিলেন; তাঁহারা সমস্ত কথা শৃঙ্গীকে জানাইলে পিতার অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া কৌশিকী নদীর জলে আচমন পূর্ব্বক তিনি পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাসর্প তক্ষক রাজাকে দংশন করিবে। শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার গলায় সর্প দেখিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার রোদনে শমীকের ধ্যান ভঙ্গ হইল; ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত

কৃষ্ণের সম্বন্ধ-বিনা কাল নাহি যায় ॥ ১২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১২)
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১২।৩৭)—

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমস্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ১১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সমগ্রং সাকল্যং আয়ুঃ কালঃ জীবনং বা ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া তিনি গলস্থিত সর্প দেখিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং শৃঙ্গীকে তাঁহার রোদনের কারণ এবং কিরূপে তাঁহার গলায় সর্প আসিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৃঙ্গী সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন—অভিসম্পাতের বিবরণও বলিলেন। শুনিয়া শমীক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, শৃঙ্গীর অন্যায় হইয়াছে বলিয়া অনেক অনুতাপ করিলেন। যাহা হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া রাজাকে শাপবৃত্তান্ত জানাইলেন। পরমভাগবত পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপকে স্বীয় পরম-সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কারণ, তিনি মনে করিলেন—তিনি অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ব্রহ্মশাপের ছলে ভগবান্ তাঁহার সংসারবন্ধন-ছেদনের সুযোগই করিয়া দিলেন। যাহা হউক, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তিনি গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইলেন; এমন সময় ভুবন-পাবন মুনিবৃন্দও স্ব-স্ব-শিষ্যগণসহ সেইস্থানে গঙ্গাতীরে পরীক্ষিতের নিকটে উপনীত হইলেন; পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে সমস্ত বিবৃত করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারাও তাহার অনুমোদন করিলেন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ঈশ্বরে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নচিত্তে মুনিদের চরণে নিবেদন করিলেন—"আমি ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়াছি; গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনাদেরও শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা কৃপা করিয়া আপনাদের শরণাগত বলিয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন; অঙ্গীকার করিয়া আপনারা আমার এই অন্তিমসময়ে আমাকে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করান; তাহা হইলে—তক্ষকই আসুক, কি তক্ষকরূপী কোন মায়াই আসুক, আসিয়া আমাকে দংশন করে করুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষোভই থাকিবে না"

সাতদিনের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও মহারাজ পরীক্ষিতের কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই। ইহাই তাঁহার ক্ষান্তির লক্ষণ। ১১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২। এই পয়ারে "অব্যর্থকালত্বের" লক্ষণ বলিতেছেন। ব্যর্থ (বৃথা ব্যয়িত) হইয়াছে কাল (সময়) যাঁহার, তিনি ব্যর্থকাল; ন ব্যর্থকাল—অব্যর্থকাল; যাঁহার অতি অল্পমাত্রসময়ও ব্যর্থ হয় না, তিনি অব্যর্থকাল; তাঁহার ভাব অব্যর্থকালত্ব; শ্রীকৃষ্ণভজনের কাজব্যতীত অন্য কোনও কাজে অতি অল্পমাত্র সময়েরও ব্যয় না করা।

কৃষ্ণের সম্বন্ধ ইত্যাদি—১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পংক্তির অন্বয়। যে সময় টুকুতে শ্রীকৃষ্ণভজনের কিছু কথা হয় না, সেই সময়টুকু নিতান্ত অল্প হইলেও, তাহা বৃথাই নষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তিনি অল্প-মাত্র সময়টুকুও এইভাবে বৃথা নষ্ট করেন না; সর্ব্বদাই তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি ভগবদ্‌ভজনের কোনও না কোনও কাজ করিয়া থাকেন। ইহাই জাতরতি ভক্তের অব্যর্থকালত্ব। **কাল**—সময়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণ-সম্বন্ধবিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।"—এইরূপ পাঠান্তর আছে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অনিশং (নিরন্তর) বাগ্‌ভিঃ (বাক্যদ্বারা) স্তুবন্তঃ (স্তব করিয়া), মনসা (মনের দ্বারা)

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥ ১৩

তথাহি (ভাঃ ৫।১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥ ১২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র হেতুমাহ য ইতি। সুহৃদ্রাজ্যয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং যো দুস্ত্যজান্ দারাদীন্ বিষ্ঠামিব জহৌ তস্যার্যভস্যেতি সম্বন্ধঃ দুস্ত্যজত্বে হেতুঃ হৃদিস্পৃশঃ মনোজ্ঞান্ ত্যাগে হেতুঃ উত্তমঃশ্লোকে লালসা লম্পটত্বং যস্য সঃ॥ স্বামী॥ ১২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া), তন্বা (তনুদ্বারা—দেহদ্বারা) নমন্তঃ (নমস্কার করিয়া) অপি (ও) ন তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত না হইয়া) স্রবন্নেত্রজলাঃ (নেত্রজল ত্যাগ করিতে করিতে—নয়নজলাভিষিক্ত) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) সমগ্রং (সমস্ত) আয়ুঃ (আয়ুষ্কাল) হরেঃ এব (হরিতেই—হরি-সেবাতেই) সমর্পয়ন্তি (সমর্পণ করিয়া থাকেন—নিয়োজিত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ, এবং শরীরের দ্বারা প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্ত না হওয়া বশতঃ সাধুগণ নয়ন-জলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্যেই সমস্ত পরমায়ুষ্কাল অর্পণ করিতেছেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন শ্রীহরিসেবাতেই নিয়োজিত থাকিতেছেন॥ ১১

ভক্তগণ তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই যে কোনও না কোনও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই নিয়োজিত করেন, অত্যল্পমাত্র সময়ও যে তাঁহারা অন্য কোনও বৃথাকাজে নষ্ট করেন না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩। এই পয়ারার্দ্ধে **"বিরক্তি"র** কথা বলিতেছেন। আসক্তির বিপরীত জিনিসটাই "বিরক্তি।" ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বস্তুতে বাসনা-শূন্য হওয়াই বিরক্তির লক্ষণ।

ভুক্তি—ভোগ; ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু। **সিদ্ধি**—অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিকী শক্তি। **ইন্দ্রিয়ার্থ**—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল জিনিস-পত্র ব্যবহার করা, সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত থাকা, স্ত্রী-পুত্রাদি-সঙ্গ-জনিত আনন্দ ভোগ করা—ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু। **তারে নাহি ভায়**—জাতরতি ভক্তের নিকটে ঐ সব ভাল লাগে না। ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থাদির প্রতি তাঁহার মন নিজে ধাবিত তো হয়ই না, এসব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে প্রীতি লাভ করেন না। স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ্ তিনি মলবৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। মল-ত্যাগ করিতে না পারিলে যেমন শরীরে ও মনে বিশেষ উদ্বেগ হইতে থাকে, জাতরতি-ভক্তও ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদ্বেগ অনুভব করেন। মলত্যাগ করা হইয়া গেলেই শরীরে যেমন স্বস্তি অনুভব হয়, জাতরতি-ভক্তও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বস্তু ত্যাগ করিয়া একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেই বিশেষ সুখী হয়েন। মলত্যাগ করিয়া আসার সময় কেহ যেমন আর ত্যক্ত-মলের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কালেও জাতরতি-ভক্তের কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না; স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-বিত্তাদি তাঁহার অভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে, কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ইত্যাদি কোনওরূপ চিন্তার আভাসও তাঁহার মনে স্থান পায় না।

১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পংক্তিরও অন্বয়।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে শ্রীভরত-মহারাজ) উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া) যুবা এব (যুবা হইয়াও—যৌবন-কালেই) দুস্ত্যজান্ (দুস্ত্যজ্য) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞ) দারসুতান্ (স্ত্রীপুত্রকে) সুহৃদ্রাজ্যং চ (এবং সুহৃদ্ ও রাজ্যকেও) মলবৎ (মলবৎ—মলের ন্যায় অনায়াসে) জহৌ (ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে 'হীন' করি মানে ॥ ১৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৫)

পদ্মবচনম্,—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ১৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এষঃ ভরতঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেনঃ--যে ভরত-মহারাজ উত্তমঃশ্লোক-শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া যৌবনকালেই দুস্ত্যজ্য এবং মনোজ্ঞ স্ত্রীপুত্রকে এবং সুহৃদ্ ও রাজ্যকেও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১২

সাধারণতঃ যৌবনেই লোকের ভোগবাসনা অত্যন্ত বলবতী থাকে; স্ত্রীপুত্রাদিকে ত্যাগ করা, বন্ধুবান্ধবকে ত্যাগ করা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি-আদির মূল উৎস রাজ্যাদি ত্যাগ করাও সেই সময় সাধারণতঃ অসম্ভব; বিশেষতঃ, স্ত্রীপুত্রাদি যদি নিজের খুব মনোজ্ঞ—মনোহর—হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করা প্রায় একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, তাহারা তখন দুস্ত্যাজ্য—প্রাণ ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তথাপি তাহাদিগকে ত্যাগ কয়া যায় না; এইরূপই সাধারণ সংসারী লোকের অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা **উত্তমঃশ্লোকলালস**—ভগবান্‌কে দর্শন করার নিমিত্ত, তাঁহার সেবা করার নিমিত্ত, ঐকান্তিকভাবে তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির জন্য লালায়িত, তাঁহাদের চিত্তকে স্ত্রীপুত্রাদি কি রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহারা এসমস্তকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন (মলবৎ-ত্যাগের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য); তাহার দৃষ্টান্ত মহারাজ-ভরত—যিনি যৌবনেই স্ত্রীপুত্র-রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—শ্রীভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্যে।

জাতরতি ভক্তগণ সংসারে কিরূপ অনাসক্ত, তাহাই ভরত-মহারাজের দৃষ্টান্তে এই শ্লোকে দেখান হইল। এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ।

১৪। **সর্ব্বোত্তম** ইত্যাদি—সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও জাতরতি ভক্ত নিজেকে নিতান্ত অধম, নিতান্ত ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার চিত্তে "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব সম্যক্‌রূপে উদিত হয়। শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামী উচ্চ ব্রাহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং আচারনিষ্ঠ হইয়াও নিজেদিগকে এত হেয়, নীচ, অসদাচারী এবং অস্পৃশ্য মনে করিতেন যে, শ্রীমন্দিরে যাওয়ার অযোগ্য মনে করিয়া কখনও শ্রীজগন্নাথমন্দিরে যাইতেন না, এমনকি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়াও চলাফেরা করিতেন না—পাছে শ্রীজগন্নাথের কোনও সেবক তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইয়া যায়; শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামী নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'মোর নাম যেই লয় তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয় ॥ ১।৫।১৮৪ ॥" "মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস ॥ ১।৮।৬৮॥" 'পুরীষের-কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১।৫।১৮৩ ॥"

জাতরতি ভক্ত এইরূপে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম এবং অপর সকল জীবকেই আপনা-অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সকলকেই সম্মান করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে আর স্বীয় জাতি কুল ধন-ঐশ্বর্য্য-পদমর্য্যাদা ইত্যাদির কোনও গৌরবই থাকে না; ব্রাহ্মণ হইয়াও কুক্কুরভোজী নীচজাতিকে পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন না।

এই পয়ারার্দ্ধে মানশূন্যতার কথা বলিতেছেন। ১২-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত ইহারও অন্বয়।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। নরেন্দ্রাণাং (রাজাদিগের) শিখামণিঃ (মুকুটমণি সদৃশ) এষঃ (এই ভরত)

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি জানে ॥ ১৫

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৬)
শ্রীসনাতনগোস্বামিবাক্যম্—
ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথ বা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্য-মূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। তস্য বৈষ্ণবত্বং বিষ্ণুধ্যানময়ত্বং স এব হি সগর্ভ উচ্যতে। জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং শুভকর্ম্ম বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং সজ্জাতি স্তদ্‌যোগ্যতাহেতুঃ তত্র যোগাদীনাং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভক্ত্যুপযুক্ততয়া কৃতত্বেন দ্রষ্টব্যম্। তচ্চ যোগস্য তৃতীয়ে কাপিলেয়ানুসারেণ জ্ঞানস্য ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইতি শ্রীগীতানুসারেণ। শুভকর্ম্মণশ্চ, স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ, ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। মদাশা মম সুখমাত্রেচ্ছয়া ত্বাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তস্য যা সা, ন তু ভবৎপ্রেম্না প্রবৃত্তস্য হা আশা কাপি তৃষ্ণা সা। যতঃ অচ্ছেদ্যং মূলং স্বসুখকামত্বং যস্যাঃ সা। তর্হি কিং করবাণি তদাহ হীনেতি। ভবতা সাপি প্রেমময়ী কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিচার্য্য সৈব ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যথয়ত ইত্যত্র স্বস্যাচিত্তত্বমননাদনাদরকর্ম্মকাচ্চিত্তবং কর্ত্তৃকাদিত্যনেন প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্যাভাবঃ। তদিদং সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তমিতি রতাবেবোদাহৃতম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরৌ (শ্রীহরিতে) রতিং (রতি) বহন্ (ধারণ করিয়া) অরিপুরে (শত্রুর গৃহে) ভিক্ষাং (ভিক্ষা—ভিক্ষার নিমিত্ত) অটন্ (গমন করিয়া) শ্বপাকং অপি (শ্বপচকেও) বন্দতে (বন্দনা করেন)।

অনুবাদ। সমস্ত ভূপতিগণের শিখামণিস্বরূপ মহারাজ-ভরত শ্রীভগবানে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহেও গমন করিতেন এবং শ্বপচাদি নীচজাতিকে-পর্য্যন্তও প্রণাম করিতেন। ১৩

ভরত ছিলেন মহারাজ-চক্রবর্ত্তী ; বহু রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন ; সুতরাং তাঁহার সম্মানের ও মর্য্যাদার আর তুলনা ছিল না ; কোনও কিছুর জন্যই কাহারও নিকটে তাঁহাকে অবনতি স্বীকার করিতে হইত না ; তাঁহার কোনওরূপ অভাবও ছিল না। তাঁহার চিত্তে যখন ভগবদ্‌রতির উদয় হইল, তিনি তখন ভজনের প্রতিকূল বিবেচনায় রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিলেন ; ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ; চিরাভ্যস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্যোচিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা পাছে সুপ্তভাবেও তাঁহার চিত্তে লুক্কায়িত থাকে, এই আশঙ্কাতেই তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন—এমন কি পূর্ব্ব শত্রুর নিকট হইতেও ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না ; আর ভক্তির কৃপায়, নিজের সম্বন্ধে তাঁহার এমনি হেয়তাজ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, সকলকেই—এমন কি শ্বপচকে পর্য্যন্ত তিনি আপনা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং তাই তাহারও চরণ বন্দনা করিতেন।

শ্বপচ—শ্ব-(অর্থাৎ কুক্কুর)-ভোজী নীচজাতিবিশেষ। ১৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫। এই পয়ারার্দ্ধে আশাবদ্ধতার কথা বলিতেছেন। ইহারও অন্বয় ১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন—এই বাক্যে জাতরতি-ভক্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। প্রেমা (প্রেম), শ্রবণাদি-ভক্তিঃ অপিবা (অথবা শ্রবণাদি-সাধনভক্তিও), অথবা (অথবা) বৈষ্ণবঃ যোগঃ (বৈষ্ণবযোগ), বা জ্ঞানং (অথবা জ্ঞান), বা কিয়ৎ শুভকর্ম্ম (অথবা কিছু শুভকর্ম্ম), অহো বা সজ্জাতিঃ (কিবা উত্তমজাতি) অপি (ও) ন অস্তি (নাই) ; তথাপি (তথাপি) হে গোপীজনবল্লভ (হে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ) ! হীনার্থাধিক-সাধকে (হীন অভিলাষও অধিকরূপে পূরণ করিতে উৎসুক) ত্বয়ি (তোমাতে) মদাশা (আমার আশা) অচ্ছেদ্যমূলা সতী (অচ্ছেদ্যমূলা হইয়া) মাং (আমাকে) ব্যথয়তে (ব্যথিত করিতেছে)।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসাপ্রধান ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। আমার প্রেম নাই; প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি, তাহাও আমার নাই; ধ্যান-ধারণাদি বৈষ্ণব-যোগেরও আমার কোনও অনুষ্ঠান নাই; এবং জ্ঞান বা কোনও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানও আমি করি নাই। অধিক কি বলিব, সাধনের মূল যে সজ্জাতি, তাহাও আমার নাই। অতএব হে গোপীজন-বল্লভ! হীনার্থাধিক-সাধক তোমাতে আমার যে অচ্ছেদ্যমূলা আশা, তাহাই আমাকে ব্যথিত করিতেছে। ১৪

সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরম্পরাক্রমে ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতু হইতে পারে বলিয়াই এস্থলে প্রেমাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। **প্রেম**—কৃষ্ণপ্রেম; ইহাদ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। **শ্রবণাদিভক্তিঃ**—শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি; এই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়। **বৈষ্ণবঃ যোগঃ**—অন্তঃকরণ-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ যে শ্রীবিষ্ণু আছেন, তাঁহার ধ্যান-ধারণাময়যোগ; সগর্ভযোগ; এইরূপ সাধনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান-ধারণাদি আছে বলিয়া ইহাকে বৈষ্ণবযোগ বলা হইয়াছে। এইরূপ সগর্ভ-যোগমার্গের সাধকও শ্রীহরির ভজন করিতে পারেন (২।২৪।১০৫-৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি (গীতা ১৮।৫৪)-প্রমাণে জানা যায় যে, সৌভাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানমার্গের সাধকও প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন (২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১।২।৬ ॥ এবং "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১।২।৮ ॥-প্রমাণ অনুসারে জানা যায়, শুভকর্ম্ম বা ধর্ম্ম হইতেও পরাভক্তি লাভ করা যায়। আর, কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনে জাতিকুলাদির বস্তুতঃ কোনও অপেক্ষা না থাকিলেও প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে—ভক্তিমার্গের সাধনের পক্ষে—অন্ততঃ প্রথমাবস্থায়—আবশ্যক শাস্ত্রালোচনা ও সংসঙ্গাদি-বিষয়ে ব্রাহ্মণাদি সজ্জাতিরই সুযোগ বেশী; তাই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সজ্জাতিও সাধনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে।

সাধক জাতরতি হইলেও—কৃষ্ণরতি তাঁহার চিত্তে বিরাজিত থাকিলেও, তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভক্তিসাধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও—ভক্ত্যুত্থদৈন্যবশতঃ নিজের হেয়তাজ্ঞানের উপলব্ধিতে বলিতেছেন—"যাহা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হইতে পারে, তাহার কিছুই আমার নাই; সুতরাং হে কৃষ্ণ! হে গোপীজন-বল্লভ! তোমার সেবা প্রাপ্তির কোনও যোগ্যতাই আমার নাই; বস্তুতঃ তোমার সেবাপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই; আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল নিজের সুখের নিমিত্ত; তোমার অনুগ্রহ আমি চাই কেবল আমার নিজের সুখ-প্রাপ্তির আশাতেই, আমার এই আশা **অচ্ছেদ্যমূলা**—ইহার মূল হইতেছে স্বসুখেচ্ছা, সেই মূলকে কিছুতেই ছিন্ন করা যাইতেছে না—আমার স্বসুখ-বাসনা কিছুতেই দূর হইতেছে না; ঈদৃশী আশাই আমাকে **ব্যথয়তে**-ব্যথিত করিতেছে, কষ্ট দিতেছে, কিন্তু এই আশাও আমি পোষণ করিতেছি **হীনার্থাধিক-সাধকে ত্বয়ি**—হীন (নিকৃষ্ট, স্বসুখমূলক) যে অর্থ (অভিলাষ), তাহারও অধিকসাধক (অধিকরূপে স্বসুখার্থতা ঘুচাইয়া কৃষ্ণসুখার্থতা প্রতিপাদক, স্বসুখময়ী বাসনা দূর করিয়া প্রেমময়ী বাসনা—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী বাসনা উৎপাদন করিতে সমর্থ) যে তুমি (শ্রীকৃষ্ণ), সেই তোমাতে; (ধ্বন্যর্থ এই যে), "আমার চিত্তে স্বসুখবাসনা থাকিলেও এই ভরসা আমার আছে যে, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই হীন বাসনা দূর করিয়া কৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী বাসনা জন্মাইবে।"

কৃষ্ণ-কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬। এই পয়ারে সমুৎকণ্ঠার কথা বলিতেছেন।

এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা বা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পাওয়ার জন্য জাতরতি-ভক্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও লালসান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পাওয়ার জন্য কি যে করিবেন, আর কি যে না করিবেন, কিছুই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না; অথচ প্রাণেও স্বস্তি পাইতেছেন না; এইরূপ অবস্থা হয়।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ১৫॥

নামগানে সদা রুচি—লয়ে কৃষ্ণনাম॥ ১৭

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্—(১।৩।১৬)

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥ ১৬

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি। ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রোদনবিন্দুমশ্রুকণা সা এব মকরন্দঃ তস্য স্যন্দি শ্রাবি যৎ দৃগ্রূপমিন্দীবরঃ যস্যাঃ সা চন্দ্রাবলী॥ চক্রবর্ত্তী॥ ১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লালসা প্রধান—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য প্রবল বাসনা।

শ্লো। ১৫। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ২।২।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৬-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭। এই পয়ারার্দ্ধে নামে রুচির কথা বলিতেছেন। জাতরতি-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই আনন্দ পায়েন; তাঁহার নিকটে নাম অত্যন্ত মধুর বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়)।

শ্লো। ১৬। **অন্বয়** গোবিন্দ (হে গোবিন্দ)! রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা (অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দস্রাবি-নয়নকমলা) মধুরস্বরকণ্ঠী (মধুরস্বরকণ্ঠী) বালা (রমণী—চন্দ্রাবলী) অদ্য (আজ) তব নামাবলিং (তোমার নামসমূহ) গায়তি (কীর্ত্তন করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে গোবিন্দ! মধুর-স্বরকণ্ঠী চন্দ্রাবলী আজ তোমার নামসমূহ গান করিতেছেন, তাঁহার নয়ন-কমল হইতে অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দ ঝরিতেছে। ১৬

চন্দ্রাবলী মধুর-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন; আর তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু-বিন্দু পতিত হইতেছে। তাঁহার নয়ন ইন্দীবর বা কমলের তুল্য সুন্দর; নয়ন হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে, তাহাকেই কমলের মধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি-দৃগিন্দীবরা—রোদনবিন্দু (রোদন—ক্রন্দন—হইতে জাত যে বিন্দু বা অশ্রু) তদ্রূপ মকরন্দ (মধু) স্যন্দি (স্রাবী, যাহা হইতে ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ) যে দৃক্ (দৃষ্টি বা নয়ন), সেই নয়নরূপ (কমল) যাঁহার।

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনামগানেই যে চন্দ্রাবলীর রুচি, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। ইহা ১৭ পয়ারের প্রমাণ।

১৮। এই পয়ারার্দ্ধে কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তির কথা বলিতেছেন। জাতরতি-ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী এতই মধুর বলিয়া অনুভূত হয় যে, তিনি ঐ-গুণকীর্ত্তনেই আসক্ত হইয়া পড়েন; সর্ব্বদাই কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করিয়াই থাকিতে পারেন না। বিষয়াসক্ত-জীব যেমন ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিতে পারেনা, জাতরতি-ভক্তও তদ্রূপ কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন ত্যাগ করিতে পারেন না।

এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২)—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ১৭

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ১৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৬১)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ১৮

কৃষ্ণ রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ! ॥ ২০
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কদাহং যমুনাতীরে ইতি দূরতঃ প্রার্থনা কস্যচিজ্জাতভাবস্য যতঃ সংপ্রার্থনা অনুৎপন্নভাবস্য লালসা তু জাতভাবস্যেতিভেদঃ। লালসাময়ত্বাৎ সংপ্রার্থনাপ্যত্র লালসেত্যেব ভণ্যতে। অতো লালসাময়ীয়ম্। অত্রেদৃশে সংপ্রার্থনালালসে প্রস্তাবাদেব দর্শিতে। কিন্তু রাগানুগায়ামেব জ্ঞেয়ে ॥ শ্রীজীব ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২১।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনুভব-বশতঃ সর্ব্বদাই যে তাঁহার গুণকীর্ত্তনাদিতে ভক্ত আসক্ত থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। শ্লোকস্থ **বিভোঃ—**শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বপুর (দেহের) ন্যায় তাঁহার মাধুর্য্যও বিভু। ১৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯। কৃষ্ণ-লীলাস্থানে প্রীতির কথা বলিতেছেন। বৃন্দাবনাদি কৃষ্ণলীলাস্থানের প্রতি জাত-রতি ভক্তের এতই প্রীতি যে, তিনি সর্ব্বদাই সে সব স্থানে বাস করিয়া থাকেন বা বাস করার জন্য লালসান্বিত হইয়া থাকেন।

এই পংক্তির ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। পুণ্ডরীকাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ)! তব (তোমার) নামানি (নামসমূহ) কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) উদ্বাষ্পঃ (গলদশ্রু হইয়া) অহং (আমি) কদা (কখন) যমুনাতীরে (যমুনাতীরে) তাণ্ডবং (নৃত্য) রচয়িষ্যামি (করিব)।

অনুবাদ। কোনও জাতরতি ভক্ত দূর হইতে প্রার্থনা করিতেছেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে সজল-নয়নে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিব ? ১৮ ॥

এই শ্লোকে, বৃন্দাবনবাসের নিমিত্ত কোনও জাতরতি-ভক্তের তীব্র লালসার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৯-পয়ারের প্রমাণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮-৯ শ্লোকে জাতরতি ভক্তের যে কয়টী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কয় পয়ারে সেই লক্ষণগুলিই বিবৃত হইল।

২০। রতিলক্ষণ এবং জাত-রতি ভক্তের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে জাত-প্রেম ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন।

২১। বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা ইত্যাদি—যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য, তাঁহার কার্য্যকলাপ ও আচরণাদির মর্ম্ম বিজ্ঞ-ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা প্রেমের রহস্য জানেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। পরবর্ত্তী-শ্লোকদ্বয়ে জাতপ্রেম ভক্তের ক্রিয়া মুদ্রার লক্ষণ দিয়াছেন।

ক্রিয়া—কার্য্যকলাপ ও আচরণ। **মুদ্রা—**পরিপাটী ; কার্য্য-কৌশল।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১২)—
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১৯

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪০)—
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২০

প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ২২

বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর ॥ ২৩

ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতিপ্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অন্তর্ব্বাণীভিঃ শাস্ত্রবিদ্‌ভিঃ মুদ্রা পরিপাটী ॥ শ্রীজীব ॥ অন্তরন্তঃকরণে বাণী সরস্বতী যেষা· তৈঃ পণ্ডিতৈরপীত্যর্থঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অয়ং (এই) নবপ্রেমা (নূতন প্রেম) ধন্যস্য (সৌভাগ্যশালী) যস্য (যাঁহার—যে ব্যক্তির) চেতসি (চিত্তে) উন্মীলতি (উদিত হয়), অস্য (তাঁহার) মুদ্রা (পরিপাটী) অন্তর্ব্বাণীভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) অপি (ও) সুষ্ঠু (সম্যক্‌রূপে) সুদুর্গমা (সুদুর্গম)।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্তে এই নবীনপ্রেমের উদয় হয়, তিনি ধন্য। তাঁহার (বাক্যের ও ক্রিয়ার) পরিপাটী শাস্ত্রবেত্তারাও বুঝিতে পারেন না। ১৯

অন্তর্ব্বাণীভিঃ—অন্তর্ব্বাণীগণ (শাস্ত্রবিদ্‌গণ)-কর্ত্তৃক। অথবা, অন্তঃ (অন্তঃকরণে বা চিত্তে) বাণী (সরস্বতী) আছেন যাঁহাদের, সেই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক। **মুদ্রা**—বাক্যের বা ক্রিয়াদির পরিপাটী।

২১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জাতপ্রেম ভক্তের আচরণ দেখিলে যে কখনও বা তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে হয়—বস্তুতঃ তিনি সাধারণ পাগল নহেন বলিয়া সাধারণ লোক যে—এমন কি শাস্ত্রবিৎ-পণ্ডিত লোকও যে—তাঁহার আচরণাদির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, তাহাই এই শ্লোকের মর্ম্ম। এইরূপে এই শ্লোকও ২১ পয়ারের প্রমাণ।

২২। এই প্রেম যে আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ-মানাদিতে পরিণত হয়, তাহাই বলিতেছেন। ২।১৯।১৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। ২।১৯।১৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শুদ্ধমিশ্রি**—উত্তম মিশ্রি ; ওলা।

২৪। ইক্ষুবীজ, ইক্ষু প্রভৃতির সহিত প্রেম-স্নেহাদির উপমার একটী তাৎপর্য্য এই যে, ইক্ষুবীজ যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইক্ষু-দণ্ডের কতটুকু অংশই যেমন ইক্ষুবীজ,—সেইরূপ প্রেমও স্নেহ-মান-প্রণয়াদি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। প্রেম-স্নেহ-মানপ্রণয়াদি সমস্তই শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষাত্মা, একই চিচ্ছক্তির বিলাস। ইক্ষুবীজাদির সঙ্গে প্রেমাদির সর্ব্ববিষয়ে উপমা খাটে না। ইক্ষু হইতে রস, গুড় প্রভৃতি পাইতে হইলে ইক্ষু-আদির অনেক অংশ বাদ দিতে হয় ; যে অংশ বাদ পড়ে, তাহা রস-গুড়াদি হইতে ভিন্নজাতীয় জিনিস। কিন্তু প্রেম যখন ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া স্নেহমানাদিতে পরিণত হয়, তখন কোনও স্তরেই তাহা হইতে কোনও অংশ বাদ পড়ে না ; ইহার মধ্যে ভিন্নজাতীয় আবর্জ্জনা কিছুই নাই ; ক্রমশঃ ইহা ঘনীভূত হইতে থাকে মাত্র এবং ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে গুণের

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার—।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর ॥ ২৫

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্তসুখী—কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আধিক্য দেখা দেয়, তাহাতে স্বাদের আধিক্য জন্মে। উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য-জননাংশেই রস-গুড়াদির সহিত ইহার উপমা।

২৫। ২।১৯।৫৭-৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় ভাবের অনুকূল নিষ্ঠা এবং স্বীয় ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার ইচ্ছাই রতি। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আর আমি তাঁর দাস—এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা, এবং দাসরূপে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার যে ইচ্ছা, তাহাই দাস্যরতি। শ্রীকৃষ্ণ আমার ছেলে, আমি তাঁহার মাতা বা পিতা, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণকে লাল্য জ্ঞান করিয়া—কৃপা, স্নেহ, তাড়ন, ভৎ'সনাদি দ্বারা তাঁহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা দূর করিবার, মঙ্গলের সম্ভাবনা আনয়ন করিবার এবং বাৎসল্যময়ী সেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার যে ইচ্ছা, তাহাই বাৎসল্য রতি। ইত্যাদি।

২৬। এই পঞ্চ স্থায়ীভাব—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর-রতি—এই পাঁচটী রতিই যথাক্রমে শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রসের স্থায়ীভাব। শান্তরসটী, শান্তরসে নিত্যই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত, এজন্য ইহাকে শান্তরসের স্থায়ীভাব বলে। অন্যান্য রসের স্থায়ীভাবত্ব সম্বন্ধেও ঐ কথা। যে রতিটী যে রসে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই সেই রসের স্থায়ীভাব। শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, তাহাই স্থায়ী ভাব। "স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ ॥"—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু। ২।৫।২ ॥ (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চরস—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস।

পঞ্চস্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস—স্থায়ীভাবগুলি পঞ্চরসে পরিণত হয়। শান্তাদি পাঁচটী রতি বা স্থায়ী ভাব—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী-ভাবের সহিত মিলিত হইলে, পাঁচটী রসে পরিণত হয়। বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে উক্ত স্থায়ী ভাবগুলি অত্যন্ত চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্য হয় বলিয়া তখন তাহাদিগকে রস বলে। (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা এবং পরবর্ত্তী ৪৪-৪৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ছানার সঙ্গে চিনি বা মিশ্রি যোগ করিয়া যেমন রসগোল্লা, চম্‌চম্ আদি উপাদেয় ও পরমাস্বাদ্য বস্তু প্রস্তুত করা হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতির সহিত বিভাবাদি যুক্ত হইলেও কৃষ্ণ-ভক্তিরস-নামক পরম-মধুর রস উৎপন্ন হয়।

যে রসে ইত্যাদি—কৃষ্ণরতি যখন বিভাবাদির মিলনে রসে পরিণত হয়, তখন তাহা আস্বাদন করিয়া ভক্তও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ এত আনন্দিত হয়েন যে, তিনি তত্তৎ-রতির আশ্রয়ভূত ভক্তদের নিকটে একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন। এইরূপ রসের আধার ভক্তদের সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—অহং ভক্তপরাধীনঃ। রসের তারতম্যানুসারে তাঁহার বশীভূততারও তারতম্য হইয়া থাকে। মধুররসে অন্যান্য রস অপেক্ষা স্বাদের আধিক্য; এজন্য মধুর-রসের পাত্রদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত; তাই শ্রীরাসে তিনি শ্রীমতী ব্রজসুন্দরীগণের নিকটে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের নিকটে চিরঋণী; এই ঋণের বিন্দুমাত্র পরিশোধ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি।" শ্রীভা ১০।৩২।২২ ॥ শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

কৃষ্ণরতির তিনটী বৃত্তি; কর্ম্ম, করণ ও ভাব। রসরূপে পরিণত হইলে ইহা আস্বাদ্য (কর্ম্ম); আবার ইহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায় (করণ); এবং এই রস যখন উৎকর্ষের চরমসীমা লাভ করে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তখন ইহা স্বয়ং আস্বাদন-স্বরূপ (ভাব) হইয়া যায় ;—তখন আস্বাদনের মাধুর্য্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া যায় যে, আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্মৃতিই যেন তাহার লোপ পাইয়া যায়, তখন কেবল আস্বাদন-মাত্রেরই সত্ত্বা উপলব্ধ হয়।

ভক্তিরসটী কর্ম্মরূপে ভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ—উভয়েরই আস্বাদ্য ; এবং আস্বাদন-মাধুর্য্যের আধিক্যে ইহা আস্বাদন-স্বরূপতাই (ভাব) প্রাপ্ত হয়। এই রসে বিভোর হইয়া ভক্ততো নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেনই ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, তিনি পর্য্যন্ত এই ভক্তিরসের স্বাদাধিক্যে বিভোর হইয়া ভক্তদের নিকটে বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যরসের বশীভূত হইয়া সুবলাদিকে নিজের কাঁধে পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন। বাৎসল্যরসের বশীভূত হইয়া নন্দ-বাবার বাধা (পাদুকা) মস্তকে বহন করিয়াছেন এবং যশোদামাতার হাতে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন। আর মধুর-রসের বশীভূত হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে অপরিশোধনীয় ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া আছেন। প্রাকৃত জগতের বশ্যতার ন্যায় এই প্রেমবশ্যতায় দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, গ্লানি নাই, বিষাদ নাই ; আছে কেবল আনন্দ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আর আনন্দমত্ততা। ইহা প্রেমেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম।

আবার করণরূপে, এই কৃষ্ণ-রতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া ভক্ত অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। মধুর-রসে এই আনন্দ-চমৎকারিতা এত অধিক যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই আনন্দের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন ; এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য পূর্ণতম মাত্রায় আস্বাদনের একমাত্র করণস্বরূপ মাদনাখ্য মহাভাব, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর নিকট ঋণ করিয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌররূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার ও ঋণিত্বের পূর্ণতম আদর্শ। শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণ যে ঋণের কথা বলিয়াছেন, তাহা ভাবতঃ ঋণ বা কৃতজ্ঞতার ঋণ মাত্র, আর যে ঋণের ফলে তিনি গৌর হইলেন, ইহা বাস্তব ঋণ—যে জিনিসের তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, অথচ যে জিনিস তাঁহার নিজের নাই, যে জিনিস অন্য কোথাও নাই, সুতরাং যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এবং যে জিনিসের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী—সেই মাদনাখ্য-মহাভাবটী পরম করুণাময়ী শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়া রহিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বশ্যতার পরাকাষ্ঠা।

[একথা শুনিয়া কোনও রসিক ভক্ত হয়ত বলিবেন :—ইহা তোমার শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতাই বল আর যাহা ইচ্ছাই বলনা কেন, ইহাতে যে আমার শ্রীরাধারাণীর অসীম বদান্যতা, অপার করুণা এবং অনুগত জন-বাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সর্ব্বাতিশায়ীরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই ঋণজালে বাঁধা, যে ব্যক্তি পূর্ব্বঋণের বিন্দুমাত্রও পরিশোধ করিবার কোনও উপায় না দেখিয়া মহাজনের পদে দাসখত লিখিয়া দিয়া আত্মবিক্রয় করিয়া মহাজনের কোটালীগিরি পর্য্যন্ত করিয়াও ঋণশোধ করিতে পারে নাই—এমন ব্যক্তিকে কেহ কি কখনও দ্বিতীয়বার ঋণ দান করিয়া থাকে ? কেহই করে না। করিয়াছেন মাত্র একজন—তিনি আমাদের শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী অপার করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীমতী রাধারাণীর কোটালিগিরি করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বঋণের কণিকামাত্রও শোধ করিতে পারিলেন না—শোধ করিবার সামর্থ্যই তাঁর নাই ; এই ঋণের পরিমাণ এত বেশী। জানিয়া শুনিয়াও শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরী তাঁহাকে আবার ঋণ দিলেন ; এবার যে বস্তুটী ঋণস্বরূপে দিলেন, তাহার তুলনা দেওয়ার কোথাও কিছু নাই ; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধাম-সমূহের সমগ্র সম্পৎ-সম্ভার একত্র করিলেও এই বস্তুটীর এক কণিকার মূল্য হইবে না—এমন বস্তুটী তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ; আবার এই বস্তুটী শ্রীমতী রাধারাণীর যথা-সর্ব্বস্ব ; তথাপি তিনি অম্লান বদনে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। বলতো আমার শ্রীরাধারাণীর মত বদান্য, পরমকরুণ এবং আশ্রিত-বৎসল আর কে আছে ?

আর এক রসিক ভক্ত হয়ত বলিবেন—আর দ্বিতীয়বার ঋণ যাচ্ঞা করার সাহসই তো তোমার কৃষ্ণের হয় নাই। পূর্ব্বঋণই শোধ করিতে পারেন নাই, ভবিষ্যতে শোধ করিবারও কোন উপায় নাই ; আবার কোন্ মুখে ঋণ চাহিবেন !! কিন্তু ঐ মাদনাখ্য মহাভাবটী না হইলে তো তাঁহার চলে না ! প্রাণে যে দুর্দ্দমনীয় লালসা, তাহার তাড়না তো আর সহ্য

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। | কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে পারেন না!! এখন কি করেন? এমতাবস্থায় সকলে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে যখন গৌতমপত্নীকে উপভোগ করিবার জন্য বলবতী লালসা জন্মিল, তখন তিনি কি করিলেন? দেবরাজ জানিতেন, ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে তাঁহার বাসনা-পূর্ত্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নাই; অথচ বলবতী লালসার তাড়নাও আর সহ্য হইতেছে না। তখন তিনি গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির চেষ্টা করিলেন। লালসার তাড়না সহ্য করিতে না পারিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক—যে কোনও উপায়ে লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিবার চেষ্টাই লোক করিয়া থাকে। তোমাদের কৃষ্ণও তাহাই করিলেন। তোমাদের শ্রীহরি শ্রীরাধারাণীর ভাব এবং কান্তি চুরি করিলেন; ভাবটী হৃদয়গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন; আর কান্তিটী দ্বারা নিজের দেহকে ঢাকিয়া আত্মগোপন করিলেন—যেন কেহ চোরকে চিনিতে না পারে। অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য দেবরাজ যেমন গৌতম সাজিলেন—তোমাদের ব্রজরাজ নন্দনও শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি চুরি করিয়া নিজেও রাধিকা সাজিলেন—ভিতরে বাহিরে রাধা সাজিলেন। তাতেই তো শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী, রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥]

২৭। শান্তাদি পঞ্চবিধ-রতিরূপ স্থায়িভাব কিরূপে পঞ্চবিধ রসে পরিণত হয়, তাহা বলিতেছেন।

প্রেমাদিক স্থায়িভাব—প্রেমাদিরূপে অভিব্যক্ত স্থায়ী ভাব। শ্রীকৃষ্ণ-রতিই ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।" "ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজে।—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি॥ স্থা, ৪৪, ৪২।"

সামগ্রী—কারণ-সমূহ। ইতি শব্দকল্পদ্রুম॥ যে বস্তুটী না হইলে যে বস্তুটী সিদ্ধ হয়না, তাহাই সেই বস্তুর সামগ্রী। ছানা, চিনি, পাকপাত্র প্রভৃতি না হইলে রসগোল্লা প্রস্তুত হইতে পারে না; এজন্য ছানা-চিনি প্রভৃতিকে রসগোল্লার সামগ্রী বলে। এই পয়ারে সামগ্রী অর্থ এই—যে যে বস্তুর যোগ না হইলে স্থায়ী ভাব, কৃষ্ণভক্তিরসে পরিণত হইতে পারেনা, সেই সেই বস্তুই কৃষ্ণভক্তিরসের সামগ্রী; অর্থাৎ পর-পয়ারোক্ত বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী-ভাবই কৃষ্ণভক্তি-রসের সামগ্রী।

এই পয়ারের অর্থ এই—শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তে প্রেমাদিরূপে অভিব্যক্ত কৃষ্ণ রতি যখন বিভাব অনুভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তখন ইহা কৃষ্ণ-ভক্তিরসে পরিণত হয় এবং আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে।

শান্তভক্তের রতি প্রেমপর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; দাস্যভক্তের রতি রাগপর্য্যন্ত; ইত্যাদি ক্রমে শান্তাদি ভক্তের মধ্যে যাঁহার রতি যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইলেই শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়; এইরূপে, কৃষ্ণরতি যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হইয়া যখন শান্তাদি রতিরূপে পরিণত হয়, তখন বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে শান্তাদিরসে পরিণত হয়। ভূমিকায় "ভক্তিরস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শান্তদাস্যাদি-রতিসমূহের মধ্যে কোন্ রতি প্রেমবিকাশের কোন্ স্তর পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়, পরবর্ত্তী ৩৪-৪১ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। শান্তরতি প্রেমের পূর্ব্বসীমাপর্য্যন্ত, দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত, সখ্যরতি সাধারণতঃ অনুরাগ পর্য্যন্ত, বাৎসল্যরতি অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত এবং মধুরা রতি মহাভাবের শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; ইহা হইতেই বুঝা যায়—শান্ত হইতে দাস্যে, দাস্য হইতে সখ্যে; সখ্য হইতে বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য হইতে মধুরে প্রেমের গাঢ়তা এবং অভিব্যক্তি বেশী; সুতরাং যথোপযুক্ত বিভাব-অনুভাবাদিরূপ সামগ্রীর মিলনে শান্তাদি-রতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন—শান্তরস হইতে দাস্যরসে, দাস্যরস হইতে সখ্যরসে, সখ্যরস হইতে বাৎসল্য রসে এবং বাৎসল্য রস হইতে

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি ॥ ২৮
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালা'খ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ২৯

দ্বিবিধ 'বিভাব'—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন,' কৃষ্ণাদি—'আলম্বন' ॥৩০
'অনুভাব'—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধুর-রসেই যে আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে দেখা গেল—মধুর-রসেই আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

আর একটী কথা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে তিনি যে সকল বিভিন্ন-স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাও নিত্যবস্তু। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি নিত্যবস্তু; এবং প্রেম-বিকাশের তারতম্যানুসারে এই রতি প্রেম-স্নেহ-মানাদি যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, তাহারাও নিত্যবস্তু; তাই শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবগুলিও নিত্যবস্তু; সুতরাং এই সমস্ত স্থায়ীভাবের পরিণামরূপে যে রস, তাহাও নিত্যবস্তু; নিত্যবস্তুর বাস্তবিক কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং রসেরও বাস্তবিক কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তথাপি, বিভাব-অনুভাবাদিকে যে রসের কারণ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—বিভাব-অনুভাবাদি রসের অভিব্যক্তির কারণ মাত্র, বস্তুতঃ রসের কারণ নহে (অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৫।১ ॥)

"কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ" স্থলে "কৃষ্ণভক্তিরসরূপে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৮। কৃষ্ণভক্তি-রসের সামগ্রীর কথা বলা হইতেছে।

বিভাব—২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুভাব—২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিকভাব; ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **ব্যভিচারী**—ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। ২।১৯।১৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারোক্ত বিভাবাদির বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। বিভাব দুই রকমর-আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বরাদি হইল উদ্দীপন বিভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত (কৃষ্ণাদি) হইল আলম্বন বিভাব।

বংশীস্বরাদি—এই-শব্দে আদি পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা সাজসজ্জা, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, শৃঙ্গ বেণু, নূপুর, পদচিহ্ন, লীলাস্থল, তুলসী, ভক্ত প্রভৃতি যাহা যাহা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা তাহাই সূচিত হইতেছে।

৩১। এই পয়ারে কয়েকটী অনুভাবের নাম, ও কয়েকটী সাত্ত্বিক ভাবের নাম বলিতেছেন; এবং অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবের পার্থক্য জানাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী চিত্তকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে চিত্তের সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, সেই চিত্তকেই সত্ত্ব বলে। এইরূপ চিত্তে যে সমস্ত ভাব জন্মে, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব বলে।

আবার চিত্তে যখন কোনও ভাব প্রবল হয়, তখন বাহ্যিক দেহেও ঐ ভাবের জ্ঞাপক কতকগুলি বিকার প্রকাশ পায়; যেমন, চিত্তে যদি খুব উল্লাস হয়, তাহা হইলে মুখে প্রফুল্লতা, মন্দহাস প্রভৃতি দেখা যায়; চিত্তে যদি খুব দুঃখ জন্মে, তাহা হইলে মুখে বিষণ্ণতা, চক্ষুতে জল প্রভৃতি প্রকাশ পায়। চিত্তস্থ ভাবের এই সমস্ত বাহ্য-বিকারকে অনুভাব বলে। ইহাই অনুভাবের সাধারণ পরিচয়। জীবের চিত্তে মায়িক বস্তুর সম্বন্ধ হইতেও ভাব জন্মিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ হইতেও ভাব জন্মিতে পারে। মায়িক বস্তুর সম্বন্ধজাত ভাবেরও বহির্বিকার জন্মিতে পারে (যেমন, আত্মীয়-বিরহে মায়িক জীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, মাথায় কপালে আঘাত করে); এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জাত ভাবেরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বহির্বিকার জন্মে ("এবং ব্রতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে বহির্বিকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে মায়িক-বস্তুর সম্বন্ধজাত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ; এই গ্রন্থে বর্ণিত বিকারাদি কৃষ্ণপ্রেমের বিকার ; সুতরাং এই সমস্ত বিকার সত্ত্ব—কৃষ্ণসম্বন্ধি-চিত্ত—হইতে জাত বলিয়া সাত্ত্বিক। নৃত্যগীতাদি অনুভাব সকলও সত্ত্ব হইতে জাত—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী চিত্তে যে সমস্ত ভাব জন্মে, তাহাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র ; এজন্য নৃত্যগীতাদি অনুভাব-সকলও সাত্ত্বিক বিকার। আবার স্তম্ভস্বেদাদি প্রসিদ্ধ অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহও অনুভাব ; কারণ, তাহারাও কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের বহির্বিকাশমাত্র। এইরূপে বুঝা যায়, কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকারমাত্রই অনুভাব, আবার কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাব মাত্রই সাত্ত্বিক বিকার। ইহাতে সাত্ত্বিক-বিকার ও অনুভাবে কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গ্রন্থাদিতে সাত্ত্বিক-ভাবের ও অনুভাবের পার্থক্য করা হইয়াছে। যে চারিটী সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-রতি রসরূপে পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে একটী অনুভাব, আর একটী সাত্ত্বিকভাব ; অপর দুইটী বিভাব ও ব্যভিচারিভাব। সাত্ত্বিকভাব ও অনুভাব যদি একই সামগ্রী হয়, তাহা হইলে চারিটীর স্থানে তিনটী রস-সামগ্রী হইয়া পড়ে। ইহাতেও বুঝা যায়, রসশাস্ত্রে সাত্ত্বিকভাব ও অনুভাবকে পৃথক্ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই পৃথকত্বের হেতু কি, তাহা বিবেচ্য।

নৃত্য, গীত, স্তম্ভ, স্বেদাদি সাত্ত্বিক-বিকারের মধ্যে কতকগুলি বিকার বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, আর কতকগুলি স্বাভাবিক,—বুদ্ধি-পূর্ব্বক কৃত নহে। নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন, উচ্চরব, হুঙ্কার প্রভৃতি বাহ্যবিকার বুদ্ধিমূলক ; চিত্তে কোনও আনন্দজনক ভাবের উদয় হইলে নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয় ; চিত্তে গভীর দুঃখের উদয় হইলে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় ; এই ইচ্ছার বশেই নৃত্য করা হয়, ক্রন্দন করা হয়। ভক্ত ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে, নৃত্য না করিয়াও থাকিতে পারেন, ক্রন্দন না করিয়াও থাকিতে পারেন। কাজেই নৃত্যগীতাদি বাহ্য-বিকার বুদ্ধিমূলকই হইল। আর স্তম্ভ-স্বেদ-কম্পাদি বিকার স্বাভাবিক ; চিত্তে যখন এমন কোনও ভাবের উদয় হয়, যে ভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই দেহে স্তম্ভ-কম্পাদি বিকাশ পায়, তখন এসব বিকার আপনা-আপনিই দেহে প্রকাশ পাইবে ; তাহারা বুদ্ধিবিচারের কোনও অপেক্ষা রাখিবে না ; বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা স্তম্ভ-কম্পাদি বিকার গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে না।

এইরূপে সাত্ত্বিক অনুভাবগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলির প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, যেমন নৃত্যগীত-ক্রন্দনাদি। আর কতকগুলির প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী ; যেমন স্তম্ভ-স্বেদাদি। "নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনাং তু স্বত এব প্রবৃত্তিরিত্যস্য লক্ষণস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ।"—ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৩য় লহরী ২য় শ্লোকের টীকা।

এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য জানাইবার জন্য—যে সমস্ত বিকারের প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, সেগুলিকে **অনুভাব** (বা **উদ্‌ভাস্বর** অনুভাব) বলা হইয়াছে ; আর যে সমস্ত বিকারের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী, সেগুলিকে **সাত্ত্বিকভাব** বলা হইয়াছে। **উদ্‌ভাস্বর**—উৎ (উত্তমরূপে) ভাস্বর (প্রকাশমান)। অশ্রু-কম্পাদি হইতেও নৃত্যগীত ক্রন্দনাদি অধিকরূপে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে ; তাই বোধ হয় নৃত্যগীতাদিকে—অধিকরূপে বা উত্তমরূপে প্রকাশমান —বা উদ্‌ভাস্বর বলা হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—স্তম্ভাদিকে সাত্ত্বিক অনুভাব না বলিয়া সাত্ত্বিক ভাব বলা হইল কেন ? ভাব তো চিত্তে থাকে ; বাহিরে তাহার অনুভাবই দেখা যায়। উত্তর এই :—ঘৃতের শক্তিতে আয়ুঃ বৃদ্ধি পায় ; ঘৃত খাইলেই আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইবে ; এজন্য ভাষায় ঘৃতকেই আয়ুঃ বলা হয় (আয়ুর্ঘৃতম্)। তদ্রূপ, যে সমস্ত ভাবের উদয়ে দেহে স্তম্ভাদি-অনুভাব প্রকাশ পায়, সে সমস্ত ভাবের উদয় হইলেই দেহে স্তম্ভাদি প্রকাশ পাইবেই, ইহার আর অন্যথা হইবে না ; ইহা জানাইবার জন্যই 'আয়ুর্ঘৃতম্'—এই ন্যায়ানুসারে ঐ সমস্ত অনুভাবকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে।

অথবা, চিত্তস্থিত ভাব হইল কারণ এবং স্তম্ভাদি হইল তাহার কার্য্য, কার্য্য-কারণের অভেদ-বশতঃ কার্য্যরূপ স্তম্ভাদিকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে।

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ ৩২
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য ॥ ৩৩
শান্তরসে শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য় ॥ ৩৪
সখ্য-বাৎসল্য (রতি) পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুভাব—স্মিত-নৃত্য ইত্যাদি—এই পয়ারে দ্বিতীয় পংক্তিতে যে "অনুভাব" শব্দটী আছে, তাহার অর্থ—সাধারণ বহির্ব্বিকার; নৃত্য-গীত-স্তম্ভ-কম্প প্রভৃতি সকল রকমের বহির্ব্বিকারই তদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে। আর, প্রথম পংক্তির অনুভাব-শব্দের অর্থ—কেবল মাত্র বুদ্ধিমূলক বহির্ব্বিকার। এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইবে—(সর্ব্ববিধ—বহির্বিকাররূপ) অনুভাবের মধ্যে স্মিত-নৃত্য-গীতাদি (বুদ্ধিপ্রবর্ত্তিত বিকার-সমূহকে বলে) উদ্ভাস্বর অনুভাব; আর, স্তম্ভাদি (স্বতঃ প্রবর্ত্তিত স্বাভাবিক বিকার-সমূহকে বলে) সাত্ত্বিক (অনুভাব)।

স্মিত-নৃত্য-গীতাদি—নৃত্য, বিলুণ্ঠন (মাটীতে গড়াগড়ি) গীত, উচ্চরব, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাইতোলা), শ্বাসাধিক্য, লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্ট-হাস, ঘূর্ণা, হিক্কা, নীবীস্রংশ, উত্তরীয়-স্রংসন, ধম্মিল্ল- (খোঁপা) স্রংসন প্রভৃতি।

স্তম্ভাদি—অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ (ঘর্ম্ম), বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ ও প্রলয় (মূর্চ্ছা), এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। **নির্ব্বেদ হর্ষাদি** ইত্যাদি—২।১৯।১৫৫ এবং ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে উজ্জ্বলরসে ঔগ্র ও আলস্যের স্থান নাই। "নির্ব্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ। ঔগ্রালস্যে বিনা তেঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। উঃ, নীঃ ব্যভি। ২॥" ব্যভিচারী—বি-অভি-চর+ণিন্। বি-পূর্ব্বক অভি-পূর্ব্বক চর্-ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় যোগে ব্যভিচারী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; বি-অর্থ—বিশেষরূপে; অভি-অর্থ—অভিমুখে; চর-ধাতুর অর্থ—গতি, সঞ্চরণ। তাহা হইলে ব্যভিচারী-শব্দের যৌগিক অর্থ হইল—(স্থায়ি-ভাবের) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে যে, তাহাকে ব্যভিচারী বলে। যে ভাব স্থায়ীভাবের দিকে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাই ব্যভিচারী ভাব। সঞ্চরণ করে বলিয়া ইহাকে—সঞ্চারী-ভাবও বলে।

৩৩। **পঞ্চবিধ রস** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সভাতে প্রাবল্য**—মধুর-রস গুণাধিক্যে ও স্বাদাধিক্যে সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ। মধুর-রস কিরূপে সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ৩৪-৪১ পয়ারে দেখাইতেছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকার শেষাংশ এবং ২।৮।৬৬-৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৪-৩৫। ২।১৯।১৫৭-৫৮ এবং ২।২৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত—এস্থলে "প্রেমপর্য্যন্ত" বলিতে "প্রেমের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত" বুঝিতে হইবে; শান্ত-রতিতে মমতাবুদ্ধি নাই বলিয়া প্রেমোদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। **দাস্যরতি** ইত্যাদি—"দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ॥ ২।২৪।২৫ ॥" রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দাস্য-ভক্তের প্রেম বর্দ্ধিত হয়। **সখ্য-বাৎসল্য** ইত্যাদি—সখ্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত (কিন্তু অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নহে), এবং বাৎসল্যে অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রতি বর্দ্ধিত হয়। "সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ২।২৪।২৩ ॥"

সুবলাদ্যের—সখ্যরতি সাধারণতঃ অনুরাগ পর্য্যন্তই বৃদ্ধি পায়; কিন্তু সুবলাদি প্রিয়-নর্ম্ম-সখা-দিগের সখ্যরতি ভাব-পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; ইহা সুবলাদির প্রেমের মহিমাতেই সম্ভব হয়।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চারি রকমের—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়-নর্ম্মসখা। যাঁহারা সুহৃৎ, তাঁহাদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অস্ত্রাদিও ধারণ

শান্তাদি-রসের 'যোগ' 'বিয়োগ' দুই ভেদ। | সখ্য-বাৎসল্যে—যোগাদির অনেক বিভেদ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন; তাঁহাদেয় সখ্যে বাৎসল্যগন্ধ মিশ্রিত আছে। বলভদ্র, সুভদ্র, বীরভদ্র, বিজয়, গোভট প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। যাঁহারা সখা, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠতুল্য, এবং তাঁহাদের সখ্যে দাস্যের গন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সেবাবিষয়েই ইঁহাদের অনুরাগ বেশী। বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সখারূপ বয়স্য। প্রিয়সখাদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়সের সমান; তাহাদের ভাব কেবল সখ্যময়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, ভদ্রসেন প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। শ্রীপাদজীবগোস্বামী বলেন—শ্রীদাম, দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণী এই কয়জন প্রিয়-সখ্য সখা রূপেও পরিগণিত; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ রূপ (গোতমীয় তন্ত্র)। প্রিয়-বয়স্যদের মধ্যে শ্রীদাম হইলেন প্রধান। আর, প্রিয়নর্ম্মসখাগণ সুহৃৎ, সখা এবং প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলনের সহায়তাও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের রতিই ভাবপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদিই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-নর্ম্ম-সখা। ইঁহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্বপ্রধান। (ভ, র, সি, ৩।৩।৮-২০)।

৩৬। **যোগ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলে। "কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥"

বিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার পরে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে, সেই বিচ্ছেদকে বিয়োগ বলে। বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫৬॥"

যোগাদির অনেক বিভেদ। **যোগাদির**—যোগ ও বিয়োগের। **যোগের বিভেদ** তিনটী; সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥" উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তিকে সিদ্ধি বলে। "উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥" বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে তুষ্টি বলে। "জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥" শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র থাকাকে স্থিতি বলে। "সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতির্নিগদিতা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭০॥"

বিয়োগের বিভেদ—দশটি। তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা, আলম্ব-শূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি। চিত্তের অনবস্থিতির নাম আলম্ব-শূন্যতা। আর সকল বিষয়েই অনুরাগ-শূন্যতার নাম অধৃতি। অন্য আটটীর অর্থ স্পষ্টই আছে।

মৃতি—মৃত্যু। মৃত্যু অমঙ্গলের চিহ্ন; সুতরাং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ভক্তদের মধ্যে কেবল সাধক-ভক্তেরই মৃত্যু সম্ভব; মৃত্যু তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল-সূচক না হইয়া মঙ্গল-জনকই হইয়া থাকে; কারণ, মৃত্যুর পরেই জাতপ্রেম-ভক্ত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারেন। পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ না করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা মিলেনা; মৃত্যুই পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করাইয়া দেয়। আর, সিদ্ধভক্তের পক্ষে মৃত্যু অসম্ভব; যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাদের মৃত্যু-স্বীকার করিলে নিত্যসিদ্ধতাই থাকে না; আর যাঁহারা সাধন-সিদ্ধ (সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া যাঁহারা লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন) তাঁহাদের মৃত্যু স্বীকার করিলেও সিদ্ধত্ব থাকে না; সিদ্ধ অর্থই জন্মমৃত্যুর অতীত। তাঁহাদের মৃত্যুর কোনও হেতুও নাই; কারণ, গুণময় ভৌতিক দেহত্যাগই তো মৃত্যু, সিদ্ধভক্তদের গুণময় দেহই নাই, মৃত্যু আর কিরূপে সম্ভব? তবে যে বিয়োগের একটী ভেদ—'মৃতি' বলা হইয়াছে, এস্থলে মৃতি অর্থ মৃত্যু নহে,—কৃষ্ণবিয়োগ-জনিত ক্ষোভাধিক্য-বশতঃ ভক্তের যে মৃতপ্রায় অবস্থা, তাহাকেই মৃতি বলা হইয়াছে। "অশিবত্বান্নবঠতে ভক্তেঃ কুত্রাদপ্যসৌ মৃতিঃ। ক্ষোভকত্বাদ্বিয়োগস্য জাতপ্রায়েতি কথ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥"

রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে। | মহিষীগণের 'রূঢ়' 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরতি কোন্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিয়া এক্ষণে মধুরা রতির কথা বলিতেছেন। মধুরা রতি মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মধুরা-রতি তিন রকমের; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে সমর্থা-রতি। এই পয়ারে উল্লিখিত "কেবল মধুর"-পদের তাৎপর্য্য এবং গোপীগণের ও মহিষীগণের প্রেমের পার্থক্য ও বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে এই তিন রকমের রতির তাৎপর্য্যও একটু জানা দরকার; তাই এস্থলে তৎ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণী—যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলে। "নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শন-সম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥ উ, নী, স্থা, ৩০॥" কৃষ্ণসুখের ইচ্ছাকেই রতি বলে। আত্মসুখ-হেতু সম্ভোগেচ্ছাই যদি সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইহাকে 'রতি' বলা হইল কেন? উত্তর—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। কুব্জা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইলেন এবং স্বসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তখনই তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। তারপর, তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদিত হইল:—"যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াই আমাকে এত সুখী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচিত সপর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিব।" শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইহার মূল নিজের সুখই, যদিও নয়নপথে উদিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে এই কৃষ্ণসুখের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, কৃষ্ণসুখের বাসনা তো জন্মিয়াছে। কৃষ্ণসুখের জন্য এই একটু বাসনাবশতঃই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনামূলক সম্ভোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (কৃষ্ণসুখেচ্ছা বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। কারণের ধর্ম কার্য্যেও কিছু বর্ত্তমান থাকে; এই রতির কারণই হইল আত্মসুখ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুব্জাকে সুখ দিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যখন আবার হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই সম্ভোগজনিত আত্মসুখ-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে—কারণ, ঐ কৃষ্ণ-সুখেচ্ছার সঙ্গেই আত্মসুখেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্বসুখ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুখবাসনাকে ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণসুখ-বাসনারূপা রতি উৎপন্ন হয় না; প্রথমতঃ নিজের সুখানুভব, তার পরে নিজের সুখহেতু কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা; সুতরাং সাক্ষাদ্দর্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

শ্লোকে যে "প্রায়"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষাদ্দর্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও রূপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়।

স্বসুখ-বাসনা-মূলক-সম্ভোগেচ্ছাই যখন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সম্ভোগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেই এই রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সম্ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। "অসান্দ্রত্বাদ্রতেরস্যাঃ সম্ভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে। এতস্যা হ্রাসতো হ্রাসস্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি॥ উ, নী, স্থা, ৩২॥" সাধারণী-রতি প্রেমপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। "আদ্যা প্রেমান্তিমান্—ইতি উঃ নীঃ স্থায়িভাবে ১৬৪ শ্লোক।"

সমঞ্জসা—যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই সান্দ্র (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। "পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ উঃ নী, স্থা, ৩৩॥" এই শ্লোকের "গুণাদিশ্রবণাদিজ"-শব্দ হইতে মনে হয়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; রূপ-গুণাদি-শ্রবণের পূর্ব্বে যেন রুক্মিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণে রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণরতি স্বভাবতঃই আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ রতি উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। "গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধনসিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু নিত্যসিদ্ধাসু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা তদুদ্বোধস্তু হেতুঃ স্যাদ্‌গুণরূপশ্রুতির্ম্মনাগিতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥" সাধনসিদ্ধদিগেরই রূপ-গুণাদি-শ্রবণে রতি জন্মে।

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে, "পত্নীত্বাভিমানাত্মা।" কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের পত্নীত্বের অভিলাষ এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির ন্যায় তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত; কিন্তু কুব্জাদির সম্ভোগতৃষ্ণা তদ্রূপ নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশাবস্থায় সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে না; কেবল কৃষ্ণ-সুখের তৃষ্ণাই থাকে; পরে বয়সের ধর্ম্মবশতঃ সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণা উদিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সম্ভোগতৃষ্ণা সামান্য। "রুক্মিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণাদিনোদ্বুদ্ধান্নিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি স্তথা কামোদ্‌গম-সময়বয়ঃসন্ধিস্বাভাব্যাৎ সম্ভোগতৃষ্ণা-জন্যা চ রতির্যুগপদেবাভূৎ। তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥" ইহার পরে তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ, কেবল মাত্র কৃষ্ণ সুখের জন্য, দ্বিতীয়তঃ স্ব-সুখের জন্য। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিতই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতি হইতে স্বতন্ত্রা। শ্লোকোক্ত "কচিৎ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-সুখার্থ-সম্ভোগতৃষ্ণা সর্ব্বদা উদিত হয় না, কচিৎ অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদিত হয় মাত্র। "কচিদিতিপদেন ইয়ং সম্ভোগ-তৃষ্ণোত্থা রতির্ন সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ। আনন্দচন্দ্রিকা।"

সমঞ্জসা রতি হইতে সম্ভোগেচ্ছা যখন পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে উত্থিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত বা বশীভূত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈ র্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ উঃ নীঃ স্থা, ৩৫॥"

সমঞ্জসা-রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। উ, নী, স্থা, ১৬৪॥"

সমর্থারতি—কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতির একটী অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ, উৎপত্তি-বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হইতে জাত; ইহা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত, অথবা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজের সুখ হইলে, তারপর তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত; সুতরাং ইহা নির্হেতুক নহে। সমঞ্জসা-রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা-রতিতে উন্মেষের জন্য (কুব্জার রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের, বা (মহিষী-আদির রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধর্ম্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আপনিই উন্মেষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যাদি-দর্শন, বা গুণাদিশ্রবণ-ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মদ্ভুততাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্রুতং রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থা, ২৬॥" দ্বিতীয়তঃ—সাধারণী রতিতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছাই বলবতী; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বসুখবাসনাময়ী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্ভোগেচ্ছা জন্মে; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই তাঁহাদের বলবতী, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সেই বাসনার পরিপূর্ত্তির একটা উপায় মাত্র; সমর্থা রতিতে সম্ভোগেচ্ছার প্রাধান্য নাই; ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা গৌণী, তাহাও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগের ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল চরণদ্বয় তাঁহাদের কঠিন স্তনযুগলে স্পর্শ করাইতে তাঁহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইতেন না (যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদি॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৯॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য লালসান্বিতা হইলেও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার বাসনা—ধর্ম্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই; তাই তাঁহারা (যজ্ঞাদি সম্পাদনপূর্ব্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্নীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-সুখের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-বিধিধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুরিত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১।" কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা—তাই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। এই রতি গোপীদিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থা-রতি বলে। চতুর্থতঃ—সাধারণী-রতি সর্ব্বদাই স্ব-সুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়; সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রূপ বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় না। কঠিন প্রস্তরে যেমন সূচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থা রতিতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সমর্থারতিকেই গাঢ়তমা বলে।

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "রতি র্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ, ১৬৪॥" এই ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থারতিই প্রধানা বা মুখ্যা মধুরারতি; ইহাই **কেবলা মধুরারতি**, কারণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই।

মূল পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মধুরা-রতি ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এখন ভাব কাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। প্রেম-বিকাশে অনুরাগের পরবর্ত্তী স্তরের নাম ভাব। "অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উঃ নীঃ স্থা, ১০৯॥" অনুরাগ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিলে, ভাব নামে অভিহিত হয়। তাহা হইলে বুঝা গেল, অনুরাগের একটা বিশেষ অবস্থার নামই ভাব; এই বিশেষ অবস্থায় অনুরাগ (১) স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয় এবং (২) প্রকাশিত হয় এবং (৩) যাবদাশ্রয়-বৃত্তি হয়। এক্ষণে, স্বসম্বেদ্যদশা, প্রকাশিত ও যাবদাশ্রয়বৃত্তি—এই তিনটী শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাইক।

স্ব-সম্বেদ্যদশা—সম্বেদন-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে জানা (বিদ্‌ধাতুর অর্থ জানা), বা সম্যক্‌রূপে অনুভব করা। সম্বেদ্যশব্দের অর্থ—অনুভবযোগ্য। স্ব—অর্থ নিজ। স্ব-সম্বেদ্য—নিজের দ্বারা নিজের যে অনুভব, সেই অনুভব যোগ্য। স্ব-সম্বেদ্যদশা—অনুরাগের স্ব-সম্বেদ্যদশা; অনুরাগের যে অবস্থাটী (দশাটী) অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই তাহার স্ব-সম্বেদ্যদশা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুরাগ-দশার তিনটী স্বরূপ ; ভাব, করণ ও কর্ম্ম। ভাব-স্বরূপে—এই অনুরাগোৎকর্ষ আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ; অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকে না, আস্বাদ্য-মাধুর্য্যাদির স্মৃতিও থাকে না ; থাকে কেবল আস্বাদনের বা অনুভবের জ্ঞান ; এই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। যেমন, রসগোল্লাতে অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগোল্লা পাইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তাহার স্বাদুতায় এতই তন্ময় হইয়া পড়ে যে, তাহার আর নিজের কথাও মনে থাকেনা, রসগোল্লার কথাও মনে থাকেনা, মনে থাকে কেবল রসগোল্লা-আস্বাদনের কথা, রসগোল্লার স্বাদুতার কথা। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ। তারপর করণ-স্বরূপ ; করণ অর্থ—উপায়, যদ্দ্বারা বা যাহার সহায়তায় কোনও কাজ করা যায়, তাহাই তাহার করণ ; যেমন লাঠিদ্বারা কাহাকেও আঘাত করা ; এই স্থলে লাঠিই হইল আঘাতের করণ। সংবিদংশে অনুরাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয় ; "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের কারণ॥ ১।৪।৪৪॥" সুতরাং অনুরাগ হইল শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্ব্বোৎকর্ষ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হয় করণ। সর্ব্বশেষে কর্ম্মস্বরূপ—যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম্ম। অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটীগুণ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥ ১।৪।১৫৭-৫৮॥" গোপীদিগের এই যে আনন্দ, ইহাই কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের প্রভাবে অনুরাগোৎকর্ষও অসমোর্দ্ধরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। অন্যোন্যে বাঢ়য়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ ১।৪।১২৪॥" যে অবস্থায়, ভাব, করণ, ও কর্ম্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাহাদের অনুভবে পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্য-দশা বলে। "স্বসম্বেদ্য-দশাং প্রাপ্য ইত্যুক্তে অনুরাগদশায়াঃ ভাবত্ব-করণত্ব-কর্ম্মত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যামনুরাগোৎকর্ষোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ইতি প্রথমং সুখম্। ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভূতচরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণানুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবতোঽয়মনুরাগোৎকর্ষোঽনুভূয়ত ইতি তৃতীয়ং সুখম্। ইতি-সুখত্রয়ং প্রাপয়েত্যর্থ আয়াতি। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা॥"

প্রকাশিত—প্রকাশ প্রাপ্ত ; উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা বাহিরে অভিব্যক্ত। অনুরাগের চরমোৎকর্ষাবস্থায়, যদি স্বেদাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সকলের পাঁচ, ছয়, অথবা সকলভাবই যুগপৎ উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই তখন অনুরাগকে প্রকাশমান্ বা প্রকাশিত বলা যায়। "প্রকাশিতঃ যথাবসরমুদ্দীপ্তাদিসাত্ত্বিকৈঃ প্রকাশমানঃ। ইতি লোচনরোচনীটীকা।"

যাবদাশ্রয়বৃত্তি—যাবৎ অর্থ যে পর্য্যন্ত ; বা যে পরিমাণ ; যত যত। আশ্রয়—অনুরাগের আশ্রয় ; সাধক-ভক্ত ও সিদ্ধ-ভক্ত, ইঁহারা সকলেই অনুরাগের আশ্রয়। আর, বৃত্তি অর্থ ব্যাপার বা ক্রিয়া। সুতরাং যাবদাশ্রয়বৃত্তি-শব্দের অর্থ হইল এই—যে পর্যন্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয় আছে, অর্থাৎ যত যত সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই ক্রিয়া (বৃত্তি) যাহার, তাহাই যাবদাশ্রয়-বৃত্তি। অনুরাগ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া যখন এরূপ হয় যে, ঐ অনুরাগ-বিকাশের সময়ে সাধকভক্ত কি সিদ্ধভক্ত যে কেহ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই যথাযথরূপে ঐ অনুরাগোৎকর্ষ তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তখনই বলা যায় যে, ঐ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুরাগ যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব লাভ করিয়াছে। "যাবদিতি যাবন্ত এবাশ্রয়াঃ সাধকভক্তাঃ সিদ্ধভক্তাশ্চ তাবৎসু বৃত্তির্যস্যেতি। বৃত্তির্ব্যাপারঃ ক্রিয়েতি যাবৎ। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।" কুরুক্ষেত্র-মিলনে ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগোৎকর্ষ দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী সকলের চিত্তই বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই যে অনুরাগোৎকর্ষের প্রভাবের কথা বলা হইল, তাহা অবশ্যই সকলের চিত্তে সমভাবে ক্রিয়া করে না; যাহার চিত্ত যতটুকু অনুরাগোৎকর্ষ গ্রহণ করার যোগ্য, তাহার চিত্তে ততটুকু ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। প্রাকৃত জগতে যত শীতল বস্তু আছে, চন্দ্র তাহাদের মধ্যে শৈত্যগুণে শ্রেষ্ঠ। আবার যত উষ্ণ বস্তু আছে, সূর্য্য তাহাদের মধ্যে উষ্ণতায় শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর উপরেই চন্দ্র সমভাবে শীতলতা বিতরণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি সকল বস্তু সমান ভাবে শীতল হয় না। সূর্য্যও সমান ভাবে সকল বস্তুর উপর তাপ বিকীরণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি সকল বস্তু সমান ভাবে উষ্ণ হয় না। বস্তুর গ্রহণ-যোগ্যতার তারতম্যানুসারে শীতলত্বের ও তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। অনুরাগোৎকর্ষের ক্রিয়া-সম্বন্ধেও ঐরূপ।

যাবদাশ্রয়-বৃত্তি-শব্দের আরও একটী অর্থ আছে; তাহা এই:—আশ্রয়—অর্থ অনুরাগের আশ্রয়, অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুরাগ উৎকর্ষ লাভ করে। এখন, রাগই হইল অনুরাগের ভিত্তি বা আশ্রয়; প্রেম-বিকাশে, রাগের পরবর্ত্তী স্তরই অনুরাগ। "আশ্রয়শ্চাত্র রাগ এব তমাশ্রিত্যৈব অনুরাগস্তাদৃশতাং প্রাপ্নোতি। ইতি লোচনরোচনী-টীকা।" যাবৎ-শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বুঝায়। "যাবৎ পাত্র থাকে, তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ কর"—এই বাক্যে যাবৎ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাবদাশ্রয়েও সেই অর্থই হইবে। "যাবদাশ্রয়মিতি ইয়ত্তায়ামব্যয়ীভাবঃ। যাবৎপাত্রং ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়স্ব ইতিবৎ। ইতি লোচনরোচনীটীকা॥" আর, বৃত্তি-শব্দের অর্থ সত্তা। অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "রাগ" বলিতে কি বুঝা যায়? প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন এমন অবস্থায় আসে যে, সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদি-লাভের নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, তখন প্রেমের সেই উৎকর্ষাবস্থাকে রাগ বলে। তাহা হইলে, দুঃখের পরম-কাষ্ঠাকেও যে অবস্থায় সুখের পরম-কাষ্ঠা বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, সেই অবস্থাটীই রাগের চরম-ইয়ত্তা। অনুরাগ যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে যাবদাশ্রয়বৃত্তি বলা যায়। এখন, ব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থা কোন্‌টী? কুলবতীদিগের পক্ষে আর্য্যপথ-ত্যাগের তুল্য দুঃখজনক আর কিছু নাই। আর্য্যপথ রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগের দুঃখকে অম্লান বদনে অঙ্গীকার করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য স্বজন-আর্য্যপথাদিও অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন, আর্য্যপথ-ত্যাগের পরম-দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং কুলবতী ব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থাটীই তাঁহাদের অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব সূচিত করিতেছে। "দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমমর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদির্নচ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়াপ্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেৎ তর্হি এব রাগস্য পরমেয়ত্তা ইতি—লোচনরোচনী টীকা॥"

এস্থলে যাবদাশ্রয়বৃত্তি-শব্দের উভয় অর্থই গ্রহণীয়।

ভাব—তাহা হইলে এক্ষণে বুঝা গেল, "ভাব" বলিতে অনুরাগোৎকর্ষের সেই অবস্থাটিকে বুঝায়—যেই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য পূর্ণতম রূপে আস্বাদনের আনন্দ পূর্ণতম রূপে অনুভব করা যায়, যেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যানুভব দ্বারা অনুরাগের পরমোৎকর্ষজনিত সুখও পূর্ণতমরূপে অনুভব করা যায়, এবং যে অবস্থায় এই আস্বাদনদ্বয়ের মিলনে, আস্বাদনের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া আস্বাদক নিজের ও আস্বাদ্যবস্তুর কথা ভুলিয়া কেবল আস্বাদন-মাধুর্য্যমাত্রই অনুভব করিতে পারেন; আর অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবনিচয়ের পাঁচ ছয় বা সমুদয়ই একই কালে দেহে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়—এবং অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কুলবতীগণ অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বজনার্য্যপথাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন; এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় নিকটবর্ত্তী সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্তাদি সকলের চিত্তেই যথাযথভাবে অনুরাগোৎকর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

রতি বা প্রেমাঙ্কুরকেও ভাব বলে; আবার অনুরাগোৎকর্ষের চরম পরিণতিকেও ভাব বলা হইল। কিন্তু ভগবান্-শব্দের চরম-পরিণতি যেমন শ্রীকৃষ্ণে, সেইরূপ কৃষ্ণরতির পরম-পরিণতিও অনুরাগোৎকর্ষরূপ ভাবে। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সময় সময় ভগবান্ না বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়, অনুরাগোৎকর্ষরূপ ভাবকেও সেইরূপ কোনও কোনও সময়ে মহাভাব বলা হয়। "ভাবশব্দস্য তত্রৈব বৃত্তিঃ পরাকাষ্ঠা। ভগবচ্ছব্দস্য শ্রীকৃষ্ণ এবেতি ভাবঃ। মহাভাবশব্দস্যতু কচিত্তত্র প্রয়োগঃ স্বয়ংভগবচ্ছব্দস্যেবজ্ঞেয়ঃ॥ লোচনরোচনীটীকা॥" সুতরাং উজ্জ্বলনীলমণির মতে ভাব ও মহাভাব একার্থবাচক। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে ১১০শ শ্লোকে স্পষ্টতঃই ইহা বলা হইয়াছে। "মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।" কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার যেন মহাভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাবিশেষকে ভাব-নামে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। "প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥" এস্থলে রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমবিকাশের নয়টী স্তর দৃষ্ট হয়। ইক্ষুবীজাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা যে প্রেমের ক্রম-বিকাশ বুঝাইয়াছেন, সেস্থানেও ইক্ষুবীজের অভিব্যক্তির নয়টী অবস্থা দেখাইয়াছেন:—বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা, মিশ্রী, শুদ্ধমিশ্রী। ইহাতে স্পষ্টতঃই মনে হয়, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার ভাব ও মহাভাবকে দুইটী স্বতন্ত্র স্তররূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তবে কি কবিরাজ গোস্বামী রূঢ়ভাবকে "ভাব" এবং অধিরূঢ় ভাবকে "মহাভাব" বলিয়াছেন? পরবর্ত্তী পয়ারে তিনি বলিয়াছেন—"অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।" এস্থলে অধিরূঢ় ভাবকে স্পষ্টতঃই মহাভাব বলিলেন।

এই মহাভাব-বস্তুটী অত্যন্ত রমণীয়। লৌকিক বস্তুসমূহের মধ্যে যেমন অমৃত অপেক্ষা আস্বাদ্য বস্তু আর নাই, সেইরূপ প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও মহাভাব অপেক্ষা আস্বাদ্য আর নাই। এজন্য উজ্জ্বলনীলমণি এই মহাভাবকে "বরামৃতস্বরূপশ্রী:—বর (শ্রেষ্ঠ, বরণীয়; স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয়) অমৃতই (মাধুর্য্যই) স্বরূপগত শ্রী (সম্পত্তি) যাহার, তাদৃশ অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়" বলিয়াছেন।

এই মহাভাবের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা মনকে নিজের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায়। "স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ। উঃ নীঃ, স্থা, ১১২॥" মহাভাব হইতে মহাভাববতীদিগের মনের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। "মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিঃ॥ উঃ, নীঃ, স্থাঃ, ১১২ শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা।" মন মহাভাবাত্মক হইয়া যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিও মনের বৃত্তি-স্বরূপ বলিয়া এবং মনের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলিয়া মনের ন্যায় অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মহাভাবরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্যই মহাভাববতীদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুখদায়ক হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই—এমন কি, তাঁহাদের কৃত তিরস্কারাদিতেও—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া তাঁহাদের বশীভূত হইয়া পড়েন। "ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ ব্রজসুন্দরীণাং মন আদি-সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্ব্বৈরেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব। আনন্দ-চন্দ্রিকা।"

মহাভাবের এতাদৃশ বিকাশ কেবলমাত্র সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যেই সম্ভব; কারণ, তাঁহাদের কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তাঁহাদের রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়; ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সমঞ্জসা-রতিমতী পট্টমহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা, রতি হইতে পৃথক্রূপে অবস্থান করে, তাঁহাদের মন সম্যক্রূপে প্রেমাত্মকও হইতে পারে না, মহাভাবাত্মকত্ব তো দূরের কথা। এজন্যই, ব্রজসুন্দরীদিগের যে কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই আনন্দ-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীবৃন্দের—সকলে একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে অনঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চিত্তকে সামান্যমাত্র বিচলিত করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। "পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুরিতি॥ শ্রীভা, ১০৬১।৪॥" ব্রজের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমস্নেহাদিই পট্টমহিষীদিগের পক্ষে দুর্লভ; এজন্যই উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, এই মহাভাব মহিষীবৃন্দের পক্ষে অতি দুর্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। স্থা, ১১১॥" ইহা এক মাত্র ব্রজদেবীদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়, অন্যত্র নহে। "ব্রজদেব্যেকসম্বেদ্যঃ। উ, নী, স্থা, ১১১॥" তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।" কেবল মধুরে—অর্থ সমর্থা-রতিতে।

মহাভাবের বিশেষ লক্ষণ যে যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব, তাহা পট্টমহিষীদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; কৃষ্ণসেবার জন্য কুলধর্ম্মাদিকে উপেক্ষা করা মহিষীদিগের পক্ষে অসম্ভব; প্রথমতঃ রুক্মিণ্যাদির মনে পত্নীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অভিলাষই জন্মিয়াছিল; পত্নীত্বাভিমানেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন।

সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের রতি অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় (তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা)। অনুরাগোত্থ প্রেমবৈচিত্ত্য অবশ্য তাঁহাদের আছে।

এই মহাভাব দুই রকমের—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবের প্রথমাবস্থাকে রূঢ়ভাব বলে; ইহাতে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়। উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উ, নী, স্থা, ১১৪॥ রূঢ়ভাবে আরও কতকগুলি অনুভাব লক্ষিত হয়; যথা—(১) নিমিষের অসহিষ্ণুতা; অর্থাৎ চক্ষুর পলক পড়ার সময়ে যে কৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয়, তাহাও সহ্য হয় না; তাই পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে নিন্দা করেন। (২) আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন অর্থাৎ এই রূঢ়-মহাভাব-বিকাশের সময়ে নিকটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই যথাযথভাবে এই ভাব নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। (৩) কল্পক্ষণত্ব; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সময় মিলনানন্দে এতই বিভোর হইয়া থাকেন যে, এক কল্পকাল পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া থাকিলেও তাহাকে অতি অল্পক্ষণ বলিয়া মনে হয়। (৪) শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্ত্তি-শঙ্কায় খিন্নতা; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে থাকিলেও তাঁহাতে প্রীতি ও মমতা-বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ, "তিনি না জানি কতই কষ্ট পাইতেছেন" ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া খেদপ্রাপ্ত হওয়া। (৫) মোহাদির অভাবেও আত্মাদি-সর্ব্ব-বিস্মরণ; সাধারণতঃ মূর্চ্ছা, আবেগ, বিষাদ-বশতঃই লোকের—"ইহা আমার, উহা আমার, এই আমাদের দেহ—" ইত্যাদি বিষয়ের স্মৃতি লোপ পাইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে রূঢ়-মহাভাবের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের একান্ত মমতাস্পদ-শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির অত্যধিক স্মৃতিবশতঃ—মূর্চ্ছাদি ব্যতীতও "আমি ও আমার"-জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। (৬) ক্ষণকল্পতা; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের সময়, অতি অল্পক্ষণ সময়কেও এক কল্প বলিয়া মনে হয়। (৭) কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা; অর্থাৎ এই রূঢ়-প্রেমের প্রভাব, কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা ব্রজসুন্দরীগণের সাক্ষাতে, দূরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেও অকস্মাৎ আবির্ভাব প্রাপ্ত করায়; রূঢ়-মহাভাবের প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ যখন একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, তখন ঐ প্রেমের শক্তিতেই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সাক্ষাতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েন; অন্যস্থান হইতে যে হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তাহা নহে; আগমন ব্যতীতই হঠাৎ যেন উদিত হয়েন।

অধিরূঢ়—অধিরূঢ় মহাভাবের অনুভাব (সাত্ত্বিক ভাব) সকল, রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব সকল হইতেও কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামাপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থা, ১২৩॥" এই বিশিষ্টতা, কেবল সাত্ত্বিকভাব সকলের সুদ্দীপ্ততামাত্র নহে; কারণ, অধিরূঢ়-ভাবান্তর্গত মোহনের বিশিষ্টতাই ভাবের সুদ্দীপ্ততা। অধিরূঢ়ের বিশিষ্টতা এইরূপ:—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যত মোক্ষানন্দ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে এবং অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যত সুখ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-সিন্ধুর এক বিন্দুর আভাস-তুল্যও হইবে না। আবার বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে অতীতকালে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, ভক্তগণের প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত যত দুঃখ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে নরক-যন্ত্রণাদি যত দুঃখ ঐ তিনকালে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তৎসমস্ত যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধিকার প্রেমোদ্ভব দুঃখ-সমুদ্রের এক কণিকার আভাসতুল্যও হইবে না। এইরূপ অত্যধিকই অধিরূঢ় ভাবোত্থ সুখ দুঃখের অনির্ব্বচনীয়তা।

অধিরূঢ়-ভাবের বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে আলোচ্য পয়ারের অর্থ বিচার করা হইতেছে।

রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে—এস্থলে "কেবল"-শব্দের দুইটী অর্থ; একটী অর্থ—একমাত্র; একমাত্র মধুরা রতিতেই রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব বিদ্যমান আছে; দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রতিতে নাই। দ্বিতীয় অর্থ—বিশুদ্ধ, অন্য-ভাব-বর্জ্জিত। বিশুদ্ধা-মধুরা-রতিতেই (অর্থাৎ সমর্থা রতিতেই) রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাব অভিব্যক্ত। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রতিতে মহাভাব নাই; একমাত্র মধুরা-রতিতেই আছে। মধুরা-রতির মধ্যেও আবার সাধারণী ও সমঞ্জসাতে মহাভাব নাই; একমাত্র সমর্থা-রতিতেই মহাভাব (রূঢ় ও অধিরূঢ় উভয় অঙ্গই) অভিব্যক্ত। সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণেই মহাভাব বিদ্যমান, অপর কেহ ইহার অধিকারিণী নহেন—মহিষীবৃন্দও নহেন। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ উঃ নীঃ মঃ স্থা, ১১১॥"

মহিষী-গণের রূঢ় ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যেন:—"মহিষী-গণের মধ্যে রূঢ় ভাব এবং গোপিকা-নিকরের মধ্যে অধিরূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে।" কিন্তু বাস্তবিক অর্থ তাহা নহে; কারণ, মহিষীগণ যে মহাভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন না, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১১১॥") এই পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের মর্ম্মও এইরূপই; রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাব কেবল-মধুরা (সমর্থা) রতিতেই আছে; মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, সুতরাং কেবল মধুরা নহে; এজন্য তাঁহারা মহাভাবের অধিকারিণী নহেন। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে "অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ ১০৭॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "স চ আরম্ভত এব ব্রজদেবীষু এব দৃশ্যতে পট্টমহিষীষু তু সম্ভাবয়িতুমপি ন শক্যতে—মহাভাব আরম্ভ হইতেই ব্রজদেবীদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, পট্টমহিষীদিগের মধ্যে ইহার সম্ভাবনাই সম্ভব নয়।" চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই লিখিয়াছেন। আবার "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ॥ উ, নী, স, স্থা, ১১১॥-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মহিষীগণস্য তু সমঞ্জসরতিমত্ত্বাৎ সম্ভোগেচ্ছায়াঃ সম্যক্‌প্রেমরূপত্বাভাবাৎ আরম্ভতো জাত্যৈব প্রেমানন্দসর্ব্বাংশাপরিপূর্ণঃ তৎপরিণামভূতোহনুরাগঃ ন উৎকর্ষসীমাং প্রাপ্নোতীতি ন তাসাং মহাভাবঃ সম্ভবেৎ—মহিষীগণ সমঞ্জসা রতিমতী বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণরতি সম্ভোগেচ্ছাদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়; এই সম্ভোগেচ্ছা সম্যক্ প্রেমরূপ নহে বলিয়া আরম্ভ হইতেই তাঁহাদের রতি জাতিতেই প্রেমানন্দের সর্ব্বাংশে অপরিপূর্ণ। তাই তাহার পরিণামভূত অনুরাগও উৎকর্ষ সীমা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে মহাভাব অসম্ভব।" উজ্জ্বলনীলমণির "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥ স্থাঃ ১১২॥"-শ্লোকের টীকাতেও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"পট্টমহিষীণাস্তু সম্ভোগেচ্ছায়াঃ পার্থক্যেনাপি স্থিতত্বাৎ সম্যক্ প্রেমাত্মকমপি মনো ন স্যাৎ কুতোহস্য মহাভাবাত্মকত্বশঙ্কেতি—পট্টমহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছার পৃথকত্ববশতঃ তাঁহাদের মন সম্যক্‌রূপে প্রেমাত্মকই হইতে পারে না, মহাভাবাত্মক আবার কিরূপে হইবে?" এ-সমস্ত প্রমাণবলে জানা গেল—মহিষীবৃন্দের পক্ষে মহাভাব অতি দুর্ল্লভ।

মহাভাব দুই রকমের, অর্থাৎ মহাভাবের দুইটী স্তর—রূঢ় এবং অধিরূঢ়। "স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥ উঃ নীঃ, স্থাঃ ১১৩॥" মহিষীদিগের পক্ষে মহাভাবই যখন দুর্ল্লভ, তখন মহাভাবের কোনও স্তরই তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না; সুতরাং প্রথম স্তর যে রূঢ় নামক মহাভাব, তাহাও থাকিতে পারে না। তাহার স্পষ্ট উল্লেখই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে "গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চীরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু

অধিরূঢ় মহাভাব—দুই ত প্রকার—। | সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা স্তদ্‌ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ১১১॥"—রূঢ়-ভাবের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"নিত্যযুজাং এতা বিয়োগিন্যো বয়ন্তু নিত্যযুজ ইত্যভিমানিন্যো যাঃ পট্টমহিষ্য স্তাসামপি দুরাপম্—ইঁহারা (ব্রজগোপীগণ সময় সময় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে) বিরহিণী হয়েন; আমরা কিন্তু নিত্য (সর্ব্বদাই) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত থাকি—এইরূপ অভিমানবতী পট্টমহিষীদিগের পক্ষেও রূঢ়ভাব দুর্ল্লভ।" চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং মহিষীদিগের মধ্যে রূঢ়-মহাভাব থাকিতে পারেনা।

এই পয়ারার্দ্ধের বাস্তবার্থ এই:—তিন পংক্তি আগে যেমন বলা হইয়াছে—"সুবলান্তের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।" তদনুরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে—'মহিষীগণের প্রেমের মহিমা রূঢ় পর্য্যন্ত, আর গোপিকা-নিকরের অধিরূঢ় পর্য্যন্ত।" **রূঢ় পর্য্যন্ত-অর্থ**—রূঢ়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত; অর্থাৎ মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্তই মহিষীদিগের প্রেম বৃদ্ধি পায় (যেমন শান্তরসে শান্তরতি প্রেমের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আর গোপিকাদিগের মধ্যে রূঢ় ও অধিরূঢ়—দুইই দৃষ্ট হয়। নিম্নে ৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বলনীলমণিও বলেন—'আদ্যা প্রেমাবধিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥ স্থাঃ ১৬৪॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"আদ্যা সাধারণী প্রেমৈবান্তিমো যত্র তথাভূতাং সীমাং প্রপদ্যতে। তেন কুব্জাদীনাং রতিপ্রেমাণৌ দ্বাবেব স্থায়িনৌ। সমঞ্জসা অনুরাগান্তিমামেতি তেন পট্টমহিষীণাং রতি-প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগানুরাগাঃ সপ্ত: স্থায়িনঃ॥" অর্থাৎ সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির কৃষ্ণরতি প্রেমের শেষসীমা পর্য্যন্ত, সমঞ্জসা-রতিমতী পট্টমহিষীদিগের কৃষ্ণরতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এবং সমর্থারতিমতী ব্রজদেবীদের কৃষ্ণরতি ভাবের (মহাভাবের) শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে, রতি বা প্রেমাঙ্কুর এবং প্রেম এই দুইটী হইল কুব্জাদির স্থায়ী ভাব; রতি বা প্রেমাঙ্কুর, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ এই সাতটী হইল মহিষীদের স্থায়ী ভাব এবং রতি হইতে ভাবপর্য্যন্ত সমস্তই হইল ব্রজদেবীদের স্থায়ীভাব। এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয়; মহাভাবের প্রথম স্তর রূঢ়-ভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই।

"মহিষীগণে রূঢ়" না বলিয়া "মহিষীগণের রূঢ়" বলাতেই বুঝা যাইতেছে—মহিষীগণের মধ্যে রূঢ়ভাব নাই; পূর্ব্ব ৩৫-পয়ারে যেমন বলা হইয়াছে "সুবলান্তের ভাবপর্য্যন্ত", তদ্রূপ এস্থলেও "মহিষীগণের রূঢ় পর্য্যন্ত—রূঢ়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত" বলাই উদ্দেশ্য।

এস্থলে মহিষীদিগের যে অনুরাগের কথা বলা হইল, তাহাও ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগের তুল্য নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ॥"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—যদিও ব্রজের প্রেম-স্নেহাদিও (প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ) মহিষীদিগের পক্ষে দুর্ল্লভই, তথাপি জাতিতে এবং পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং সমঞ্জসা রতির উপযোগী প্রেম-স্নেহাদি তাঁহাদের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ নয়; কিন্তু এই মহাভাব তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বথাই অতিদুর্ল্লভ। "যদ্যপি ব্রজবর্ত্তিনঃ প্রেমস্নেহাদ্যা অপি তৈঃ দুর্ল্লভা এব, তথাপি জাতিপ্রমাণাভ্যাং কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন সমঞ্জসরত্যুচিতা স্তে নাতিদুর্ল্লভাঃ। অয়ং মহাভাবস্তু সর্ব্বথৈব অতিদুর্ল্লভ এব যত ব্রজদেব্যেকসংবেদ্য ইতি।" সমর্থা রতি হইতে সমঞ্জসা রতির জাতিগত ভেদ আছে বলিয়াই ব্রজদেবীগণের রতি হইতে মহিষীগণের রতিরও জাতিগত ভেদ। সমর্থা রতি হইতেছে স্বসুখবাসনা-গন্ধলেশশূন্যা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী; আর সমঞ্জসা হইতেছে সময় সময় স্বসুখার্থ-সম্ভোগেচ্ছাময়ী।

৩৮। অধিরূঢ় মহাভাব দুই রকমের; মোদন ও মাদন। "মোদনোমাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে॥ উ,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নী, ম, স্থা, ১২৫ ॥" মোদন ও মাদন—এই উভয়েই সম্ভোগ বুঝায়। মোদনো মাদনশ্চেতি দ্বয়ং নিরুক্তিবলাৎ সম্ভোগ এব। ইতি উ, নী, স্থা, ১২৫ শ্লোকের লোচন-রোচনী টীকা।

মোদন—যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিকভাবাদি সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে মোদন বলে। "মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্ ॥ উ, নী, স্থা, ১২৫ ॥"

মোদনের দুইটী ক্রিয়া লক্ষিত হয়; (১) শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে যখন মোদনাখ্য মহাভাবের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তো ক্ষোভ জন্মেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী-আদি কান্তাগণের (যাঁহারা মিলন-স্থলে উপস্থিত নহেন, অথচ একটু দূরে কোনও আবৃত স্থান হইতে তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের) চিত্তেও ক্ষোভ উপস্থিত হয়। (২) চন্দ্রাবলী-আদি যে সমস্ত কৃষ্ণকান্তাগণ তাঁহাদের প্রচুর প্রেম-সম্পত্তির জন্য বিখ্যাত, তাঁহাদের প্রেম হইতেও অত্যধিক প্রেম—মোদনাখ্য-মহাভাবে ব্যক্ত হয়। তাই সত্যভামা-চন্দ্রাবলী-আদিকে ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে থাকিতে উৎসুক।

মোদন একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেতেই সম্ভব, সর্ব্বত্র (চন্দ্রাবলী-আদিতে) ইহা হয় না। "রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ ॥ উ, নী, ম, স্থা, ১২৮ ॥ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র চন্দ্রাবল্যাদাবপীত্যর্থঃ ॥ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

মোহন—বিরহ-অবস্থাতে এই মোদনকে মোহন বলে; তখন বিরহ-জনিত বিবশতাহেতু সাত্ত্বিক ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—(সু+উদ্দীপ্ত—সুদ্দীপ্ত; সম্যক্‌রূপে দীপ্তিপ্রাপ্ত)। "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনোভবেৎ যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥ উ, নী ম, স্থা, ১৩০ ॥" ইহাতে কম্পোদয়ে দন্ত সকল খট্ খট্ করিয়া যেন বাদ্যের মত হয়; স্বরভঙ্গে বাক্যসমূহ কণ্ঠের মধ্যেই লীন হইয়া যায়; বৈবর্ণ্যে শ্বেতত্ব প্রাপ্তি হয়; পুলকে দেহ যেন কাঁঠাল ফলের মত হইয়া যায়; ইত্যাদি। (পরবর্ত্তী ৫২ পয়ারের টীকায় বিপ্রলম্ভ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই প্রায় (বাহুল্যে) এই মোহন-ভাব প্রকাশ পায়। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ॥ উ, নী, ম, স্থা, ১৩২ ॥"

মোহনের অনুভাব এই কয়টী :—

(অ) কান্তাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত থাকা-কালেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা; দ্বারকায় রুক্মিণীকর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পুলকোদ্গম হইতেছিল; এমন সময় যমুনাতীরে শ্রীরাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়ার কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(আ) অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও মোহন-ভাববতীদিগের পক্ষে কৃষ্ণসুখ-কামনা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধা উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিলে আমাদের সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন না আসেন। আর তিনি না আসিলে যদিও আমাদের প্রাণান্তক কষ্ট হইবে, তথাপি মথুরায় থাকিলেই যদি তিনি সুখী হয়েন, তবে যেন সেখানেই চিরকাল থাকেন।"

(ই) ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভ-কারিতা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধার মোহন-ভাবের উদয় হইলে তাঁহার বিরহোত্তপ্ত প্রেমনিশ্বাসের ধূমে যেন সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্তও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল—নরসমূহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সর্পসমূহ ব্যাকুল হইল, দেবগণের দেহে স্বেদোদ্গম হইল, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

(ঈ) তির্য্যক্ জাতির রোদন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহার পীতবসনদ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শ্রীরাধা যমুনাতীরস্থ কুঞ্জের লতাকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুমোচন পূর্ব্বক এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া জলমধ্যস্থ মৎস্য-মকরাদিও ক্রন্দন করিয়াছিল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(উ) মৃত্যুস্বীকারপূর্ব্বক নিজদেহের ক্ষিত্যপতেজাদি ভূতসমূহদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া শ্রীমতী রাধিকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"যেন আমার মৃত্যু হয়, তারপর যেন আমার এই দেহের জল শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির সরোবরে গিয়া মিশে, তাঁহার গতাগতির পথে যেন এই দেহের ক্ষিতি গিয়া মিশে, তাঁহার দর্পণে যেন ইহার তেজ গিয়া মিশে" ইত্যাদি।

(ঊ) **দিব্যোন্মাদ**—মোহনাখ্য ভাব কোনও অনির্ব্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে, ভ্রমসদৃশ বিচিত্রদশা লাভ করে; ইহাকেই দিব্যোন্মাদ বলে। "এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ উ, নী, স্থা, ১৩১॥"

এই দিব্যোন্মাদের আবার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু বহু ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যচেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালেও তাঁহার অনুপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক নিবিড় অন্ধকারে কুঞ্জাভিসার, বাসক-সজ্জার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা-রচনা, খণ্ডিতাভাব অবলম্বনে অতিশয় কোপন-স্বভাব প্রদর্শন প্রভৃতি উদ্‌ঘূর্ণাবস্থার কার্য্য।

চিত্রজল্প—প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃদের সঙ্গে দেখা হইলে গূঢ় রোষ-বশতঃ যে ভূরিভাবময় জল্প (বাক্য-কথন), তাহার নাম চিত্রজল্প; ইহাতে অসংখ্য ভাববৈচিত্রী ও অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা থাকে। ইহার অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয়। "প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়োজল্পোযস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ অসংখ্য-ভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিঃ সুদুস্তরঃ॥ উ, নী, স্থা, ১৪১॥" মথুরা হইতে আগত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর যে অনির্ব্বচনীয় ভাবময় চিত্তজল্পের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ভ্রমরগীতায় তাহার উল্লেখ আছে।

ব্রজসুন্দরীগণ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের দূত-বোধে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া যথোপযুক্ত সৎকারাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীভানুনন্দিনীর (শ্রীরাধার) অসূয়া-গর্ব্বাদিময় দিব্যোন্মাদের উদয় হইল; এমন সময় একটী ভ্রমর আসিয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইল। দিব্যোন্মাদ-বশতঃ এই ভ্রমরকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত মনে করিয়া, ভ্রমরের গতিবিধিকে লক্ষ্য করিয়া, নানাবিধ ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভ্রমরগীতায় শ্রীমতীর বাক্য চেষ্টাদিই বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ :—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প প্রতিজল্প ও সুজল্প। ভ্রমরগীতার দশটী শ্লোকে এই দশটী অঙ্গের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(ক) **প্রজল্প**—অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল (পটুতার অভাব) উদ্গীরণ করাকে প্রজল্প বলে। "অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪১॥"

(খ) **পরিজল্প**—প্রেরিত দূতাদির যিনি প্রেরক প্রভু, তাঁহার নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে মোহন-ভাববতীর নিজের বিচক্ষণতা-প্রকাশক জল্পকে পরিজল্প বলে। "প্রভোর্নির্দ্দয়তাশাঠ্যচাপল্যা-দ্যুপপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪২॥"

(গ) ভিতরে গূঢ় মান, অথচ বাহিরে সুস্পষ্ট-অসূয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে উপহাসাত্মক কটাক্ষোক্তি, তাহাকে **বিজল্প** বলে। "ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৩॥"

(ঘ) যাহার ভিতরে গূঢ় গর্ব্ব আছে, এইরূপ ঈর্ষ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা-কীর্ত্তন ও অসূয়াযুক্ত আক্ষেপকে **উজ্জল্প** বলে। "হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৪॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ঙ) **সংজল্প**—দুর্গম সোল্লুণ্ঠ (উপহাসাত্মক) আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা-প্রকাশক বাক্যকে সংজল্প বলে। "সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতঃ বুধৈঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৫॥"

(চ) **অবজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠিন (নিষ্ঠুর), কামুক এবং ধূর্ত্ত, এজন্য তাহাতে আসক্ত হইলে ভয়ের কারণ আছে—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঈর্ষ্যার সহিত যে উক্তি, তাহাকে অবজল্প বলে। "হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাংমতঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৭॥"

(ছ) **অভিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকে পর্য্যন্ত খেদান্বিত করেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত,—ভঙ্গীদ্বারা এইরূপ অনুতাপমূলক বচনকে অভিজল্প বলে। "ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৯॥"

(জ) **আজল্প**—অনুতাপ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখ-প্রদত্ব যাহাতে বর্ণিত থাকে, তথা ভঙ্গীপূর্ব্বক অন্যকর্ত্তৃক সুখ-দান যাহাতে কীর্ত্তিত হয়, তাদৃশ বচনকে আজল্প বলে। জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতম্। ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥ উঃ স্থাঃ ১৫১॥"

(ঝ) **প্রতিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্য স্ত্রী সর্ব্বদাই থাকে, অন্য-সঙ্গ তিনি ত্যাগ করিতে অসমর্থ (দুস্ত্যাজ-দ্বন্দ্বভাব), সুতরাং তাঁহার নিকটে গমন করা অনুচিত—এইরূপ বাক্য এবং কৃষ্ণ-প্রেরিত দূতের সম্মান যাহাতে উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে। "দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্। দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫২॥"

(ঞ) **সুজল্প**—যাহাতে সরলতা-নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চপলতা এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, তাহাকে সুজল্প বলে। "যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পঃ নিগদ্যতে॥" উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৩॥"

মাদন—মাদনে বিরহের অভাব; মিলন-অবস্থাতেই মাদনের বিকাশ হয়। ইহাতে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবই সর্ব্বোৎকর্ষে উল্লাসশীল হইয়া থাকে। মোহনাদি হইতেও মাদনের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা আছে। ইহাই হ্লাদিনীর চরম-পরিণতি। এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণেও ইহা নাই, শ্রীরাধার যূথের অপর সখীগণের মধ্যেও ইহা নাই; ইহা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরই নিজস্ব সম্পত্তি। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৫॥" অনাদিকাল হইতেই ইহা শ্রীরাধাতেই নিত্য বর্ত্তমান; কখনও তাঁহার অন্তরে কখনও বা বাহিরেও প্রকাশ পায়। মাদনে অত্যন্ত আনন্দ-মত্ততা জন্মায়। এই আনন্দ-মত্ততা সমস্ত জগতেরই হর্ষ উৎপাদন করে (মাদয়িত হর্ষয়তি সর্ব্বং জগদপি)।

মাদনের আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, ঈর্ষ্যার অযোগ্য বস্তুতেও ইহা প্রবল ঈর্ষ্যা জন্মাইয়া থাকে। বনমালা অচেতন বস্তু—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার যোগ্য নহে। কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণের গলায় আজানুলম্বিত বনমালা দর্শন করিয়া, বনমালার প্রতি শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। এইরূপে বংশীর প্রতিও তাঁহার ঈর্ষ্যা হয়। "কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ মন্ত্রজপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি, সেই সুধা সদা করে পান॥ ৩,১৬।১৩৩-৩৪॥"

আরও বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সম্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, অন্যত্র কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-কৃত সম্ভোগের গন্ধ মাত্র লক্ষ্য করিলেই ঐ গন্ধের আধারকে শ্রীরাধিকা স্তুতি করিতে থাকেন—যেন ঐ আধারের সৌভাগ্য তাঁহার সৌভাগ্য অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-লিপ্ত কুঙ্কুম স্ব-স্ব-স্তনে ও বদনে সংলগ্ন করিয়া যাহারা স্বীয় কন্দর্পব্যথা দূরীভূত করিয়াছে, সেই পুলিন্দকন্যাদিগকেও শ্রীরাধিকা স্তুতি করিয়া থাকেন।

মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প—মোহনের দুই ভেদ ॥ ৩৯
চিত্রজল্প দশ-অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা-দশশ্লোক তাহার প্রমাণ ॥ ৪০
'উদ্‌ঘূর্ণা'—বিবশচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ॥৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাদনের আরও একটি অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনাদি কোনও একরূপ সম্ভোগেই আলিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদি অসংখ্য সম্ভোগ-লীলার আনন্দ যুগপৎ (একই সময়ে) প্রকটিত হয়। "যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ। যদ্‌বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলা-সহস্রধাঃ। উঃ নাঃ স্থাঃ, ১৬০॥" এইরূপ অসংখ্য-সম্ভোগাত্মক-লীলা যুগপৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকটিত হয়—স্ফূর্ত্তিরূপে নহে; 'প্রত্যক্ষতয়া প্রকটী ভবন্তীতি স্ফূর্ত্তিতো বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্।" শ্রীরাধিকা যে সময়ে পুলিন্দকন্যার সৌভাগ্যের স্তুতি করেন, কিম্বা যে সময়ে বংশীর তপস্যার অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই সময়েই, শ্রীকৃষ্ণ-কৃত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি শত সহস্র প্রকার সম্ভোগাত্মক-লীলা যুগপৎ অনুভব করেন। আবার এইরূপ অসংখ্য সম্ভোগাত্মক-লীলার যুগপৎ অনুভব একই দেহে করিয়া থাকেন—কায়ব্যূহরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে নহে।

অপর একটি বিশিষ্টতা এই যে, যেই সময়ে অসংখ্য চুম্বনালিঙ্গন-সম্প্রয়োগাদির আনন্দ যুগপৎ অনুভূত হয়, ঠিক সেই সময়েই তীব্র বিরহের স্ফূর্ত্তিতে অনির্ব্বচনীয় ও অদম্য মিলনোৎকণ্ঠার উদয় হয়। তাহাতে ঐ চুম্বনাদির আনন্দও অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ বৃদ্ধি-যুক্ত ক্ষুধা এবং প্রচুর পরিমাণে অত্যুপাদেয় ভোজ্য বস্তু যদি যুগপৎ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই ভোজন রসাস্বাদনের আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে; এই অবস্থায় ক্ষুধাও সুখকরী—ভোজনও সুখকর। বিরহের স্ফূর্ত্তি এবং অসংখ্য চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ আস্বাদনবশতঃ মাদনও তদ্রূপ অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। মাদনে বিরহের স্ফূর্ত্তিও আনন্দ-চমৎকারিতার হেতু বলিয়া সুখময়ী হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত বিশিষ্টতা-সমূহই মোহন হইতে মাদনের পার্থক্য সূচনা করে। বিরহে মোহন, আর মিলনে মাদন। মোহনে কেবল বিরহ-কাতরতা, আর মাদনে কেবল মিলনানন্দ-মত্ততা।

৩৯। পূর্ব্ববর্ত্তী (২।২৩।৩৮) পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ৩৮-৩৯ পয়ারের "মোহন"-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "মোদন"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৪০। চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভ্রমরগীতা ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৪৭শ অধ্যায়ের ১২—২১ শ্লোকগুলিকে (এই দশটী শ্লোককে) ভ্রমরগীতা বলে। এই দশটী শ্লোকে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ বিবৃত হইয়াছে (২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪১। উদ্‌ঘূর্ণা ও দিব্যোন্মাদাদির বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহে যখন দিব্যোন্মাদ জন্মে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয় আবার চিন্তার গাঢ়তায় কখনও বা নিজেকেই কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়।

আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত্তিবশতঃ কোনও কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরী নিজেকে কৃষ্ণ মনে করেন, এবং তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণাদিও করেন। ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্ত-চিত্তা। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়েন, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত আর্ত্তিবশতঃ তাঁহার গুণ-লীলাদির কথাই চিন্তা করিতে থাকেন; এইরূপ চিন্তার ফলে তাঁহার গুণ-লীলাদিতে তাঁহাদের তন্ময়তা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাতে তাঁহাদের তন্ময়তা জন্মে, সময় সময় তাঁহারা সেই লীলার অনুকরণও করিয়া থাকেন; তন্ময়তা যখন নিবিড় হয়, তখন লীলার অনুকরণ যেন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়; ইহা বিচার-বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণ নয়; ইহাকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণ বলে। আর ঐ তন্ময়তা যখন তত নিবিড়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় না, একটু তরল থাকে, তখন অনুকরণ হয় বুদ্ধিপূর্ব্বক; শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার লীলাবিশেষে অত্যাশক্তিবশতঃই বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণও অনুষ্ঠিত হয়। অনুকরণ বুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, সর্ব্বত্রই কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের স্বভাব—শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিময় ভাব—জাগরূক থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত্তিবশতঃ গাঢ় আসক্তিমূলা শ্রীকৃষ্ণলীলাদির চিন্তা হইতে সঞ্জাত তন্ময়তাবশতঃ এইভাবে যে লীলার অনুকরণ, তাহা কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়স্থিত গাঢ় প্রেমেরই এক রকম বহির্ব্বিকাশ মাত্র; এজন্য ইহাকে স্বভাবজ অনুভাব বলে। রমণীয় বেশভূষা ও ক্রিয়াদির দ্বারা এই ভাবে প্রিয়ব্যক্তির অনুকরণকে রসশাস্ত্রের ভাষায় লীলা বলে। "প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ॥ উঃ নীঃ মঃ অনুভাব প্রকরণ॥ ৬৬॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ক্বাপি যত্নস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং ক্বাপি সঞ্চারিভাবোত্থত্বেন অবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং কিন্তু সর্ব্বত্র স্বভাবো জাগরূক ইতি।" "প্রিয়স্য অনুকরণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমবুদ্ধিপূর্ব্বকং বা প্রেমবতীনাং স্বাভাবিকমেব (শ্লোকের ও টীকার মর্ম্ম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে)।" এই লীলা-নামক অনুভাবের দৃষ্টান্তরূপে উজ্জ্বলনীলমণিতে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা এই:—"দুষ্ট কালীয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা। বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলা-সর্ব্বস্বমাদদে॥ বি পুঃ; ৫।১৩।২৬॥—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা) কোনও গোপী—অরে দুষ্ট কালীয়, স্থির হ,' এই আমি কৃষ্ণ—এই কথা বলিয়া বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন (এই শ্লোকের "লীলাসর্ব্বস্বমাদদে" অংশের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—লীলাসর্ব্বস্বং তস্যা লীলায়া যাবান্ পরিকরস্তাবন্তমাদদে গৃহীতবতী। অনুকৃতবতীত্যর্থঃ।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমন-লীলার অনুকরণের কথা বলা হইয়াছে। এই অনুকরণটী হইতেছে অবুদ্ধিপূর্ব্বক। উক্ত শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"লীলেয়ং বিপ্রলম্ভভরেণোন্মাদোত্থত্বাদবুদ্ধিপূর্ব্বকযত্নবতী।" বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণের দৃষ্টান্তরূপে ছন্দোমঞ্জরীর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "মৃগমদকৃতচর্চ্চা পীতকৌষেয়বাসা রুচিরশিখিশিখণ্ডা বদ্ধধম্মিল্লপাশা। অনৃজু নিহিতমংসে বংশমুৎক্কাণয়ন্তী কৃতমধুরপুবেশা মালিনী পাতু রাধা॥ উ, নী, ম, অনুভাব-প্রকরণ। ৬৭—(রতিমঞ্জরী স্বীয় সখীকে বলিলেন—সুন্দরি, ঐ দেখ) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা গাত্রে মৃগমদ লেপন, পীতবর্ণ পট্টাংশুক পরিধান, কেশপাশে রুচির ময়ূরপুচ্ছ বন্ধন এবং গলদেশে বনমালা ধারণপূর্ব্বক কুটিল স্কন্ধদেশে সরল বংশী ন্যস্ত করিয়া মধুর বাদ্য করিতেছেন। এতাদৃশী শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন।" এই অনুকরণ হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বক। "বুদ্ধিপূর্ব্বক-যত্নবতীমপি তামুদাহর্ত্তুমাহ—টীকায় চক্রবর্ত্তী।" শ্রীরাধা যে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিতেছেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ছন্দোমঞ্জরীর উদাহরণ-শ্লোকে দৃষ্ট না হইলেও তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষায় নিজেকে সজ্জিত করিয়াছেন, তখন ইহা বুঝা যায় যে, তিনি নিজেকে অন্ততঃ কৃষ্ণ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের উদাহরণ-শ্লোকে কালীয়দমন-লীলার অনুকরণকারিণী গোপী যে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিতেছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"কৃষ্ণোঽহমিতি"-বাক্যে। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে বিরহক্লিষ্টা গোপীদের অনেকেই যে নিজেদিগকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অথবা কৃষ্ণরূপে পরিচিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু বিরহে ব্রজসুন্দরীদের নিজেদিগকে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মনন—সাযুজ্যকামীর নিজেকে ব্রহ্ম-মননের ন্যায় নহে, কিম্বা অহংগ্রহোপাসকের নিজেকে উপাস্য-স্বরূপরূপে মননও নহে; তাঁহাদের কৃষ্ণমনন হইতেছে প্রেমলীলাভর-স্বভাব হইতে, কিম্বা রসাস্বাদপ্রৌঢ়ীময়ী অবস্থা হইতে জাত। শ্রীমদ্ভাগবতের "গত্যনুস্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ। অসাবহমিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ১০।৩০।৩॥"-শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভর-স্বভাবেনৈব ন তু অহংগ্রহোপাসনাবেশেন।" আর চক্রবর্ত্তিপাদও লিখিয়াছেন—"অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়ময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ। ন তু অহংগ্রহোপাসনাবশাদেব ইতি জ্ঞেয়ম্।" ইহা যে লীলা-নামক অনুভাব, বৈষ্ণব-তোষণী তাহাও বলিয়াছেন। "লীলাশ্চ অনুভাবোঽয়ম্।" শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী "ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ

সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ,—দ্বিবিধ শৃঙ্গার। | "সম্ভোগ"—অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ। লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ১০।৩০।১৪॥"-শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"বিরহোন্মত্তা গোপীগণ কৃষ্ণাত্মিকা হইলেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের আত্যন্তিক অভেদ স্ফূর্ত্তি হয় নাই; যেহেতু, তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। "তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্ফূর্ত্তিঃ।" যদি আত্যন্তিক অভেদ-স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার অনুকরণ-সময়ে (উর্দ্ধে উত্থাপিত হস্তে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ দেখাইবার উদ্দেশ্যে) তাঁহারা হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক বস্ত্র ধারণের চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা "আমি কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি অবলোকন কর"-ইত্যাদি বাক্যে নিজেদিগকে কৃষ্ণরূপে পরিচিত করার চেষ্টাও করিতেন না। "যতন্ত্যন্নিদধেঽম্বরমিত্যত্র যত্নকথনাৎ, কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিমিতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্বসাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ।" চক্রবর্ত্তিপাদ ইহাও বলিয়াছেন যে—কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিলেন, কৃষ্ণের চেষ্টাদির অনুকরণ করিয়া, নিজের কৃষ্ণাকারত্ব দেখাইয়া, কৃষ্ণবিরহ-কাতরা অন্যগোপীদের এবং নিজেরও মুহূর্ত্তকালব্যাপী আনন্দও যদি নিষ্পাদন করিতে পারি, তাহাও ভাল; এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ স্মরণ করিয়া সে সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। "ততশ্চ তস্য অন্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামমৃশুঃ সম্প্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাদ্যনুকরণেন আত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুঃ তস্মিন্নেব আত্মানো যাসাং তাঃ।" পূর্ব্বোদ্ধৃত "গতিস্মিত"-ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।৩০।৩ শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকারও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন—"যত্র যুষ্মাকমুৎকণ্ঠা অহমেবাসৌ তত্তদ্বিহারনাগর ইতি প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো হ্যবেদয়ন্ত।" এসমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, "বিরহে আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান"-সময়েও ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্যন্তিক অভেদ-মনন ছিল না।

ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাবাখ্য প্রেমের স্বভাববশতঃই "বিরহে আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান" হইতে পারে; কোনও ভক্ত-সাধকের যথাবস্থিত দেহে এরূপ হইতে পারে না; যেহেতু, সাধক জীবের যথাবস্থিত দেহে মহাভাব তো দূরে, প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদি অপর কোনও স্তরও দুর্ল্লভ।

৪২। মধুর-রসের সর্ব্বরস-শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তাহার ভেদ বর্ণন করিতেছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-পয়ারের টীকার শেষাংশ এবং ৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শৃঙ্গাররস—মধুরা-রতি তদুচিত বিভাব-অনুভাবাদির সংযোগে যখন অপূর্ব্ব-স্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শৃঙ্গাররস বলে;

শৃঙ্গাররস দুইরকমের—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

সম্ভোগ—আনুকূল্যময় দর্শন এবং আলিঙ্গন-চুম্বন-আদির নিষেবণদ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাস-বর্দ্ধনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে। "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥ উঃ নীঃ সম্ভোগ। ৪।" এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদির নিষেবণে পশুবৎ আচরণাদির স্থান নাই। "পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ"-ইতি আনন্দচন্দ্রিকা টীকা। শ্লোকোক্ত "আনুকূল্য" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—এই সম্ভোগে নায়কের পক্ষে নায়িকার সুখতাৎপর্য্যমূলক আচরণ এবং নায়িকার পক্ষে নায়কের সুখতাৎপর্য্যমূলক আচরণ; স্ব-সুখতাৎপর্য্যাত্মক আচরণ কাহারও নাই। "আনুকূল্যাৎ পরস্পর-সুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ।—স্বানুকূল্যে ব্যাখ্যেয়ে ব্যাবৃত্ত্যভাবাৎ। তেন চ নিঃশেষচ্যুত-চন্দনেত্যাদৌ প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।"—ইতি আনন্দচন্দ্রিকা। নায়ক-নায়িকার মধ্যে স্বসুখ-তাৎপর্য্যাত্মক কোনও বাসনাদি নাই বলিয়া ইহা যে প্রাকৃত কামময় সম্ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌বস্তু, তাহাও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বাস্তবিক এই প্রকরণে যে সম্ভোগাদির কথা বলা হইতেছে, তাহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে নহে—আত্মারাম শ্রীভগবান্ এবং তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির সারভূতা মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধেই।

সম্ভোগ দুই রকমের—গৌণ সম্ভোগ ও মুখ্য সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ—জাগ্রদবস্থাতেই হয়; ইহা চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগের পরে যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ; মানের পরের সম্ভোগ—সঙ্কীর্ণ; কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের পরের সম্ভোগ—সম্পন্ন এবং সুদূর-প্রবাসের পরের সম্ভোগ—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। কেহ কেহ বলেন, প্রেমবৈচিত্ত্যের পরেও কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর প্রবাসের পরের সম্ভোগের মত সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইয়া থাকে।

যে সম্ভোগে (পূর্ব্বরাগের পরে প্রথম মিলনে) লজ্জা, ভয়, অসহিষ্ণুতাদি-বশতঃ ভোগাঙ্গ সকল অল্প মাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।**

মানের পরে মিলন হইলে, নায়ক যে পূর্ব্বে বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, কিম্বা তাহাকে (নায়িকাকে) বঞ্চনাদি করিয়াছে (যে জন্য মান হইয়াছিল), তাহা নায়িকার স্মরণপথে উদিত হওয়ায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ভোগাঙ্গ সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) হয়; ঐরূপ ভোগে অবিমিশ্র আনন্দ থাকে না, আনন্দের সঙ্গে নায়কের পূর্ব্বাচরণ-জনিত দুঃখও মিশ্রিত থাকে। অথচ এই আনন্দও ত্যাগ করা যায় না—ইহা তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত। এইরূপ সম্ভোগকে **সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ** বলে।

প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয়, তাহার নাম **সম্পন্ন-সম্ভোগ।** প্রবাস হইতে আগমন দুই রকমে হইতে পারে; প্রথমতঃ, আগতি অর্থাৎ সাধারণ লোকের ন্যায় পদব্রজে বা যানারোহণে চলিয়া আসা। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদুর্ভাব, অর্থাৎ রূঢ়-ভাবের পরাক্রমে, বিরহ-বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সাক্ষাতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হওয়া—লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন নহে।

পরাধীনত্ব-বশতঃ নায়ক নায়িকার পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে অথবা তাহাদের পরস্পরের দর্শন দুর্ল্লভ হইলে এমতাবস্থায় মিলনে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ, তাহাকে **সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ** বলে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের সম্ভোগ অপেক্ষা অনেক বেশী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত সম্ভোগ হইয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

গৌণ-সম্ভোগ—স্বপ্নে হইয়া থাকে। স্বপ্নে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে গৌণ সম্ভোগ। এই স্বপ্ন প্রাকৃত জীবের ন্যায় রজো-গুণ-বৃত্তিজনিত স্বপ্ন নহে, ইহা প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত একটী অবস্থাবিশেষ।

উক্ত সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগের বিশেষ ক্রিয়া এই:—দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনা-জলকেলি, নৌখেলা, লীলাদ্বারা চৌর্য্য, ঘট্ট, কুঞ্জে লুক্কায়ন, মধুপান, স্ত্রীবেশ-ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

বিপ্রলম্ভ—প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত-অবস্থায়, কিম্বা মিলনের পরে নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায়, পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে প্রবল উৎকণ্ঠাবশতঃ যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে; এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক হয়। "যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥ স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥ উঃ নীঃ শৃঙ্গার। ৬॥"

ব্রজসুন্দরীদিগের এই বিপ্রলম্ভ-ভাব যখন তদুচিত বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তখন ইহা বিপ্রলম্ভরসে পরিণত হয়।

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান। | প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে—বিপ্রলম্ভ বিয়োগাত্মক; বিয়োগ কেবল দুঃখময় হওয়ারই সম্ভাবনা; সুতরাং ইহা কিরূপে আস্বাদ্য-রসরূপে পরিণত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই—সুখময়-সম্ভোগের পুষ্টিসাধক বলিয়াই ইহাকে রস বলা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ অবস্থায়, মিলনের জন্য প্রবল-উৎকণ্ঠা জন্মে; বিপ্রলম্ভের দীর্ঘতায় মিলনোৎকণ্ঠারও তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তীব্র উৎকণ্ঠার পরে যদি মিলন হয়, তাহা হইলে ঐ মিলন অত্যন্ত সুখদায়ক হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টিই হয় না। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে॥ উঃ নীঃ শৃঃ। ৪॥" এজন্যই বিপ্রলম্ভকে "সম্ভোগোন্নতিকারকঃ" বলা হইয়াছে; এবং এজন্যই ইহাকে রসও বলা হইয়াছে। কিন্তু সম্ভোগের পুষ্টিকারক বলিয়া বিপ্রলম্ভ রসের হেতু-মাত্র হইতে পারে, স্বয় কিরূপে রস হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়—ইহা কেবল রসের পুষ্টিকারক-মাত্র নহে; ইহা নিজেও আস্বাদ্য—সুতরাং রস। প্রেম-স্নেহাদি স্থায়িভাবযুক্ত নায়ক-নায়িকার বিপ্রলম্ভ-কালে প্রবলোৎকণ্ঠার সহিত পরস্পরের স্মরণাদির প্রভাবে স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবাদির ফলে, কায়িক, মানসিক এবং চাক্ষুষ আলিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদি সংঘটিত হইয়া থাকে; ইহার ফলে এই বিপ্রলম্ভও বিবিধ আনন্দ-চমৎকারিতাময় হইয়া থাকে বলিয়া ইহা আস্বাদনীয়—সুতরাং রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। "রতি প্রেম-স্নেহাদি-স্থায়িভাববতোর্নায়কয়োর্মিথঃ স্মরণ-স্ফূর্ত্ত্যাবির্ভাবৈ র্মানস-চাক্ষুষ-কায়িকালিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদীনাং প্রত্যুত নিরবধি-চমৎকারসমর্পকত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব।"—আনন্দচন্দ্রিকা। এজন্যই কোনও কোনও অনুভবশীল রসিক-ভক্ত বলিয়া থাকেন—সঙ্গম ও বিরহের মধ্যে বিরহই বরং কাম্য; কারণ, সঙ্গমে কেবল এক মূর্ত্তিতেই প্রণয়নীকে (বা প্রণয়ীকে) পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহে যে দিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই—ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই—প্রেমময়ীকে (বা প্রেমময়কে) অনুভব করা যায়। "সঙ্গমবিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে। আনন্দচন্দ্রিকাধৃতবচন।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—বিপ্রলম্ভে স্ফূর্ত্তি-আবির্ভাবাদি সুখময় বটে, কিন্তু স্ফূর্ত্তি-আবির্ভাবাদি তিরোহিত হইয়া গেলে, তখনতো দুঃসহ বিরহ-পীড়া জন্মিতে পারে? উত্তর—এই বিপ্রলম্ভ প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার বিরহ নহে, ইহা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং, ইহার পীড়াতেও একটা আনন্দ আছে। "হ্লাদিনী-সম্বিদ্বৃত্তিবিশেষত্বেনা-প্রাকৃতত্বাৎ পীড়াপীয়মানন্দরূপৈবেতি। আনন্দচন্দ্রিকা।"

সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ ইত্যাদি—সম্ভোগের আলিঙ্গন, চুম্বনাদি অসংখ্য অঙ্গ আছে; তাহাদের সংখ্যানির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

৪৩। বিপ্রলম্ভ চারি রকমের—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

পূর্ব্বরাগ—নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে, পরস্পরের সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটাদিতে দর্শন, কিম্বা স্বপ্নাদিতে দর্শনের ফলে, কিংবা কাহারও মুখে পরস্পরের রূপগুণাদির কথা শ্রবণের ফলে, পরস্পরের প্রতি যে রতি জন্মে, সেই রতি বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া আস্বাদময়ী হইলে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ উঃ নীঃ পূর্ব্ব। ৫॥"

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি—পূর্ব্বরাগের সঞ্চারীভাব।

প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ ভেদে পূর্ব্বরাগ আবার তিন রকমের।

সমর্থা-রতিস্বরূপকে **প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগ** বলে। লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই সমস্ত প্রৌঢ়ের অনুভাব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমঞ্জসা-রতির স্বরূপকে **সামঞ্জস-পূর্ব্বরাগ** বলে। এই সামঞ্জসে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়।

সাধারণ-প্রায়া রতিকে **সাধারণ-পূর্ব্বরাগ** বলে। ইহাতে অভিলাষ হইতে সবিলাপ উন্মাদ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

মান—পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকা একস্থানে অবস্থিত থাকিলেও তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গনের বা দর্শনাদির বিরোধী যে ভাব, তাহাকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥ উঃ নীঃ মান। ৩১॥"

এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা, গর্ব্ব অসূয়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব হয়।

এস্থলে একটী কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। উজ্জ্বলনীলমণিতে দুই স্থলে মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক, স্থায়িভাব-প্রকরণে; আর বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে।

স্থায়িভাব-প্রকরণে যে মানের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে বিকাশের পথে প্রেমের একটী স্তর। কৃষ্ণরতি গাঢ়ত্ব লাভ করিতে করিতে প্রেমাঙ্কুর হইতে প্রথমে প্রেম, তার পরে স্নেহ, তার পরে মান, তার পরে প্রণয় ইত্যাদি ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তি-হেতু নূতন মাধুর্য্যকে অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৭১॥" এই মান যদি বিস্রম্ভ (সঙ্কোচহীনতাবশতঃ প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মনন) ধারণ করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৭৮॥" এস্থলে দেখা গেল—মানের পরেই প্রণয়, মানেরই ঘনীভূত অবস্থা হইল প্রণয়। আবার স্থল-বিশেষে প্রণয়ের পরে মানের কথাও দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রণয়ের ঘনীভূত অবস্থাই মান, এরূপও কথিত হয়। "জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিন্মানতাং ব্রজেৎ। স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—কৌটিল্যই হইতেছে মানের বিশেষ লক্ষণ; প্রণয়ের আবির্ভাবেই কুটিলতা সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং সাধারণতঃ প্রণয়ের পরেই মানের আবির্ভাব সমীচীন। কিন্তু সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, তদ্রূপ নায়িকাবিশেষের প্রেমও স্বভাবতঃই কুটিলতাময়—কৌটিল্য যেন নায়িকাবিশেষের সহজাত; তাই, হেতু থাকিলেও মান জন্মে, হেতু না থাকিলেও জন্মে। "পূর্ব্বং মানাৎ প্রণয়স্য জন্মোক্তম্। সম্প্রতি তু বিবেকবিশেষমুপলভ্য বৈপরীত্যেন আহ। তত্র যদ্যপি প্রণয়ে জাতে এব কৌটিল্যং সঙ্গচ্ছতে তথাপি নায়িকাবিশেষস্য প্রেমৈব খল্বীদৃশঃ। যদসৌ কৌটিল্যেন সহোৎপদ্যতে। যথোক্তম্। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতীত্য ভিপ্রায়ঃ।" টীকার উপসংহারে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—মান বিস্রম্ভ ধারণ করিয়া প্রণয় হয়, অর্থাৎ মান-নামক ভাব হইতেই প্রণয়-নামক ভাবের উদ্ভব—একথা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামীর নিজস্ব অভিমত। "কিন্তু মানো দধানো বিস্রম্ভমিতি যৎ প্রথমমুক্তং তদেব মতং নিজমিতি লক্ষ্যতে।" বুঝা যাইতেছে, প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্যের প্রতিই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রাধান্য দিয়াছেন।

আর, বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে যে মানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"দম্পত্যোর্ভাব একত্র"-ইত্যাদি প্রমাণে। এই মান বিকাশের পথে প্রেমের একটি স্তর নহে; ইহা হইতেছে বিপ্রলম্ভ রসের একটী বৈচিত্র্য, সুতরাং রসের একটী বৈচিত্রী। এই মানের প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্॥ উঃ নীঃ মান। ৩২।—প্রণয়ই হইতেছে এই মানের উত্তম আশ্রয়।" অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে প্রণয়-নামক প্রেমস্তর বিকশিত হইয়াছে, বিপ্রলম্ভে তাঁহার মানই সুশোভন হয়। টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"প্রণয় এব পদমাশ্রয়ঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্যথা সঙ্কোচঃ স্যাৎ। যত্র মানাখ্যো ভাবঃ পূর্ব্বং পাশ্চাত্তু প্রণয়ো ভাবপ্রকরণোক্ত্যানুসারেণ লভ্যতে। অত্র চ মানাখ্যোঽয়ং রসঃ প্রণয়াৎ পূর্ব্বং ন ভবতি প্রণয়ং বিনা তদ্ব্যক্তৌ শোভনানুপপত্তেঃ।” প্রণয় না জন্মিলে, সঙ্কোচ থাকিলে, বিপ্রলম্ভের মান শোভন হয় না। এই সঙ্কোচের অভাব প্রণয়ের পূর্ব্বে হয় না; তাই প্রণয়ই হইতেছে এই বিপ্রলম্ভ-মানের উত্তম আশ্রয়। বিপ্রলম্ভের মান হইতেছে—রস। অত্র চ মানাখ্যোঽয়ং রসঃ।

বিপ্রলম্ভের বৈচিত্রীবিশেষ মানকে শ্রীজীব রস বলিয়াছেন; কিন্তু স্থায়ী ভাবই বিভাব-অনুভাবাদির যোগে রসে পরিণত হয়। যে স্থায়ী ভাব মান বিপ্রলম্ভে মান-রসে পরিণত হয়, উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—তাহার উত্তম আশ্রয় হইতেছে প্রণয় অর্থাৎ প্রণয়ের পরেই যে মানের উদ্ভব, তাহাই এস্থলে স্বীকার করা হইল। এবং টীকায় ইহার হেতুরূপে শ্রীজীব বলিয়াছেন—প্রণয় না জন্মিলে সঙ্কোচের অভাব হয় না; সঙ্কোচ থাকিলে মান শোভন হয় না। স্নেহের পরবর্ত্তী এবং প্রণয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মানে প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ নায়িকা-বিশেষের কৌটিল্য জন্মিতে পারে—সুতরাং তিনি মানবতীও হইতে পারেন; কিন্তু প্রণয়ের অভাবে তাঁহার সঙ্কোচ দূরীভূত না হইতেও পারে; সুতরাং তাঁহার মান সুশোভন (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক) না হইতেও পারে। বস্তুতঃ এই দুই পর্য্যায়স্থিত মানের স্বরূপও বিভিন্ন; স্নেহের পরেই যে মান, তাহাতে সঙ্কোচাভাব থাকিতে পারে না; কারণ, সঙ্কোচের অভাব প্রণয়ের লক্ষণ। শ্রীবৃহদ্‌-ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়—দ্বারকায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী নববৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের প্রতিমূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ ব্রজাঙ্গনা মনে করিয়া ব্রজভাবে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের সহিত প্রণয়-গর্ভ আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সত্যভামাদি দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিয়া সত্যভামা মানবতী হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সত্যভামার মানের কথা জানিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; তাঁহার আদেশে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহসিনী না হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে গোপীদের প্রেমের উৎকর্ষ এবং মহিষীদিগের প্রেমের অপকর্ষ বর্ণন করিয়া মানবতী হইয়াছেন বলিয়া সত্যভামাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদ্ধবের ইঙ্গিতে সত্যভামাদি মহিষীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। (বৃহদ্ভাগবতামৃত।১। সপ্তম অধ্যায়)। সত্যভামার এই মানে বিস্রম্ভাত্মক প্রণয়ের বিকাশ দেখা যায় না; প্রণয়ের বিকাশ থাকিলে, এই মান যদি প্রণয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে মানিনী সত্যভামার এইরূপ সঙ্কোচ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভীতি দেখা যাইত না—শ্রীকৃষ্ণের রোষমূলক আদেশ মাত্রেই মানিনী সত্যভামা স্বীয় গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিতেন না, শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করার নিমিত্ত তাঁহার চরণে পতিত হইতেন না, শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না। সত্যভামার এই মানের ভিত্তি স্নেহমাত্র—প্রণয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রজের কৃষ্ণকান্তাগণের মানে, কোনওরূপ সঙ্কোচ দেখা যায় না; আর মানের জন্য শ্রীকৃষ্ণও কোনও গোপীকে তিরস্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। তিরস্কার করাতো দূরের কথা, কখনও একটু রুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াও শুনা যায় না। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রজসুন্দরী-দিগের মান প্রণয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাই তাহাতে বিস্রম্ভ—সঙ্কোচ ও গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভীতিভাবের অভাব। তাই উজ্জ্বলনীলমণিতে “দম্পত্যোর্ভাব একত্র”—ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত মানের লক্ষণ ব্যক্ত করার পরেই বলা হইয়াছে—“অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্। মান। ৩২।—প্রণয়ই এই মানের উত্তমপদ বা আশ্রয়।” যেখানে প্রণয়, সেখানেই এই মান সম্ভব—প্রণয়ই এই মানের ভিত্তি। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রণয় যেমন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া মহাভাবে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রণয়োত্থ মানও তদনুরূপ এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে—উৎকর্ষ-প্রাপ্ত প্রণয় বলিয়া মানকে যখন প্রণয়েরই একটা বৈচিত্রী বা বিলাস বলিয়া মনে করা যায়, তখন—প্রণয় যখন মহাভাবে পরিণত হয়, তখন—সেই চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত (অর্থাৎ মহাভাবোত্থ) মানকে মহাভাবেরই একটা বৈচিত্রী বা বিলাস বলিয়া মনে করা যায়; এবং মহাভাব নিজে “বরামৃতস্বরূপশ্রী—পরমতম আস্বাদ্য” বলিয়া এবং মহাভাবতো-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগের মন এবং সমস্ত মনোবৃত্তিকেই স্ব-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায় বলিয়া—ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবের বিলাসবিশেষ যে মান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অত্যন্ত আনন্দদায়ক, আস্বাদন-চমৎকৃতি-জনক হইয়া থাকে এবং এজন্তই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আলোচ্য পয়ারে এই মানকে শৃঙ্গার-রসেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গেল ব্রজসুন্দরীদিগের মানের বৈশিষ্ট্যের কথা। ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে আবার শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রণয় চরমতম উৎকর্ষ লাভ করিয়া মাদনাখ্য মহাভাব নামে খ্যাত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধার প্রণয়োত্থ মান হইবে--মাদনাখ্য-মহাভাবোত্থ মান, মাদনাখ্য-মহাভাবেরই বিলাস-বিশেষ; তাই ইহাতে সঙ্কোচ বা গৌরববুদ্ধির আভাসমাত্রও নাই এবং তাহা নাই বলিয়াই "দেহি পদপল্লবমুদারম্"—বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মানবতী শ্রীরাধার রাতুল চরণযুগলে কাতর-নয়নে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও মানিনী ভানুনন্দিনী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই।

যাহাহউক, মান দুই রকমের—সহেতু ও নির্হেতু।

ঈর্ষ্যাই মানের হেতু। কান্ত কর্তৃক বিপক্ষ-নায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইলে, কিম্বা কান্তের কোনও কর্ম্ম, কথা বা চিহ্নাদিদ্বারা বিপক্ষ-নায়িকার প্রতি তাঁহার কোনও রূপ অনুরাগ লক্ষিত হইলে, নায়িকার ঈর্ষ্যারূপ ভাবের উদয় হয়; এই ঈর্ষ্যা প্রণয়-প্রধান হইয়া মান উৎপাদন করে। ইহাই **সহেতু মান**। ইহাকে **ঈর্ষ্যা-মান**ও বলে।

প্রণয়ের পূর্ব্বকথিতরূপ পরিপাক বশতঃ, বিনাকারণেই, অথবা সামান্য-কারণাভাসেই যে মানের উদয় হয়, তাহাকে **নির্হেতু মান** বলে। ইহাকে **প্রণয়-মান** বলে। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

প্রেম-বৈচিত্ত্য—প্রেমের উৎকর্ষ-বশতঃ প্রিয়-ব্যক্তির নিকটে থাকিয়াও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে যে পীড়ার অনুভব, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ উ, নী, বিপ্রলম্ভ। ৫৭॥"

উদাহরণ—শ্রীমতীর সাক্ষাতেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন। নিকটে মধুমঙ্গলও আছেন। শ্রীমতীর মুখের সৌরভে লুব্ধ হইয়া মুখের উপর ভ্রমর উড়িয়া পড়িতেছে। শ্রীরাধা ব্যস্ততার সহিত ভ্রমর তাড়াইতেছেন। এমন সময়ে ভ্রমরের গমন সূচনা করিয়া মধুমঙ্গল বলিয়া উঠিলেন—"মধুসূদন চলিয়া গিয়াছে।" মধুসূদন-শব্দে ভ্রমরকে বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝায়। কিন্তু শ্রীমতীর মন বুদ্ধি সমস্তই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদির চিন্তায় নিয়োজিত, (কেবল যন্ত্রের মতই হাতের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইতেছিলেন)। তাই মধুমঙ্গলের কথায় তিনি মনে করিলেন—বুঝি মধুসূদন-শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পূর্ব্ববৎ তাঁহার সাক্ষাতেই আছেন, তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ইহাই প্রেমবৈচিত্ত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতেই আছেন, অথচ শ্রীমতী তাঁহাকে দেখিতেছেন না? ইহা অসম্ভব নহে। অনুরাগের উৎকর্ষ-বশতঃ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির চিন্তায় মন এতই নিবিষ্ট হয় যে, মন তখন আর ঐ রূপ-গুণাতীত অন্য কোনও বস্তুতেই নিয়োজিত হইতে পারে না। ইহা একাগ্রতার চরম-পরিণতির ফল। তাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখভাগে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার শরীরের উপরে নয়নপাত হওয়া সত্ত্বেও, মন নয়নের অনুগামী না হওয়ায়, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না।

বৈচিত্ত্য—বিচিত্ততা, অন্যমনস্কতা; প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমজনিত বিচিত্ততা; প্রেমের গাঢ়তা বশতঃ প্রিয়ের সম্বন্ধীয় কোনও একটী বিষয়ে চিত্তের কেন্দ্রীভূততাবশতঃ অন্যান্য বিষয়ে অমনস্কতা।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

প্রবাস—পূর্ব্বে যাহাদের মিলন হইয়াছে, এইরূপ নায়ক-নায়িকার যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান, তাহারই নাম প্রবাস। "পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥ উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ।৬০॥" এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে, হর্ষ, গর্ব্ব, মত্ততা এবং লজ্জা ব্যতীত শৃঙ্গার-যোগ্য সমস্ত ব্যভিচারী

রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস' 'মানে'। | 'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবই দৃষ্ট হয়। চিন্তা, জাগর্য্যা, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যু এই দশটী দশা ঘটিয়া থাকে।

বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক-ভেদে প্রবাস দুই রকমের। স্ব-দর্শনের দ্বারা, নিজের পালনীয় গো-সমূহের কি বৃন্দাবনস্থ পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদির—কিম্বা প্রেমদান, পালন ও মনোবাসনাদি পূর্ণ করিয়া অপর কোনও ভক্তের—আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর ভেদে আবার বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস দুই রকমের। ভাবী (ভবিষ্যৎ), ভবন্ (বর্ত্তমান) এবং ভূত (অতীত) ভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাস (মথুরা-গমনাদি) আবার তিন রকমের।

যে ঘটনার উপর নায়ক-নায়িকার নিজেদের কোনও আধিপত্য নাই, যাহা নিজেদের অপ্রত্যাশিত ভাবেই পরের দ্বারা সংঘটিত হয়, এইরূপ প্রবাসকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবাস বলে। যেমন শঙ্খচূড়কর্ত্তৃক শ্রীমতীর অপসারণজাত বিপ্রলম্ভ।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

মথুরা-গমনজাত বিপ্রলম্ভ কেবল প্রকট-লীলাতেই সম্ভব। অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-লীলা নাই। অপ্রকট-প্রকাশে দ্বারকা, মথুরা এবং ব্রজ—এই তিন ধামেই তিন স্বরূপে তিনি যুগপৎ লীলা করিয়া থাকেন। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৪৪। **রাধিকাদ্যে**—শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগে।

প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত; স্পষ্টরূপে বর্ণিত।

শ্রীদশমে—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে।

রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে, শ্রীরাধিকাদি-ব্রজসুন্দরীদিগের পূর্ব্বরাগ, প্রবাস এবং মান স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে; এবং ঐ দশমস্কন্ধেই মহিষীবর্গের প্রেমবৈচিত্ত্যও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

মহিষীদিগের প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণ-স্বরূপে দশমস্কন্ধ হইতে "কুররি বিলপসি" ইত্যাদি শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধিকাদির পূর্ব্বরাগ, প্রবাস ও মান সম্বন্ধে কোনও উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই। নিম্নে দু' একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে:—

দশমস্কন্ধের ২২শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় লিখিত আছে যে, ২১শ অধ্যায়ে বিবাহিত ব্রজসুন্দরী-দিগের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন করিয়া ২২শ অধ্যায়ে কুমারীদিগের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনা করিতেছেন। "এবং প্রায়ো ব্রজান্তরাদা-গতানাং ব্যূঢ়ানাং পূর্ব্বানুরাগং শরৎপ্রসঙ্গে বর্ণয়িত্বা হেমন্ত-প্রসঙ্গে কুমারীণাং পূর্ব্বানুরাগ-প্রক্রিয়ামাহ হেমন্ত ইত্যাদিনা।" নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটীতেও পূর্ব্বরাগ সূচিত হইতেছে:—"তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥ শ্রীভা, ১০।২১।৩॥—কৃষ্ণের সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মনে মনোভবের উদয় হইল; তাহাতে কেহ কেহ পরোক্ষে আপন সখীদিগের নিকটে তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।" "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ ১০।২২।৪—হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধীশ্বরি, হে দেবি, নন্দ-গোপের পুত্রকে আমাদের পতি করিয়া দিউন—আপনাকে নমস্কার করি।" শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধের টীকা-স্বরূপ; তাহার পঞ্চদশ পূরণে, শ্রীরাধিকার পূর্ব্বানুরাগ স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনাদি-জনিত প্রবাস, দশমস্কন্ধের ৩৯শ অধ্যায়াদিতে বর্ণিত আছে। ৩৫শ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের বনগমন-জনিত প্রবাসের উল্লেখ আছে;—"গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে

তথাহি (ভাঃ ১০।৯০।১৫)—
কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বপিতি ত্বং তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী বিলপসি ন শেষে ন স্বপিষি তদনুচিতমিত্যর্থঃ। অথবা নাপরাধ স্তবাপীত্যাশয়েনাহুঃ নলিন-নয়নস্য হাসেন সহিতং উদারং যল্লীলেক্ষিতং তেন কচ্চিদ্গাঢ়ং নির্বিদ্ধচেতাস্ত্বমিতি॥ স্বামী ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তমনুদ্রুতচেতসঃ। কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১০।৩৫।১—ব্রজাঙ্গনাদিগের নিশাভাগ, কৃষ্ণসহ বিহারে পরম সুখে অতিবাহিত হইত; কিন্তু দিবাভাগে তিনি বনে গমন করিলে গোপীদিগের চিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা কীর্ত্তন করিয়া করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেন।" নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্রজসুন্দরীদিগের মানের উল্লেখ পাওয়া যায়—"এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি। ১০।২৯।৪৭॥ তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯.৪৮॥"

শ্লো। ২১। অন্বয়। কুররি (হে কুররি)! ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর—আমাদের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ) জগতি (জগতে—কোনও স্থানে) গুপ্তবোধঃ (গুপ্তভাবে) রাত্র্যাং (রাত্রিকালে) স্বপিতি (ঘুমাইতেছেন); ত্বং (তুমি) বীতনিদ্রা (বিগতনিদ্রা হইয়া) বিলপসি (বিলাপ করিতেছ) ন শেষে (শয়ন করিতেছ না, ঘুমাইতেছ না); সখি! (হে সখি)! বয়ম্ ইব (আমাদেরই ন্যায়) কচ্চিৎ (কখনও কি) নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন (কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষদ্বারা) গাঢ়নির্বিদ্ধচেতাঃ (গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ)?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচিত্তা হইয়া প্রেমবৈবশ্য হেতু বিরহ-স্ফূর্ত্তিবশতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে প্রেমবিহ্বলতার সহিত কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—হে কুররি! আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ জগতের কোনও নিভৃতস্থলে গুপ্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন; আর তুমি নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ—শয়ন করিতেছ না। (ইহা তোমার অনুচিত, তোমার বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে; অথবা তোমার বিলাপের বোধ হয় কারণ আছে; আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) হে সখি! আমাদেরই ন্যায় তুমিও কি কখনও কমল-নয়ন-শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষদ্বারা গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ? ২১

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের প্রেম-বৈচিত্ত্যের একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতেছেন; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষ-হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা মহিষীদিগের চিত্ত সম্যক্রূপে হরণ করিলেন; তাঁহাদের চিত্তও সম্যক্রূপে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হইয়া গেল, নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটেই আছেন, তথাপি ধ্যানমগ্নচিত্তে ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থানের পরে তাঁহাদের মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকটে নাই, যেন তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার নিদ্রাসুখের কথা ভাবিয়া একটু যেন তৃপ্তিও পাইতেছিলেন। এমন সময় একটী কুররী ডাকিয়া উঠিল, কুররীর ডাক শুনিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইল—কুররীর ডাকে পাছে বা প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে তিনি তাঁহার নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন! তাই তাঁহারা কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কুররি! শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামসুখ অনুভবের নিমিত্ত নিদ্রিত হইয়াছেন—পাছে কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার নিদ্রার

ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। | নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যাঘাত জন্মায়, তাই বোধ হয় তিনি **গুপ্তবোধঃ**—অপরের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিয়া গুপ্তভাবে শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তুমি যে নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ, ইহাতে তো তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তুমি **ন শেষে**—শুইতেও যাইতেছ না, তুমি কি সারারাত্রি ভরিয়াই বিলাপ করিবে? সারারাত্রির মধ্যেই কি তাঁহাকে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে দিবে না? তবে কি বীতনিদ্র হইয়া সারারাত্রি বিলাপ করার কোনও হেতু তোমার আছে? তাই বোধ হয় আছে—বোধ হয়, তোমারও আমাদের মতনই অবস্থা হইয়াছে। ভুবন-মোহন কটাক্ষদ্বারা আমাদের চিত্তকে হরণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন চলিয়া গিয়াছেন, তোমার সম্বন্ধেও কি তিনি তাহাই করিয়াছেন? তাই কি তুমি তাঁহারই বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বীতনিদ্র হইয়া বিলাপ করিতেছ? (বস্তুতঃ, কুররী তাহার অভ্যাসমত যথাসময়েই রাত্রিতে ডাকিতেছিল; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসম্বন্ধে সকলকেই নিজেদেরই ভাবাপন্ন মনে করেন; তাই মহিষীগণ কুররীর সহজ অভ্যাসের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করিলেন, তাঁহাদেরই মতন শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখে ব্যথিত হইয়া কুররী বিলাপ করিতেছে। কুররীও তাঁহাদেরই ন্যায় একই কারণে মনঃপীড়া পাইতেছে মনে করিয়া কুররীর প্রতি তাঁহাদের চিত্তে সখিত্বের ভাবই জাগ্রত হইল; তাই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন) আচ্ছা সখি! বল দেখি, কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত সলীল-কটাক্ষ দ্বারা কখনও কি তোমার চিত্ত নিবিড়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল? নতুবা, তুমি তাঁহার জন্য এত করুণ ভাবে বিলাপ করিতেছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকা সত্ত্বেও মহিষীদের চিত্তে তাঁহার বিরহের স্ফূর্ত্তি—ইহাই তাঁহাদের প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ।

৪৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৫। শান্তাদি পাঁচটী রসের মধ্যে মধুর-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া, মধুর-রসের অন্তর্গত নানাবিধ ভেদ দেখাইয়াছেন। এই সকল ভেদ দেখাইতে গিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গে মহিষী-আদির উল্লেখও প্রসঙ্গক্রমে করা হইয়াছে; মহিষী-সম্বন্ধীয় উদাহরণও উদ্ধৃত হইয়াছে (কুররী বিলপসি ত্বং ইত্যাদি)। তাহাতে হয়ত কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, মহিষীদিগের মধুরভাবও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ সন্দেহের নিরসনের নিমিত্তই এই পয়ারে বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ইত্যাদি। এই পয়ারের মর্ম্ম এই যে, ব্রজ-দ্বারকা-মথুরাদি শ্রীকৃষ্ণের যত ধাম আছে, তাহাদের সকল ধামে মধুররস থাকিলেও জাতির ও পরিমাণের উৎকর্ষ-বশতঃ ব্রজের মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদিজনিত মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যে আবার নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার সহিত নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদিজনিত মধুর-রসই চরমশ্রেষ্ঠ।

নায়ক ও নায়িকা—এই উভয়ের ভাবোৎকর্ষের উপরেই মিলন-জাত আনন্দ-চমৎকারিতাদির উৎকর্ষ নির্ভর করে। তাই, ব্রজের মধুর-রসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই এই পয়ারে বলিতেছেন—ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি যত যত ধামে শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-রূপে লীলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপ নায়কই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ব্রজেন্দ্র-নন্দন অন্যান্য ধামের নায়কদিগের শিরোরত্নস্বরূপ। আর ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি ধামে তাঁহার স্বরূপ-শক্তি যে যে নায়িকারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের-মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি সমস্ত নায়িকাদের শিরোরত্নস্বরূপ—সমস্ত নায়িকার মধ্যে তিনিই ঠাকুরাণী। এজন্যই এতদুভয়ের মিলনাদি-জাত মধুর-রসও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।১)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥ ২২

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ২৩

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ॥ ৪৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।১১)

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥ ২৪
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥ ২৫
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥ ২৬
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥ ২৭
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ ২৮
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ ২৯
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং শ্রীভাগবতবচনাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বনায়কানাং শ্রেষ্ঠঃ। যত্র শ্রীকৃষ্ণে নিত্যতয়া অপ্রচ্যুতপরিপূর্ণরূপেণ ইত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ২২॥

অথ তদ্গুণা ইতি গুণা দ্বেধা নিরূপ্যন্তে প্রধানত্বেনোপসর্জ্জনত্বেন চ কশ্চিৎ সুরম্যাঙ্গত্বমিত্যাদিনা চেতি যত্র প্রথমেন নিরূপ্যন্তে তত্র তেষামুদ্দীপনত্বং যত্র দ্বিতীয়েন তত্রালম্বনত্বম্। তদেবং যত্রালম্বনপ্রকরণে দ্বিতীয়েনৈবাহ অয়মিতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ॥ শ্রীজীব॥ ২৪-৩০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২২। অন্বয়। স্বয়ং ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) কৃষ্ণঃ তু (শ্রীকৃষ্ণই) নায়কানাং (নায়কদিগের) শিরোরত্নং (শিরোরত্নতুল্য); যত্র (যাঁহাতে—যে শ্রীকৃষ্ণে) সর্ব্বে (সমস্ত) মহাগুণাঃ (মহাগুণরাশি) নিত্যতয়া (নিত্যরূপে) বিরাজন্তে (বিরাজিত আছে)।

অনুবাদ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কদিগের শিরোরত্নতুল্য (নায়কদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ); যেহেতু, তাঁহাতে সমস্ত মহাগুণরাশি নিত্যরূপে বিরাজিত। ২২

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২); সুতরাং যাঁহার মধ্যে মাধুর্য্যের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া তাঁহার মধ্যেই মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ—সমস্ত মহাগুণরাশি—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি—তাঁহাতেই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিই নায়কোচিত গুণ; শ্রীকৃষ্ণে এসমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া—সুতরাং তাঁহাতেই রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণই নায়কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

এই শ্লোক ৪৫-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে নায়িকাদিগের মধ্যে শ্রীরাধাই যে নায়ক-শ্রেষ্ঠ-শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু, সুতরাং শ্রীরাধাই যে নায়িকাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইল। ৪৫-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। নায়কগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গুন অনন্ত—অসংখ্য। অসংখ্য গুণের মধ্যে চৌষট্টিটী প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের এক একটী গুণের কথা শুনিলেই আনন্দ-চমৎকারিতায় ভক্তদের কর্ণ শীতল হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২-শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত মহাগুণরাশি শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজমান; এসমস্ত গুণ অসংখ্য বলিয়া সকলের উল্লেখ অসম্ভব; মাত্র চৌষট্টিটীর উল্লেখ করিতেছেন—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে। বলা বাহুল্য এসমস্তই নায়কোচিত গুণ; এসমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি নায়ক-শিরোমণি।

শ্লো। ২৪-৩০। অন্বয়। এই কয়টী শ্লোকের অন্বয় খুব সহজ বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

অনুবাদ। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—(১) সুরম্যাঙ্গ, অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয়; (২) সমস্ত সল্লক্ষণযুক্ত। [শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ—গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ—এই সাত স্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন—এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু—এই পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব—এই পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। এই বত্রিশটী সল্লক্ষণ গুণোত্থ; এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে রেখাময়-চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের বামপদে অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, মধ্যমা-মূলে অম্বর, এই উভয়ের নীচে জ্যা-হীন ধনু, ধনুর নীচে গোষ্পদ, গোষ্পদের নীচে ত্রিকোণ, তাহার চতুর্দ্দিকে চারিটী (বা তিনটী) কলস, ত্রিকোণতলে অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রের অগ্রভাগ দুইটী ত্রিকোণের কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিয়াছে); অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে মৎস্য। এই আটটী চিহ্ন বামপদে। আর দক্ষিণপদে এগারটী চিহ্নঃ—অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমামূলে পদ্ম, পদ্মের নীচে ধ্বজা, কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশের নীচে বজ্র, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যব, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিভাগ হইতে চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুঞ্চিত ঊর্দ্ধরেখা, চক্রতলে ছত্র, অর্দ্ধচরণতলে চারিদিকে অবস্থিত চারিটী স্বস্তিকচিহ্ন; স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটী জম্বুফল; স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণ।] (৩) রুচির—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে নয়নের আনন্দ জন্মে; (৪) তেজসান্বিত—তেজোরাশিযুক্ত এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত; (৫) বলীয়ান্—অতিশয় বলশালী; (৬) বয়সান্বিত—নানাবিধ বিলাসময় নবকিশোর; (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত; (৮) সত্যবাক্য—যাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না; (৯) প্রিয়ংবদ—অপরাধীকেও যিনি প্রিয় বাক্য বলেন; (১০) বাবদূক—যাঁহার বাক্য শ্রুতিপ্রিয় এবং রস-ভাবাদিযুক্ত; (১১) সুপণ্ডিত—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ; (১২) বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী; (১৩) প্রতিভান্বিত—সদ্য নব-নবোল্লেখি-জ্ঞানযুক্ত; নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সমর্থ। (১৪) বিদগ্ধ—চৌষট্টি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ; (১৫) চতুর—এক সময়ে বহু কার্য্য-সাধনে সমর্থ; (১৬) দক্ষ—দুষ্কর কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে সমর্থ; (১৭) কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদির বিষয় যিনি জানিতে পারেন; (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য; (১৯) দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ—যিনি দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কাজ করিতে নিপুণ; (২০) শাস্ত্রচক্ষু—যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন; (২১) শুচি—পাপনাশক ও দোষ-বর্জ্জিত; (২২) বশী—জিতেন্দ্রিয়; (২৩) স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না; (২৪) দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উপযুক্ত ক্লেশ সহ্য করেন; (২৫) ক্ষমাশীল—যিনি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন; (২৬) গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ; (২৭) ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষোভ-শূন্য; (২৮) সম—রাগদ্বেষ শূন্য; (২৯) বদান্য—দানবীর; (৩০) ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন; (৩১) শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ; (৩২) করুণ—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না; (৩৩) মান্যমানকৃৎ—গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক; (৩৪) দক্ষিণ—সুস্বভাব-বশতঃ কোমল-চরিত; (৩৫) বিনয়ী—ঔদ্ধত্যশূন্য; (৩৬) হ্রীমান্—অন্যকৃত স্তবে, কিম্বা কন্দর্প-কেলির অভাবেও অন্য কর্ত্তৃক নিজের হৃদয়গত স্মর-বিষয়ক ভাব অবগত হইয়াছে—আশঙ্কা করিয়া যিনি নিজের ধৃষ্টতার অভাব-বশতঃ সঙ্কুচিত হন। (৩৭) শরণাগত-পালক; (৩৮) সুখী—যিনি সুখ ভোগ করেন এবং দুঃখের গন্ধও যাহাকে স্পর্শ করিতে

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।১২।১২)
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৩১

তত্রৈব (২।১।১৪০-১৯)—
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥ ৩২
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্বচিদিতি। ভবদনুগৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতম্। অতএব বিন্দুত্বমপি অন্যেষু তু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীজীব ॥ ৩১

অংশেন যথাসম্ভব-স্বাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিগ্রহণাৎ ক্বচিৎ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতার-ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে॥ শ্রীজীব ॥ ৩২

সচ্চিদানন্দেতি। শ্রীভগবৎপক্ষে সচ্চিদানন্দস্বরূপঞ্চ তৎসান্দ্রং বস্তুন্তরাপ্রবেশ্যঞ্চাঙ্গং যস্য স ইতি বিগ্রহঃ। শিবপক্ষে, সচ্চিদানন্দেন শ্রীভগবতা সান্দ্রং তাদাত্ম্যং প্রাপ্তমঙ্গং যস্য সঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারেনা; (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ্—সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্ত সুহৃদ্ দুই রকমের। এক গণ্ডূষ জল বা একপত্র তুলসী যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাঁহার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করেন, ইহাই তাঁহার সুসেব্যত্বের একটী দৃষ্টান্ত। আর নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, ইহা তাঁহার দাসবন্ধুত্বের পরিচায়ক। (৪০) প্রেমবশ্য; (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলের হিতকারী; (৪২) প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুর তাপদায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; (৪৩) কীর্ত্তিমান্—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত; (৪৪) রক্তলোক—সকল লোকের অনুরাগের পাত্র; (৪৫) সাধুসমাশ্রয়—সৎলোকদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা-বশতঃ তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট; (৪৬) নারীগণ-মনোহারী—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিদ্বারা রমণীবৃন্দের চিত্তহরণ করেন যিনি। (৪৭) সর্ব্বারাধ্য; (৪৮) সমৃদ্ধিমান্—অত্যন্ত সম্পৎশালী; (৪৯) বরীয়ান্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ব্রহ্মাশিবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ; (৫০) ঈশ্বর—যিনি স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ এবং যাঁহার আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্যা। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটী গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ; অর্থাৎ সমুদ্র যেমন অসীম, এই পঞ্চাশটী গুণের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণে সেইরূপ অসীমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। ২৪-৩৪ ॥

শ্লো। ৩১। অন্বয়। এতে (এই সকল—পূর্ব্বোক্ত গুণসকল) জীবেষু (জীবগণের মধ্যে) ক্বচিৎ (কাহারও মধ্যে) বসন্তঃ অপি (থাকিলেও) বিন্দুবিন্দুতয়া (বিন্দুবিন্দুমাত্রেই—অতি অল্প পরিমাণেই আছে); তত্র (সেই) পুরুষোত্তমে এব (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই) পরিপূর্ণতয়া (পরিপূর্ণরূপে) ভান্তি (প্রকাশিত)।

অনুবাদ। (এই সমস্ত গুণ সাধারণ জীবে সম্ভব নহে, যাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, সেই সমস্ত) জীবগণের মধ্যে কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও গুণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে—বিন্দু বিন্দু রূপে মাত্র। (সাধারণ জীবে যে সমস্ত গুণ দেখা যায়, তাহা এইসকল গুণের আভাস মাত্র); একমাত্র পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩১

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪-৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যে পঞ্চাশটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "সত্যবাক্য" হইতে আরম্ভ করিয়া "হ্রীমান্" পর্য্যন্ত উনত্রিশটী গুণই শ্রীকৃষ্ণের অনুগৃহীত ভক্তদের মধ্যে যথাসম্ভবরূপে দৃষ্ট হয়। "তদ্ভাব-ভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতিরীতাঃ। যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ॥ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥ ভ, র, সিন্ধু—২।১।১৪৩॥"

(২।২২।৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ৩২-৩৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথোচ্যন্তে ইতি। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদি-শব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। তত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং লক্ষ্মীশে জ্ঞেয়ম্। মহাপুরুষাদ্যবতারকর্ত্তৃত্বাৎ। কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহঃ যস্য ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তন্মাত্রব্যাপিবিগ্রহত্বং মহাপুরুষে। মায়াদ্রষ্টুস্তস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্। যস্যৈক-নিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমিতি॥ অবতারাবলীবীজত্বং পূর্ব্বয়োর্দ্বয়োর্যথাসম্ভবমন্যত্র চ। গতিঃ স্বর্গাদিরূপোঽর্থঃ। স তু ভগবদ্দ্বেষিণাম্ অন্যেন কেনাপি কর্ম্মণা ন সম্ভবতীতি। যথোক্তং গীতাসু। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥ আত্মারামগণাকর্ষিত্বং শ্রীমদ্বিকুণ্ঠাসুতাদাবপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষু প্রসিদ্ধম্। কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি নরলীলাময়ত্বেনৈব তত্তদাবির্ভাবনাৎ। কিঞ্চ অবিচিন্ত্যেতি অবতারেতি চ স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। স্বয়ং ভগবত্ত্বেঽপি জিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। কোটীতি। তানি ব্যাপ্যাপি বৈকুণ্ঠাদি ব্যাপিত্বাৎ হতেতি। মোক্ষভক্তিপর্য্যন্তগতিদাতৃত্বাদদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। সদাস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি মায়াকার্য্যের বশীভূত নহেন), সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ পরচিত্তস্থিত এবং দেশ-কালাদি দ্বারা ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই যিনি জানেন), নিত্য-নূতন (অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও যিনি অননুভূতের মত স্বীয় মাধুর্য্যাদি দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন); সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ (অর্থাৎ যাঁহার আকৃতি চিদানন্দ-ঘন; সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর স্পর্শ পর্য্যন্ত যাহাতে নাই) এবং সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত (অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার সেবা করে) এই পাঁচটী গুণও শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান; শ্রীশিবাদিতে আংশিক ভাবে এই পাঁচটী গুণ বিরাজিত আছে। ৩২-৩৩।

এই শ্লোকে "গিরিশাদিষু"-শব্দের "আদি"-পদে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাকে বুঝাইতেছে (২।২০।২৬০-৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর-কোটি-ব্রহ্মাতেও আংশিকভাবে এই পাঁচটী গুণ আছে; কিন্তু জীবকোটি ব্রহ্মায় এসমস্ত গুণ নাই। এই শ্লোকের "গিরিশ"-শব্দেও ঈশ্বর-কোটি শিবকেই বুঝাইতেছে; ঈশ্বর-কোটি-শিবেই এই পাঁচটী গুণ আছে, জীবকোটি শিবে নাই। কোনও কোনও শাস্ত্রে জীবকোটি-ব্রহ্মার ন্যায় জীবকোটি শিবেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। "ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ॥ ল, ভা, গুণাবতার। ২১॥"—ব্রহ্মার ন্যায় (অর্থাৎ কোনও শাস্ত্র যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ) কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় "শেষের" ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে। ভগবানের অংশ দুই রকম—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ (২।২২।৬)। তন্মধ্যে ভগবানের শয্যারূপ আধার-শক্তি 'শেষ' হইলেন স্বাংশ-ঈশ্বর-কোটি; আর ভূ-ধারণকারী 'শেষ' হইলেন আধারশক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব। তদ্রূপ স্বাংশ-রুদ্র হইলেন ঈশ্বরকোটি; আর সংহার-শক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব হইলেন জীবকোটি রুদ্র। (উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় বলদেববিদ্যাভূষণ)।

শ্লো। ৩৪। **অন্বয়**। অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পরমব্যোমনাথাদীনতিক্রম্য কৃষ্ণস্যৈব বিস্ময়কারিত্বে স্থিতে ভবতু নাম গিরিশাদিষ্বংশেন তত্তদ্গুণত্বম্। কিন্তু সুতরামেব শ্রীকৃষ্ণানুভবিষু ন তেষাং বিস্ময়কারিত্বমিতি ব্যঞ্জিতম্। যথোক্তম্ যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপমিতি চ। শ্রীজীব॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি-পর্য্যন্ত সমস্ত দিব্যসৃষ্টি-কর্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদির মোহন, ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডনাদির শক্তি), কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ (অর্থাৎ যাঁহার শরীর অগণ্য কোটিব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সুতরাং যিনি বিভু), অবতারাবলী-বীজ (অর্থাৎ যাঁহা হইতে অবতার সমূহ প্রকাশ পায়), হতারি-গতি-দায়ক (অর্থাৎ যিনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া মুক্তি দান করেন) এবং আত্মারামগণাকর্ষী (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন)—এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। ৩৪

শ্রীজীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী শ্লোকের শব্দসমূহের তাৎপর্য্য এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীশাদি—লক্ষ্মীশ+আদি। এস্থলে লক্ষ্মীশ-শব্দে লক্ষ্মী-পতি পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণকে বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে মহাপুরুষাদিকেও বুঝাইতেছে। (মহাপুরুষ—মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ)। **অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ**—যে মহতী-শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। পরব্যোমাধিপতিতে এইরূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তি আছে; যেহেতু, তিনি মহাপুরুষাদি অবতারের কর্ত্তা। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ**—কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহ যাঁহার, তিনি কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (মধ্যপদলোপী সমাস)। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহদ্বারা কোটিব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন এবং বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম-সমূহকেও ব্যাপিয়া আছেন। মহাপুরুষ কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়াই অবস্থিত; মহাপুরুষ মায়ার দ্রষ্টা বলিয়া তদুপাধিযুক্ত; তাই তাঁহার পক্ষে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব নয়। **অবতারাবলীবীজম্**—অবতার-সমূহের বীজ বা মূল। শ্রীনারায়ণ মহাপুরুষাদি অবতারের মূল; আবার মহাপুরুষ দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষাদির মূল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সমস্তের বীজ; শ্রীনারায়ণের এবং মহাপুরুষের যথাসম্ভব অবতার-বীজত্ব। **হতারি-গতি-দায়কঃ**—স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগের গতিদায়ক। এ স্থলে গতি অর্থ স্বর্গাদিরূপ গতি; যাহারা ভগবদ্বিদ্বেষী, তাহারাই ভগবানের শত্রু; ভগবানের হস্তে নিহত হইলে তাহাদের পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি—স্বর্গ, সাযুজ্য-মুক্তি-আদি—হইতে পারে, যাহা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনও কর্ম্মদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—ক্রুর-স্বভাব দ্বেষ-পরায়ণ নরাধমদের আমি আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তাহারা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগকে মোক্ষ-ভক্তি-পর্য্যন্ত গতি দিয়া থাকেন (ইহার প্রমাণ—পূতনা, যাহাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়াছিলেন); ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অদ্ভুতত্ব। **আত্মারামগণাকর্ষী**—আত্মারাম মুনিগণের চিত্তপর্য্যন্ত আকর্ষণকারী; শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধাদিতে শ্রীবিকুণ্ঠাসুতাদিরও আত্মারামগণাকর্ষিত্বের কথা জানা যায়। নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই গুণের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; তিনি "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তাসভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥"—উল্লিখিত সমস্ত গুণই পরব্যোমনাথাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অত্যধিকরূপে বিকশিত।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৩৫
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৩৬
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৭
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৩৮

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৪৭

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা-
প্রকরণে (৯)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৩৯
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৪০
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥ ৪১
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশাঃ ॥ ৪২
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বাদ্ভুতেত্যাদিকমুদাহরণে বিবেচনীয়ম্। অতুল্যেত্যাদিদ্বয়ে ষষ্ঠ্যন্তপদার্থো বহুব্রীহিঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। লীলেতি প্রথমঃ। প্রেম্না প্রিয়াণামাধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জন-বিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিতীয়ঃ। বেণুমাধুর্য্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্য্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্যানুভব-বিশেষাৎ প্রৌঢ়িবাদেন আহ ইত্যসাধারণমিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি যদুক্তং তত্তূপলক্ষণমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৭ ॥

চতুর্ভেদা ইতি। তত্র পঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ প্রথমঃ পঞ্চপঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ দ্বিতীয়ঃ ষষ্টিতমপর্য্যন্তস্তৃতীয়ঃ চতুষ্ষষ্টিং পর্য্যন্তশ্চতুর্থ ইতি ভেদো বর্গঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধায়াঃ। সন্ততাশ্রবকেশবেতি বচনে স্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥ শ্রীজীব ॥ পাটবং চাতুর্য্যং বিলাসাশ্চাত্র ভাবহাবাদয়ো হর্ষাদিব্যঞ্জকাঃ স্মিতপুলকবৈস্বর্য্যাদয়শ্চ স্বাভিযোগা জ্ঞেয়াঃ। মহা-ভাবস্য যঃ পরমোৎকর্ষঃ প্রাকট্যাতিশয়স্তেন তর্ষিণী শ্রীকৃষ্ণবিষয়াতিতৃষ্ণাবতী। গুরুভিগুরুজনৈরর্পিতো গুরুঃ পূর্ণঃ স্নেহো যস্যাং সা। সন্ততঃ আশ্রবঃ বচনে স্থিতঃ কেশবো যস্যাঃ সা বচনে স্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৯-৪৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩৫-৩৮। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য (লীলামাধুর্য্য), যিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন (প্রেম-মাধুর্য্য), যাঁহার মুরলীর মধুর কল-কূজন-দ্বারা ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় (বেণু-মাধুর্য্য), এবং যাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর সকলেই বিস্মিত হয়—সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য-এই চারিটী (শ্রীকৃষ্ণের) অসাধারণ গুণ ; এই গুণ-চতুষ্টয় অপর কোনও স্বরূপেই নাই। এইরূপে চারি রকম ভেদে শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণের উল্লেখ করা হইল। ৩৫-৩৮

চারিরকম ভেদ ; যথা—প্রথমতঃ ২৪-৩০ শ্লোকে পঞ্চাশটী, দ্বিতীয়তঃ ৩২-৩৩ শ্লোকে পাঁচটী, তৃতীয়তঃ ৩৪-শ্লোকে পাঁচটী এবং চতুর্থতঃ ৩৫-৩৮ শ্লোকে চারিটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টী গুণ হইল। এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আলম্বন-বিভাবোচিত গুণ ; সুতরাং এই সমস্তই রসের সামগ্রীস্থানীয়।

চতুর্বিধ মাধুর্য্যের আলোচনা ২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪৭। রাধিকাও যে নায়িকাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কতকগুলি অসাধারণ গুণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীরাধিকার গুণও অনন্ত ; তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ সর্ব্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও শ্রীরাধিকার গুণের পরমোৎকর্ষে বশীভূত হইয়া থাকেন।

শ্লো। ৩৯-৪৩। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

নায়ক নায়িকা দুই—রসের 'আলম্বন'। | সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও অসংখ্য অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণ আছে। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণের কথা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। শ্রীরাধিকা (১) মধুরা (সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা-সমূহের এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদির চারুতাযুক্তা) ; (২) নববয়াঃ (নিত্য-কিশোর-বয়সান্বিতা) ; (৩) চলাপাঙ্গা (যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল) ; (৪) উজ্জ্বলস্মিতা (সমুজ্জ্বল মন্দহাসিযুক্তা) ; (৫) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা [যাঁহার পদতলে ও করতলে সৌভাগ্য-সূচক অতি মনোহর রেখাসমূহ আছে। **শ্রীরাধার বামচরণে**—অঙ্গুষ্ঠ মূলে যব, তাহার নীচে চক্র, চক্রের নীচে চন্দ্ররেখাযুক্তা কুসুমমল্লিকা, মধ্যমাতলে কমল, কমলের তলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, মধ্যমার দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যচরণ পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা এবং কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ—এই সাতটী চিহ্ন বাম পদতলে। আর **দক্ষিণ চরণে**—অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, বেদীর নীচে কুণ্ডল, তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণির (পায়ের গোড়ালির) তলে মৎস্য, মৎস্যের উপরে রথ, রথের দুই পার্শ্বে শক্তি ও গদা—এই আটটী চিহ্ন দক্ষিণ পদতলে। দুই চরণে মোট পনরটী চিহ্ন। **শ্রীরাধার বাম-হস্তে**—তর্জ্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার অধোভাগ পর্য্যন্ত পরমায়ুরেখা ; তাহার নীচে করভ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য পর্য্যন্ত অপর একটী রেখা (মধ্য-রেখা) ; অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগে মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া বক্রগতিদ্বারা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আর একটী রেখা—ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত রেখার সঙ্গে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে মিলিত হইয়াছে ; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন ; অনামিকাতলে হস্তী ; পরমায়ুরেখাতলে অশ্ব ; মধ্যরেখাতলে বৃষ ; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ব্যজন, বিল্ববৃক্ষ, যূপ, বাণ, তোমর (শাবল) এবং মালা—এই আঠারটী চিহ্ন বাম-করতলে। আর **দক্ষিণ-করতলে**—বাম করতলের ন্যায় পরমায়ুরেখাদি প্রথম তিনটী রেখা ; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী শঙ্খ ; তর্জ্জনীমূলে চামর ; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকটদ্বয়, ধনুঃ খড়্গ, ভৃঙ্গার—এই সতরটী চিহ্ন দক্ষিণ করতলে। দুই করে ও দুই চরণে মোট পঞ্চাশটী চিহ্ন। এই গুলিকেই চারুসৌভাগ্য-রেখা বলে।] (৬) গন্ধোন্মাদিত-মাধবা—যাঁহার গাত্র-গন্ধের মাধুর্য্যে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন ; (৭) সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা—কোকিল-তুল্য যাঁহার পঞ্চমস্বর এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় যিনি অত্যন্ত নিপুণা ; (৮) রম্যবাক্—যাঁহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয় ; (৯) নর্ম্মপণ্ডিতা—পরিহাসগর্ভ মধুর নর্ম্মবাক্য-প্রয়োগে সুনিপুণা ; (১০) বিনীতা ; (১১) করুণাপূর্ণা ; (১২) বিদগ্ধা—সর্ব্ব-বিষয়ে চতুরা ; (১৩) পাটবান্বিতা—চাতুর্য্যশালিনী ; (১৪) লজ্জাশীলা ; (১৫) সুমর্য্যাদা—ইহা তিন প্রকার, স্বাভাবিকী, শিষ্টাচার-পরম্পরা এবং স্বকল্পিতা। (১৬) ধৈর্য্যশালিনী ; (১৭) গাম্ভীর্য্যশালিনী ; (১৮) সুবিলাসা—হর্ষাদিব্যঞ্জক মন্দহাসিপুলক-বিকৃত-স্বরতাদিময় হাবভাবাদিযুক্তা। (১৯) মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী—মহাভাবের চরমবিকাশবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী ; (২০) গোকুল-প্রেমবসতি—গোকুলবাসী সকলেই যাঁহাকে প্রীতি করেন, (২১) জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা—যাঁহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; (২২) গুর্ব্বর্পিত-গুরু-স্নেহা—গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী ; (২৩) সখীপ্রণয়াধীনা—সখী সকলের প্রণয়ের অধীনা ; (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ; এবং (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা—কেশব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যাঁহার বাক্যের অধীন। ৩৯-৪৩ ॥

৪৮। **রসের**—মধুর-রসের বা শৃঙ্গার-রসের। **আলম্বন**—আলম্বন বিভাব (২।১৯।১৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; যাহাকে অবলম্বন করিয়া রস গড়িয়া উঠে, তাহাকে বলে রসের আলম্বন। নায়ক হইলেন মধুর-রসের বিষয়ালম্বন অর্থাৎ মধুরারতির বিষয় ; আর নায়িকা হইলেন আশ্রয়ালম্বন অর্থাৎ মধুরারতির আশ্রয় ॥ **সেই দুই শ্রেষ্ঠ**—সেই দুইই (অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার মধ্যে, যেখানে যত নায়ক ও নায়িকা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ। সমস্ত নায়কের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত নায়িকার মধ্যে শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা। কারণ, গুণে তাঁহারা সর্ব্বাধিকরূপে শ্রেষ্ঠ।

এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা—আশ্রয়ালম্বন ॥ ৪৯

এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয়, তার শুনহ লক্ষণ ॥ ৫০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৪)
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৪৪
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৫
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৪৬
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ৪৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুনস্তস্যাং রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ ভক্তীতি চতুর্ভিঃ। তত্র সাধনমনুতিষ্ঠতাম্ ইত্যন্তম্। সহায়ং সংস্কারযুগলম্। প্রকারস্তু রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। নির্ধূতদোষত্বাদেব প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যত্বম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারকাদিতেও মধুর-রস আছে, বৈকুণ্ঠেও আছে; কিন্তু দ্বারকার বাসুদেব, কি বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন-গুণবিশিষ্ট বলিয়া এবং দ্বারকার মহিষীগণ কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকা অপেক্ষা ন্যূন-গুণবিশিষ্টা বলিয়া তত্রত্য মধুর-রসও ব্রজের মধুর-রস অপেক্ষা ন্যূন। এইরূপে ব্রজের মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ রসের আবলম্বন-বিভাব বলিয়া রসের সামগ্রীতুল্য; তাই এস্থলে—ভক্তিরস-বর্ণন-উপলক্ষে তাঁহাদের গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং দাস-সখাদিও দাস্যসখ্যাদিরসের আবলম্বন-বিভাব বলিয়াই পরবর্ত্তী পয়ারে দাসসখাদির কথা বলা হইয়াছে।

৪৯। এই মত—অন্যান্য ধামের মধুর-রস হইতে যেমন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজের মধুর-রস শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অন্যান্য ধামের দাস্য রস হইতে ব্রজের দাস্য-রস শ্রেষ্ঠ; অন্যান্য ধামের সখ্যরস অপেক্ষা ব্রজের সখ্য-রস শ্রেষ্ঠ; এবং অন্যান্য ধামের বাৎসল্যরস অপেক্ষা ব্রজের বাৎসল্য-রস শ্রেষ্ঠ; **দাস্যে দাস**—ব্রজের দাস্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়-আলম্বন রক্তক-পত্রকাদি দাসবর্গ। **সখ্যে সখাগণ**—ব্রজের সখ্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়-আলম্বন সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ। **বাৎসল্যে মাতাপিতা**—ব্রজের বাৎসল্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়-আলম্বন শ্রীযশোদামাতা ও শ্রীনন্দমহারাজ-আদি।

পূর্ব্ব পয়ারে "রাধা-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের" উল্লেখে কেবল ব্রজ-রসের কথা সূচিত হওয়াতেই এই পয়ারে কেবল ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির আলম্বনের কথাই বলা হইল। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই কান্তাগণ মধুর-রসের, দাসগণ দাস্যরসের, সখাগণ সখ্যরসের এবং মাতাপিতা বাৎসল্যরসের আশ্রয়।

৫০। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-২৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, স্থায়িভাবের সহিত বিভাব-অনুভাবাদি মিলিত হইলেই স্থায়ি-ভাব রসে পরিণত হয়। তাহার পরে, ৩০-৩৯ পয়ারে বিভাব-অনুভাবাদির কথা এবং স্থায়িভাবের ক্রমবিকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে বিভাবাদির সহিত মিলনে স্থায়িভাব রসে পরিণত হইলে কিরূপেই—অর্থাৎ কি সাধনে, কি সহায়ে এবং কি প্রকারে—ভক্তগণ সেই রসের আস্বাদন করেন, তাহা বলিতেছেন। **এই রস অনুভবে** ইত্যাদি—ভক্তগণ যেরূপ এই রসের অনুভব করেন। **যৈছে রস হয়** ইত্যাদি—কৃষ্ণরতি যেরূপে ভক্তগণের চিত্তে রসরূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ যে সাধনে, যে সহায়ে এবং যে প্রকারে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের অনুভব বা আস্বাদন হয়। "যৈছে যেন প্রকারেণ ভক্তগুণোঽনুভবতীত্যর্থঃ এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ আহ রস হয় ইতি।"—চক্রবর্ত্তিপাদ ॥ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে রসাস্বাদনের সাধন, সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪৪-৪৭। **অন্বয়**। ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং (ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদিরূপ দোষসমূহ

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নত্বম্ অনুভবাধ্বনি গতৈরিতি নতু লৌকিকরসবদত্র সৎকবিনিবদ্ধতাপেক্ষেতি ভাবঃ। তত্র সতি কিস্থিতি প্রেম্ণো বৈশিষ্ট্যং বিভাবনাত্ববস্থাং তত্তদাস্বাদবিশেষযোগ্যতাবস্থাম্। এবং প্রণয়-স্নেহাদীনামপি জ্ঞেয়ম্। রতেরেবোৎকর্ষরূপা এত ইতি তদ্গ্রহণেনৈব বিভাবৈরিত্যাদি লক্ষণে প্রবেশ ইতি ভাবঃ। অনীয়সামপীতি যোজ্যম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৪৪-৪৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিদূরিত হইয়াছে) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং (সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন-অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া যাঁহাদের চিত্ত উজ্জল হইয়াছে) শ্রীভাগবতরক্তানাং (যাঁহারা শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুরক্ত) রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং (রসজ্ঞ-ভক্তদের সঙ্গলাভে যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন), জীবনীভূত-গোবিন্দ-পাদভক্তিসুখশ্রিয়াং (শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পত্তিই যাঁহাদের জীবনস্বরূপ) প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানি এব অনুতিষ্ঠতাম্ (প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনসমূহের অনুষ্ঠানই যাঁহারা করিয়া থাকেন), ভক্তানাং (সেই সমস্ত ভক্তের) হৃদি (হৃদয়ে) রাজন্তী (বিরাজমানা) সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা) আনন্দরূপা (আনন্দ-স্বরূপা—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা) এব (ই) রতিঃ (রতি—কৃষ্ণরতি) অনুভবাধ্বনি (অনুভব-পথে) গতৈঃ (গত—উপস্থিত) কৃষ্ণাদিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণাদি) বিভাবাদ্যৈঃ (বিভাবাদি দ্বারা) রস্যতাং (আস্বাদ্যতা—রসরূপতা) নীয়মানা তু (প্রাপ্ত হইয়া) পরাং প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠাং (প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের (চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিরূপ) দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্য) এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ) উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, রসজ্ঞ-ভক্তদিগের সঙ্গলাভেই যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁহারা জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিতা—প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই) আনন্দরূপা যে রতি (শ্রীকৃষ্ণরতি), তাহা—অনুভবরূপ পথগত শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা (অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া) আস্বাদ্যতা (রসরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার আস্বাদনে অপূর্ব্ব আনন্দ চমৎকারিতার অনুভব হয়)। ৪৪-৪৭

উল্লিখিত চারিটী শ্লোকে ভক্তিরসাস্বাদনের উপযোগী সাধন, রসাস্বাদনের সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

যদ্দ্বারা ভক্ত ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, তাহাই **রসাস্বাদনের সাধন**। ৪৪-৪৫-শ্লোকে এই সাধনের কথা বলা হইয়াছে—"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং……অনুতিষ্ঠতাম্"-বাক্যে [অনুবাদের—"সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে……প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন"—বাক্যে]। অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে; সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে—চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গেলেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তিরাণীর) আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে; (ইহাকেই "শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্ত" বলে); চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই সেই চিত্ত সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশ-শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ যেমন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভের পক্ষে অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—রসাস্বাদনে জীবের স্বরূপতঃ অধিকার আছে কিনা? থাকিলে সাধারণ জীব তাহার আস্বাদনে অসমর্থ কেন?

প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন জিহ্বাই করিতে পারে, নাসিকা পারে না; গন্ধের আস্বাদন বা অনুভব নাসিকাই করিতে পারে, জিহ্বা বা কর্ণ পারে না; উষ্ণত্ব বা শীতলত্বের অনুভব ত্বকের দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে। ইহাতে বুঝা যায়, জিহ্বার সঙ্গে ভোজ্যরসের কোনও একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে, তাই জিহ্বা ভোজ্যরস আস্বাদন করিতে পারে; নাসিকার সঙ্গে ভোজ্যরসের সেইরূপ কোনও অনুকূল সম্বন্ধ নাই, তাই নাসিকা ভোজ্যরস আস্বাদন করিতে পারে না। এইরূপে নাসিকার সঙ্গে গন্ধের, ত্বকাদির সঙ্গে শীতলত্বাদির অনুকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহারা তত্তৎ-রস অনুভব করিতে পারে।

এখন, জীবের সঙ্গে আনন্দের বা ভক্তিরসের এইরূপ কোনও অনুকূল সম্বন্ধ যদি থাকে, তাহা হইলেই জীব তাহার আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে। (এ স্থলে "আনন্দ বা ভক্তিরস" বলার হেতু এই যে, আনন্দ হ্লাদিনী-শক্তিরই বৃত্তি; ভক্তিরসও হ্লাদিনীরই বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং আনন্দের সহিত অনুকূল সম্বন্ধ থাকিলে হ্লাদিনীর সহিতও অনুকূল সম্বন্ধ থাকিতে পারে।)

ভগবান্ আনন্দস্বরূপ—ঘনীভূত আনন্দ; তাঁহার আনন্দাংশের শক্তিই হ্লাদিনী; তাই হ্লাদিনী নিজেও রসরূপে, আনন্দরূপে পরিণত হইতে পারে এবং ভগবান্‌কে এবং ভগবানের ভক্তদিগকেও আনন্দ আস্বাদন করাইতে পারে। কিন্তু এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (বা ভগবান্) হইতেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দদ্বারাই জীব জীবিত থাকে, শেষকালে আনন্দেই প্রবেশ করে। "আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজনাৎ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ৩।৬॥" ইহাতেই বুঝা যায়—জীব ভগবানের চিৎকণ অংশ, তাঁহার তটস্থা—জীবশক্তির অংশ; তটস্থা শক্তির অংশ হইলেও জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু—জড়বস্তু নহে। চিদ্‌বস্তুমাত্রই আনন্দাত্মক; জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক। ভক্তশাস্ত্র ইহা অস্বীকার করে না; পরমাত্মসন্দর্ভধৃত জামাতৃমুনিবচনই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; জীবের স্বরূপসম্বন্ধে জামাতৃমুনি বলিয়াছেন—"চেতনাব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা। পরমাত্মসন্দর্ভ। ২০॥" সুতরাং আনন্দবস্তুর সহিত জীবের সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আনন্দস্বরূপ ভগবানের চিৎ-কণ-অংশ বলিয়া জীব চিদানন্দাত্মক হইলেও জীব কিন্তু ভগবানের তটস্থা শক্তিরই অংশ—হ্লাদিনী-শক্তির অংশ নহে; সুতরাং জীবের পক্ষে হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ রসের বা আনন্দের আস্বাদন সম্ভব কিনা?

প্রাকৃত-জগতে আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রই আনন্দের জন্য লালায়িত; জীবের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই আনন্দের বা সুখের নিমিত্ত; ইহাতে বুঝা যায়, জীব হ্লাদিনী-শক্তির অংশ না হইলেও, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি আনন্দের নিমিত্ত তাহার একটী বলবতী লালসা আছে; সুতরাং লৌহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধের ন্যায় জীবের সহিত হ্লাদিনী-শক্তিরও একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে।

আরও দেখা যায়, জীবের সুখানুসন্ধান একেবারে নিরর্থক নহে; জীব সংসারে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পায়না বটে; কিন্তু আনন্দের অনুরূপ একটা কিছু পায়; তাহা নিত্য এবং বিশুদ্ধ না হইলেও জীব তাহা উৎকণ্ঠার সহিত গ্রহণ করে এবং আগ্রহের সহিত আস্বাদনও করে; ইহা নিত্য বিশুদ্ধ আনন্দেরই আভাস। ইহাতে বুঝা যায়—জীবের স্বরূপে আনন্দ-আস্বাদনের যোগ্যতা আছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—জীবের সঙ্গে আনন্দের একটা অনুকূল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; জীবের স্বরূপে আনন্দ-আস্বাদনের জন্য একটী নিত্য-আকাঙ্ক্ষা আছে এবং আনন্দ-আস্বাদনের যোগ্যতাও জীবের আছে; সুতরাং জীব স্বরূপতঃ আনন্দ বা রসাস্বাদনের অধিকারী। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়। ২।৭"—এই শ্রুতিবাক্যও জীবের রসাস্বাদনে অধিকারের সাক্ষ্যই দিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—জীব স্বরূপতঃ যদি আনন্দ-আস্বাদনের অধিকারীই হয়, তাহা হইলে সকল জীব আনন্দ আস্বাদন করিতে পায় না কেন? মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারে আনন্দের আভাস মাত্র পায়; তাহাও ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখ-সঙ্কুল; কিন্তু নিত্য-বিশুদ্ধ আনন্দ পায় না কেন?

ভোগ্যবস্তুতে কেবল অধিকার মাত্র থাকিলেই তাহা ভোগ করা যায় না—দখল থাকা চাই। জমিতে রাজার অধিকার আছে, কিন্তু দখল নাই; তাই রাজা জমির ফসল ভোগ করিতে পারে না; দখল আছে প্রজার, তাই প্রজা ঐ ফসল ভোগ করে। জমি এবং রাজার মধ্যে তৃতীয় বস্তু প্রজাই রাজার ফসল ভোগের অন্তরায়। এই তৃতীয় বস্তুটী অপসারিত হইলেই রাজা ফসল ভোগ করিতে পারেন। জিহ্বা রসগোল্লা আস্বাদন করিবার অধিকারী বটে; কিন্তু জিহ্বা যদি পরিষ্কার না থাকে, যদি জিহ্বার উপরে কোনও রোগ-বশতঃ পুরু একটা আবরণ পড়ে, তাহা হইলে রসগোল্লা মুখে দিলেও রসনা তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না; আবরণ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ স্বাদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে। রসগোল্লা ও রসনার মধ্যে রস ও আস্বাদনের অন্তরায় তৃতীয় বস্তুটী হইল—জিহ্বার ঐ আবরণ।

জীবের সঙ্গে আনন্দের স্বরূপতঃ সজাতীয় এবং অনুকূল সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে জীব তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছে না, তাহাতেই বুঝা যায়, জীব ও আনন্দের মধ্যে এমন একটা কিছু বিজাতীয় অন্তরায় আছে, যাহার ক্রিয়ায় জীবের সঙ্গে আনন্দের নিকটতম সম্বন্ধ আবৃত হইয়া গিয়াছে। জীবের চিত্তরূপ দর্পণে মলিনতার আবরণ পড়িয়াছে, তাই আনন্দরূপ সূর্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারিতেছে না। এই মলিনতাটী কি?

মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের তত্ত্ব-বিচার করিলে বুঝা যায়, সংসারী জীব মায়ার আবরণে আবৃত। জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু; আনন্দও চিদ্‌বস্তু; কিন্তু মায়া জড়বস্তু বা অ-চিদ্‌বস্তু—জীব ও আনন্দ হইতে ভিন্ন-জাতীয় বস্তু। জীব ও আনন্দের মধ্যে এই ভিন্ন জাতীয় বস্তু মায়া আছে বলিয়াই জীব আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিতেছেনা। এই মায়িক-উপাধি এবং মায়িক-বস্তুর সম্বন্ধজাত অনর্থাদি-দোষই জীবের চিত্তরূপ দর্পণের মলিনতা। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন অনর্থাদিদোষ দূরীভূত হইবে, তখনও কিন্তু চিত্ত রসাস্বাদনের উপযোগী হইবে না; কারণ, ইহা অনর্থবর্জ্জিত হইলেও তখন পর্য্যন্ত ইহা প্রাকৃত—প্রাকৃতচিত্তে অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব নহে। কিন্তু প্রাকৃত হইলেও চিত্ত যখন অনর্থবর্জ্জিত—বিশুদ্ধ—হয়,—অবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র বিদ্যাদ্বারা (রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বের বৃত্তি বিদ্যাদ্বারা) প্রতিভাসিত হয়, তখন তাহাতে অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে পারে; প্রতি-ফলিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে বিদ্যাও যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত চিন্ময়ত্ব—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলত্ব লাভ করে।

চিত্তের এইরূপ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল অবস্থাই হইল রসাস্বাদনযোগ্যতার ভিত্তি; কারণ, যে রতি বিভাবাদির যোগে রস-রূপে পরিণত হইবে—চিত্তের এইরূপ অবস্থা না হইলে—সেই রতিই চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারিবে না—সুতরাং রসা-স্বাদন হইবে কোথা হইতে? আস্বাদনের জন্য রসই বা পাওয়া যাইবে কোথায়? যাহাহউক, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত উজ্জ্বলতা ধারণ করিলেই যে রসাস্বাদনের যোগ্যতা সম্যকৃরূপে লাভ হইল, তাহা নহে; রসাস্বাদনের পক্ষে আরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কতকগুলি জিনিস আবশ্যক। প্রথমতঃ, শ্রীভাগবত-রক্ত (শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বা বিষয়ে অনুরক্ত) হইতে হইবে; অনুরক্তি হইল মনের বৃত্তি; যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যাদিতে—আপনা-আপনিই মনের অনুরক্তি না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিত ; যিনি হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বলে রসিক ভক্ত এইরূপ রসজ্ঞ এবং রস-আস্বাদক ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব না হইবে এবং এই আনন্দের লোভে তাদৃশ-ভক্তসঙ্গের জন্য যে পর্য্যন্ত লালসা না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিকভক্তের সঙ্গে আনন্দানুভব না হইলে ভক্তিরস-আস্বাদনে যোগ্যতা না জন্মিবার হেতু এই যে, রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব এবং রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিক-ভক্ত-সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ জন্মিতে পারে না। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলেই তরঙ্গ উত্থিত হয়, সামান্য কূপোদকে তরঙ্গ উত্থিত হয় না। তদ্রূপ, ভক্তহৃদয়ে রতির প্রাচুর্য্য থাকিলেই ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুদর্শনে বা রসিক ভক্তের সঙ্গলাভে রতি তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তকে আনন্দানুভব করাইতে পারে এবং তত্তদ্-বস্তুতে অনুরক্ত করাইতে পারে। এইরূপ আনন্দানুভবের এবং অনুরক্তির অভাব রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই সূচিত করে এবং রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই রসাস্বাদন-যোগ্যতার অভাব সূচিত করে। প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনের অনুষ্ঠানে রতির প্রাচুর্য্য জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখকেই জীবনের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া মনে না হইবে—সুতরাং সংসারের অন্য সুখাদি বা অন্য বিষয়াদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মলবৎ ত্যাজ্য বলিয়া মনে না হইবে—সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না ; কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তিসুখকেই জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে না হইবে, সেই পর্য্যন্তই—রসাস্বাদনের উপযোগী রতি-প্রাচুর্য্যের অভাব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। চতুর্থতঃ, অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের অনুষ্ঠান—যে সমস্ত সাধনে প্রেমের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে,—তাহাদের অনুষ্ঠান।

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের "তস্মিন্ তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াধ্যানগানপ্রধানয়া। ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বলম্। ২।৫।২.৮॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী স্বয়ং লিখিয়াছেন—"তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্‌গোকুল-লীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সঙ্কীর্ত্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিদ্ধতি। তত্রৈব বিশেষমেবাহ, প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্টতমদেবস্য প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্যা নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তমনামসঙ্কীর্ত্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গ-তরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দ্দেশঃ।"—এই টীকার মর্ম্ম এই যে—যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা এবং সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যভাবে বর্ত্তমান, তাহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন ; তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব এই যে—স্বীয় ইষ্টতমদেবের নামকীর্ত্তন, অথবা ভগবন্নামসমূহের মধ্যে যে সকল নাম নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সে সকল নামের কীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গ-তর সাধন।

এসকল সাধনে রতির প্রাচুর্য্য সাধিত হয়।

তারপর, **রসাস্বাদনের সহায়**। যদ্দ্বারা রসাস্বাদনের সহায়তা হয়, যাহা রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করে, তাহাই রসাস্বাদনের সহায়। ৪৬-শ্লোকোক্ত সংস্কারযুগলই হইল রসাস্বাদনের সহায়।—"সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটী সংস্কারযুগলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কার-যুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়। কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটী কি? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে ; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার, ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে। ভক্তিরসটী-আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্ম-সন্নিভাঃ ॥—ধর্ম্মদত্ত।" এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্যা; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিকী ভক্তি-বাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তিবাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে; এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী উভয়বিধ ভক্তিবাসনাকেই ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥ ২।১।৩ ॥" প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলে যে ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতাই জন্মিবে না, তাহা বোধ হয় এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে; যদি আধুনিকী ভক্তিবাসনাও অত্যন্ত বলবতী হয় অর্থাৎ যদি কোনও বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কৃষ্ণরতি অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আধুনিকী ভক্তিবাসনাকেই উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া তোলে, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাক্তনী ভক্তি-বাসনা না থাকিলেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে; রতির আধিক্যই মূল উদ্দেশ্য; রতির আধিক্যই রসাস্বাদনের প্রধান সহায়। উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।১।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবও একথাই লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্ তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ ॥"

ভক্তিসাসনা অন্য এক ভাবেও রসাস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকে; ইহা কৃষ্ণরতিকে রূপ বা আকার দান করিয়া থাকে। ভক্তিবাসনা হইল সেবার বাসনা। সকলের ভক্তিবাসনা বা সেবার বাসনা সমান নহে; কেহ ভগবান্‌কে পরমাত্মারূপে পাইতে চাহেন; কেহ দাসরূপে, কেহ বা সখা আদিরূপে তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; এইরূপে বিভিন্ন ভক্তের ভক্তিবাসনা বা ভক্তিসংস্কার বিভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব যখন সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন একইরূপে আবির্ভূত হয়; সাধকের হৃদয়ে আসিয়া সাধকের বাসনা বা সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া বিভিন্ন—শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন—রতিরূপে পরিণত হয়। একই দুধ যেমন ভোক্তার ইচ্ছানুসারে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত একই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা অনুসারে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতিতে পরিণত হয়। অথবা, জ্বাল দেওয়া একই চিনিকে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিলে যেমন বিভিন্ন আকারের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ একই শুদ্ধসত্ত্ব বিভিন্ন সেবাবাসনাময় চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন রতিরূপে পরিণত হয়। ভক্তিবাসনাই ভক্তের চিত্তকে বৈশিষ্ট্য দান করে; বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিক পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই সূর্য্য যেমন বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ পাত্রের (ভক্তচিত্তের) বৈশিষ্ট্যানুসারে ভক্তচিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতিও শান্তাদি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপ-গচ্ছতি। যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪ ॥" যাহা হউক, শান্ত-দাস্যাদি রতিই রসের স্থায়ী-ভাব; সুতরাং ভক্তের ভক্তিবাসনাই শুদ্ধসত্ত্বকে স্থায়িভাবত্ব দান করিয়া রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে এবং রতিকে স্থায়িভাবত্ব দান করে বলিয়া এই আনুকূল্যকে মুখ্য আনুকূল্যই বলা যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বশেষে ভক্তিরসাস্বাদনের **প্রকারের কথা**। ৪৬ শ্লোকের শেষার্দ্ধে এবং ৪৭-শ্লোকে এই প্রকারের কথা বলা হইয়াছে—"রতিরানন্দরূপৈব…আপদ্যতে পরাম্॥"-বাক্যে, (অনুবাদের—"আনন্দস্বরূপা যে রতি…আনন্দ চমৎকারিতার অনুভব হয়"—বাক্যে)। অর্থাৎ সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা অত্যাধিক্যপ্রাপ্তা কৃষ্ণরতি যদি ভক্তের অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই অপূর্ব্ব স্বাদুতা লাভ করিয়া ভক্তকে আস্বাদন-চমৎকারিতা দান করিতে পারে।

ভক্তিরস আস্বাদনের প্রকারটী বলিতে যাইয়া, ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বুঝিতে না পারিলে আস্বাদনের প্রকারটীও বুঝা যাইবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিনা সন্দেহ। **রতিরানন্দরূপৈব**—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা—সতঃই আস্বাদনীয়। কিন্তু স্বতঃ আস্বাদনীয় হইলেও কেবলমাত্র রতিতে আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই; তাই কেবলমাত্র রতিকে রস বলা যায় না; কারণ, চমৎকারিতাই রসের সার; চমৎকারিতা না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুই রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৭॥" দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু—দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ জন্মাইলেও আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহাহইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে; তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায়, তাহাহইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধাদিবশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এইরূপে, অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

আনন্দস্বরূপা-ভক্তির নিজেরই একটা স্বাদ আছে—নিজেই আনন্দ দান করিতে পারে; এবং বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে জীব যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও—আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ—জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকে ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতি ও স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য-বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইতে পারেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটী কোটীগুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে। (ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত ৪৭-শ্লোকের "কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ"-বাক্যে রতির সহিত বিভাব-অনুভাবাদির এইরূপ মিলনের কথাই বলা হইয়াছে এবং এইরূপ মিলনে যে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মে, তাহাই ৪৬-শ্লোকের "নীয়মানা তু রস্যতাম্" এবং ৪৭ শ্লোকের "প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্।"—বাক্যে বলা হইয়াছে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর ২।১।১-২ শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২৩।২৭-২৮ পয়ারেও এই তথ্যই পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক—কিরূপে কৃষ্ণরতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়। হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া এই রতি অচিন্ত্যস্বরূপবিশিষ্ট, অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন; তাই ইহা মোক্ষানন্দকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করিতে পারে, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আনন্দিত করিতে পারে। "মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্। রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো নহি তর্কেণ বাধিতুম্॥ ভ, র, সি, ২।৫।৫॥"

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রতির বিষয়—বিষয়ালম্বন বিভাব; তাঁহার ভক্তবৃন্দ—তাঁহার পরিকরগণ—হইলেন রতির আশ্রয়—আশ্রয়ালম্বন-বিভাব; আর, শ্রীকৃষ্ণাদি-আলম্বনের—ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি—বংশীস্বর-ময়ূরপুচ্ছাদি হইল উদ্দীপন-বিভাব (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। একই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব যেমন বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা-অনুসারে বিভিন্ন কৃষ্ণরতিতে—শান্তরতি, দাস্যরতি ইত্যাদিরূপে—পরিণত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভক্তের সম্বন্ধে তাঁহাদের রতির বিভিন্নতা-অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ালম্বন-বিভাবরূপে প্রতিভাত হয়েন। একই শ্রীকৃষ্ণ—রক্তক-পত্রকাদি দাস্যরতিমান্ ভক্তের নিকটে অনুগ্রাহক-প্রভুরূপে, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাদের নিকটে বিশ্রম্ভময় সখারূপে, নন্দযশোদাদির নিকটে লাল্য, অনুগ্রাহ্য পুত্ররূপে এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে প্রাণবল্লভরূপে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতিভাত হয়েন ; রক্তক-পত্রকাদির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ দাস্যরতির বিষয়, সুবলাদির সম্বন্ধে সখ্যরতির বিষয়, নন্দ-যশোদার সম্বন্ধে বাৎসল্যরতির বিষয় এবং ব্রজসুন্দরীদের সম্বন্ধে তিনি মধুর-রতির বিষয় ; বিভিন্ন রতির সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েন যিনি, তিনি কিন্তু বিভিন্ন নহেন—তিনি একই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কে তাঁহাকে এইরূপ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত করায় ? বিভিন্ন ভক্তের রতি। কৃষ্ণরতি তাহার অচিন্ত্য-মহাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের (রতির) অনুকূলরূপে—বিষয়রূপে—বিষয়ালম্বন-বিভাবরূপে—প্রতিভাত করায়—শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল বিভাবতা দান করে। এই কৃষ্ণরতি যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই অনুকূল বিভাবতা দান করে, তাহা নহে ; রতির অনুকূল কৃষ্ণ-পরিকরদিগকে এবং কৃষ্ণাদির শিঙ্গা-বেণু-বেত্র-পুচ্ছাদিকেও অনুকূল বিভাবতা দান করিয়া থাকে। একটী লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মৃত সন্তানের বস্ত্রাদি দেখিলে মায়ের মনে সন্তানের স্মৃতি, সন্তানের সহচরদের স্মৃতি, তাহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া মায়ের বাৎসল্যকে উদ্বেলিত করে ; কিন্তু উক্ত সন্তানের সহিত যাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহারা তাহার বস্ত্রাদি দেখিলে উক্তরূপ কোনও ভাবই তাহাদের চিত্তে উদিত হইবে না ; ইহার কারণ এই যে—উক্ত সন্তানসম্বন্ধে তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ রতি নাই ; কিন্তু মায়ের চিত্তে সন্তান-সম্বন্ধিনী বাৎসল্যরতি আছে ; এই বাৎসল্যরতিই সন্তানের বস্ত্রাদিকে উদ্দীপন-বিভাবতা দান করিয়া থাকে—অর্থাৎ বস্ত্রাদিকে এমন একটা কিছু দান করে, যাহার ফলে ঐ বস্ত্রাদি মায়ের মনে তাঁহার সন্তানের স্মৃতিকে উদ্দীপিত বা জাগ্রত করিয়া তোলে। যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—যিনি সখ্যভাবের সাধক, তাঁহার সখ্যরতি যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সখ্যরতির বিষয় বলিয়া প্রতিভাত করায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদিকেও সখ্যরতির আশ্রয়রূপে এবং বেত্র-বেণু শিঙ্গা-গুঞ্জমালা প্রভৃতিকেও সখ্যরতির উদ্দীপকরূপে প্রতিভাত করাইয়া থাকে ; অন্যান্য রতিসম্বন্ধেও এইরূপ। তাহা হইলে দেখা গেল—কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বনরূপে, কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা-বেশ-ভূষাদিকে উদ্দীপন-বিভাবরূপে প্রতিভাত করায়—অর্থাৎ সমস্তকেই যথাযথভাবে বিভাবতা দান করিয়া থাকে ; এইরূপে কৃষ্ণাদিকে অনুকূল বিভাবতা দান করিয়া তাঁহাদের সংশ্রব-প্রভাবে কৃষ্ণরতি নিজেও আবার পরিস্ফুটরূপে সম্বর্দ্ধিত হয়। "বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্ মঞ্জুলা রতিঃ। এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সম্বর্দ্ধয়তে স্ফুটম্॥ যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো ভবত্যেভি র্ব্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ॥ ভ,র,সি ২।৫।৫২॥—সমুদ্র যেমন স্বীয় জলের দ্বারাই মেঘসকলকে পরিপূর্ণ করিয়া মেঘ হইতে বর্ষিত জলের দ্বারা স্বীয় রত্নালয়ত্ব বিধান করে, তদ্রূপ মনোহরা-রতিও কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া বিভাবতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণাদির সহিতই আবার নিজেকে স্ফুটরূপে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।" কিন্তু কৃষ্ণরতি কিরূপে ইহা করিতে সমর্থ হয় ? হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরতি নিজে অদ্ভুত-মাধুর্য্য-সম্পৎ-শালিনী ; (কিন্তু তত্র সুহৃস্তর্কমাধুর্য্যাদদ্ভুতসম্পদঃ। রতে রস্যাং-ইত্যাদি। ভ, র, সি, ২।৫।৫০॥) ; আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও হ্লাদিনীরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ ; তাই, কৃষ্ণবিষয়িণী রতি অদ্ভুতমাধুর্য্য-সম্পৎ-শালিনী বলিয়া, মাধুর্য্যের আশ্রয় বলিয়া—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণাদির মধ্যে নিজের আস্বাদনের অনুকূল মাধুর্য্যাদিকে প্রকাশিত করে, করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদিকে বিভাবতা দান করে ; স্বীয় আস্বাদনের অনুকূল মাধুর্য্যাদির সহিত এইভাবে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণাদিকে অনুভব করিয়াও রতি আবার স্বীয় পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। "মাধুর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তনুতে রতিঃ। তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্ব্বতে রতিম্॥ ভ, র, সি, ২।৫।৫৫॥"

যাহাহউক, কিরূপে রতির সহিত বিভাবের মিলন হয়, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা গেল। রতি—কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা দান করিয়া প্রকাশিত করে, প্রকাশিত করিয়া অনুভব করে ; বিভাবতা-দান, প্রকাশ এবং অনুভবের দ্বারাই তাহাদের মিলন সূচিত হইতেছে।

অনুভাব ও সাত্ত্বিক-ভাবাদির সহিত কিরূপে রতির মিলন হয়, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্ যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। ৪।৩।২৩॥" ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়—বিশুদ্ধ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সত্ত্বেই ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণাদিকে প্রকাশিত করে। কোথায় প্রকাশিত করে? ভক্তের চিত্তে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই যখন কৃষ্ণরতি নিজেও অবস্থিত, তখন সহজেই বুঝা যায়—ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েন। এখন, বিভাবতা-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণাদি চিত্তে প্রকাশিত হইলে, প্রকাশিত হইয়া রতিকর্ত্তৃক অনুভূত হইলে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবের দ্বারা চিত্ত স্বভাবতঃই আক্রান্ত হইবে এবং তাহা হইলে চিত্তের সত্ত্বত্ব জন্মিবে (ভ, র, সি, ২।৩।১); তখন এই সত্ত্বে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে) রতিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভব-জনিত বিবিধ ভাবের উদয়ও স্বাভাবিক হইবে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত চিত্তেই এই সমস্ত ভাবের উদয় হয় বলিয়া এই সমস্ত ভাবও শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত এবং শুদ্ধসত্ত্বও ভক্তহৃদয়ে রতিরূপে পরিণত হয় বলিয়া এই সমস্ত ভাবও রতির সহিতই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত। কৃষ্ণরতির প্রভাবে এবং কৃষ্ণরতির আনুগত্যেই তাহাদের উদ্ভব; সুতরাং ইহারা কৃষ্ণরতির কার্য্য হইলেও আবার কৃষ্ণরতির পরিপোষক। যাহাহউক, রতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত এসমস্ত ভাবের উদয়ে চিত্তের বিক্ষোভ জন্মে। এই বিক্ষোভ অনেক সময়ে ভক্তের বাহ্যদেহেও অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহাদের দ্বারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে বাহিরে যে বিকার প্রকাশ পায়, ভক্ত ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেও তাহাকে বাধা দিতে পারেন না; যেমন স্তম্ভাদি; এসকল ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। আবার এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহাদের দ্বারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে বাহিরে যে বিকার প্রকাশিত হইতে পারে, ভক্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তাহাকে বাধা দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে বাহিরে প্রকাশ করিতেও পারেন; যেমন নৃত্যাদি; এসকল ভাবকে অনুভাব বলে। (২।২২।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে, রতিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদি প্রকাশিত হইলে এবং প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণাদি রতিকর্ত্তৃক অনুভূত হইলে সেই চিত্তে অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব স্বভাবতঃই উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভবের ফলে সমুদ্ভূত এবং কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত এই সকল অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব আবার রতিকে তরঙ্গায়িত করিয়া কৃষ্ণাদির মাধুর্য্যাস্বাদনের বৈচিত্রী বিধান করিয়া থাকে।

যাহা হউক, অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব কিরূপে রতি ও বিভাবের সহিত মিলিত হয়, উক্ত আলোচনা হইতে তাহা বোধ হয় জানা গেল।

এক্ষণে ব্যভিচারী ভাবের কথা। কৃষ্ণাদির অনুভবজনিত হর্ষ-নির্ব্বেদাদি যে সকল ভাব—বাক্যাদি দ্বারা ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গসমূহ দ্বারা, অথবা সত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিচিত্ত) হইতে জাত ভাবসমূহের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া স্থায়ীভাবের অভিমুখেই বিশেষরূপে গমন করে—স্থায়ীভাবেরই বিশেষরূপে উৎকর্ষ সাধন করে, স্থায়ীভাবের উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্থায়ীভাবকে বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত করিয়া, তাহাতেই উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইয়া স্থায়ীভাবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—স্থায়ীভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়—সেই সকল ভাবকেই ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব বলে (ভ, র, সি, ২।৪।১-৩॥; ২।২৩।৩২ পয়ারের এবং ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য))। সঞ্চারীভাবগুলি রসরূপ সমুদ্রের তরঙ্গতুল্য—তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং সমুদ্রকেই উচ্ছলিত করিয়া সমুদ্রের বিচিত্রতা বিধান্ করে, এবং অবশেষে সমুদ্রেই লীন হয়, হর্ষাদি-সঞ্চারিভাবগুলিও কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত হয়, কৃষ্ণরতিকেই উচ্ছলিত করিয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা বিধান করে, এবং পরে কৃষ্ণরতিতেই লীন হয়। অনুভাবের ন্যায় ব্যভিচারীভাবও রতি হইতেই উদ্ভূত এবং রতির সহিত—সুতরাং হ্লাদিনীশক্তির সহিতই—তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। "অনুভাবা ব্যভিচারিণশ্চ তদুত্থা ইতি রত্যাদেস্ত তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।৬৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।"

এইরূপে, স্থায়িভাবের (কৃষ্ণরতির) সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিদ্বারাই তাহার সহিত ব্যভিচারী ভাবের মিলন সূচিত হইতেছে।

এই-রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। | কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থায়ীভাবের (কৃষ্ণরতির) সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব কিরূপে মিলিত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল। বিভাবসমূহ রতির আস্বাদ-বিশেষের অতিশয় যোগ্যতা (রতির পরমাস্বাদ্যতা) বিধান করে (রতেস্তু তত্তদাস্বাদ-বিশেষায়াতিযোগ্যতাম্। বিভাবয়ন্তি কুর্ব্বন্তীত্যুক্তা ধীরৈর্ব্বিভাবকাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪৬ ॥)। অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব সমূহ—উক্তরূপে বিভাবিতা (পরমাস্বাদন-যোগ্যতাপ্রাপ্তা) রতিকে মনের মধ্যে অনুভব করায়—স্বাদাধিক্য বিস্তার করে (তাঞ্চানুভাবয়ন্তান্তস্তন্বন্ত্যা স্বাদনির্ভরাম্। ইত্যুক্তা অনুভাবাস্তে কটাক্ষাদ্যাঃ সসাত্ত্বিকাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪৭ ॥)। আর নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবসমূহ—উক্তরূপে বিভাবিতা ও অনুভাবিতা রতিকে সঞ্চারিত করিয়া তাহার বৈচিত্রী সম্পাদন করিয়া থাকে (সঞ্চারয়ন্তি বৈচিত্রীং নয়ন্তে তাং তথাবিধাম্। যে নির্ব্বেদাদয়ো ভাবাস্তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪৮ ॥)। এ সকল বিভাবাদি হ্লাদিনীরই বৈচিত্রীবিশেষ বলিয়া, অথবা হ্লাদিনীর সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া--প্রত্যেকেই পরমাস্বাদ্য; কিন্তু তাহারা সকলে মিলিত হইয়া যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে।

বিভাবাদির সহিত মিলনে স্থায়ীভাব বা কৃষ্ণরতি কিরূপে রসে পরিণত হয়, তাহা উক্ত আলোচনা হইতে এক রকম জানা গেল। কিন্তু ভক্ত কিরূপে এই রসের আস্বাদন পায়েন? ৪৭-শ্লোকোক্ত "কৃষ্ণাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ অনুভবাধ্বনি গতৈঃ"-বাক্য হইতে বুঝা যায়—স্থায়ীভবের সহিত মিলিত বিভাবাদি যখন ভক্তের অনুভব-পথ-গত হইবে, ভক্ত যখন তাহা অনুভব করিবেন, তখন তিনি রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা জানিতে পারিবেন। কিন্তু এই অনুভবটীর স্বরূপ কি? যদি আমি রাস্তায় দেখি যে, একজন নিষ্ঠুর বলবান্ লোক একটী নিঃসহায় বালককে প্রহার করিতেছে, তাহা হইলে ভাবনাদ্বারা আমি নিজেকে বালকের অবস্থাপন্ন মনে করিয়া বালকের কষ্টটী কিঞ্চিৎ হয়তো অনুভব করিতে পারি। ভক্তিরসের অনুভবও কি এইরূপ ভাবনাদ্বারাই লাভ করা যায়? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—তাহা নয়। "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারকারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বাদতে স রসো মতঃ॥ ২।৫।৭৯॥—ভাবনার পথকে অতিক্রম করিয়া এবং চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ হইয়া যাহা সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"সমাধি ও ধ্যানের মধ্যে যে পার্থক্য, রস ও ভাবনার মধ্যেও সেই পার্থক্য।" ধ্যানে বা ভাবনায় অন্তঃকরণের বৃত্তি ধ্যেয় বস্তুতে সম্যক্রূপে কেন্দ্রীভূত হয়না; সমাধিতে তাহা হয়। তাই অন্য সমস্ত ব্যাপার-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। রসসম্বন্ধেও সেই কথা। কোনও বস্তুর আস্বাদনে যদি এমন একটী সুখ জন্মে, যাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত হইয়া যায় এবং অন্য সমস্ত ব্যাপারেই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহা হইলেই স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাময় সুখকে রস বলে। "বহিরন্তকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদিসংশ্লেষি-চমৎকারি সুখং রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ॥ ৫।৫॥"

তাহা হইলে, ৪৭-শ্লোকে যে অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভাবনা-জাত অনুভব নহে—ইহা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক অনুভব। শরীরে বরফের স্পর্শ হইলে যেমন শীতলত্বের অনুভব হয়, ইহাও তদ্রূপ। ভক্তের চিত্তে স্থায়ীভাব যখন রসরূপে পরিণত হয়, চিত্ত তখন ইহার অস্তিত্বটী জ্ঞাপন করে। শুদ্ধসত্ত্বের বা রতির অথবা রসরূপে পরিণত রতির স্বপ্রকাশত্ব গুণ হইতেই রসের এইরূপ অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। এই অস্তিত্ব জ্ঞাপনকেই এস্থলে অনুভব বলা হইয়াছে। এই অনুভব জন্মিলেই ভক্ত ভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়া থাকেন।

৫১। একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তগণই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন, যাঁহারা অভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার আস্বাদন অসম্ভব।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।৫।৭৮)—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অস্য ভক্তিরসস্য আস্বাদস্তু ভাব্যভাবকভক্তৈরেবাস্বাদ্যঃ স্যান্নতু পূর্ব্বোক্তপ্রাজ্ঞৈরপীত্যাহ সর্ব্বথৈবেতি ॥ শ্রীজীব ॥৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এখন দেখিতে হইবে কৃষ্ণভক্ত কাহাকে বলে। যাঁহাদের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণ-ভক্তা ইতীরিতাঃ। ভ, র, সি, ২।১।১৪২ ॥" কৃষ্ণভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহারা জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক-ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বিল্বমঙ্গল-তুল্য সাধক-সকলই সাধক-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ বিল্বমঙ্গতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৪ ॥" আর যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিল-ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিত-ক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৬॥" সিদ্ধভক্ত আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, এবং নিত্যসিদ্ধ ভেদে তিন রকম।

উপরি উক্ত উক্তি-সমূহ হইতে বুঝা যায়, একমাত্র সিদ্ধভক্তদের পক্ষেই সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিরস-আস্বাদন সম্ভব। আর জাতরতি সাধকভক্তের মধ্যে যাঁহাদের আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও ভক্তিরস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—যাঁহারা ভক্তি-বিষয়ে আদর পরিত্যাগ করিয়া (ফল্গু) বৈরাগ্যমাত্র ধারণ করিয়াছেন, কিম্বা শুষ্কজ্ঞানের অভ্যাসে তৎপর; কিম্বা যাঁহারা, তার্কিক, কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী—তাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদনে বহির্ম্মুখ। "ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ। মীমাংসকাবিশেষণ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্ম্মুখাঃ॥ ২।৫।৭৬ ॥"

৪৪-৪৭ শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহারা ভক্তিরসের আস্বাদনে অযোগ্য; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও চিত্তই শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে না; এবং অন্য কাহারও চিত্তেই রতির সহিত—বিভাবাদির মিলন হইতে পারে না; তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ ভক্তিরসের আস্বাদনে যোগ্য নহেন।

ভক্তির সাহচর্য্য লইয়া যেসকল যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের সাধক সাধন করিয়া থাকেন, অবিদ্যা এবং বিদ্যার (রজস্তমোহীন-সত্ত্বের)—তিরোধানের পরে তাঁহাদের চিত্তেও শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের ভক্তিবাসনা নাই বলিয়া সেই শুদ্ধসত্ত্ব রতিরূপে পরিণত হইতে পারে না; সুতরাং বিভাবাদির স্ফূর্ত্তিও সেই চিত্তে অসম্ভব। এইরূপে স্থায়ীভাব ও বিভাবাদির অভাবে—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-সত্ত্বেও—যোগী বা জ্ঞানীর চিত্তে ভক্তিরস সিদ্ধ হইতে পারে না; তাই তাঁহাদের পক্ষেও ভক্তিরস-আস্বাদন অসম্ভব।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৮। **অন্বয়।** অয়ং (এই) ভগবদ্রসঃ (ভগবদ্‌ভক্তিরস) অভক্তৈঃ (অভক্তগণ কর্ত্তৃক) সর্ব্বথা এব (সর্ব্বপ্রকারেই) দুরূহঃ (অপ্রাপ্য)। তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ (যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণকমলকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন, সে সকল ভক্তগণ কর্ত্তৃক) এই (ই) ভক্তিঃ (ভক্তিরস) অনুরস্যতে (নিরন্তর আস্বাদিত হয়)।

অনুবাদ। এই ভক্তি-রস অভক্তগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারাই ইহা নিরন্তর আস্বাদন করিয়া থাকেন। ৪৮

সংক্ষেপে কহিল এই 'প্রয়োজন' বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই—কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৫২
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে ॥ ৫৩
তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার।
মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৫৪
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥ ৫৫
'যুক্তবৈরাগ্য' স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। **প্রয়োজন-বিবরণ**—প্রয়োজন-তত্ত্বের বা প্রেমের বিবরণ। **পঞ্চম-পুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থই কৃষ্ণপ্রেম। ভূমিকায় "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫৩। **পূর্ব্বে** ইত্যাদি—এই পয়ারে উল্লিখিত বিষয়—মধ্যের ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়; সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব ও রস-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন; পরিশেষে আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-মূলক শাস্ত্রাদি-প্রণয়নের শক্তি ও আদেশ দেন।

৫৪। "ভক্তিরসের বিচার" স্থলে "ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **মথুরার লুপ্ত তীর্থের**—ব্রজমণ্ডলের যে সমস্ত তীর্থস্থল কালবশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (লোকের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে), সে সমস্ত তীর্থের **উদ্ধার** করিবে (সে সমস্ত তীর্থকে আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবে)।

৫৫। **কৃষ্ণ-সেবা**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রতিষ্ঠা।

ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র—ভক্তি-সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র; শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস।

প্রভু সনাতনগোস্বামীকে বলিলেন—বৃন্দাবনে শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রচার করিবে, বৈষ্ণবের আচার কি তাহা প্রচার করিবে এবং বৈষ্ণবদিগের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিবে।

৫৬। **যুক্তবৈরাগ্য**—ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-শব্দের অর্থ আসক্তি-শূন্যতা; আর যুক্তশব্দের অর্থ এখানে—"ভক্তির উপযুক্ত; ভক্তি-বিকাশের পক্ষে অনুকূল।" যাঁহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা আছে, কিন্তু বাহিরে যিনি বিষয়-কর্ম্মাদি করিতেছেন, অথচ ঐ বিষয়-কর্ম্মেতে যাঁহার কোনওরূপ আসক্তি নাই, কেবল কৃষ্ণসেবার আনুকূল্যার্থই বিষয়-কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও যতটুকু বিষয়-কর্ম্ম না করিলে ভক্তির অনুষ্ঠান রক্ষিত হয় না, ততটুকু বিষয়-কর্ম্মই যিনি করিতেছেন—তাঁহার বৈরাগ্যকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। ২।২২।৬২ পয়ারের টীকায় "যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ" এবং ২।২২।৭২ পয়ারের টীকায় "কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা" বাক্যের অর্থ দ্রষ্টব্য। **যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি**—যুক্তবৈরাগ্যের স্থিতি (স্থায়িত্ব) বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, ফল্গু বৈরাগ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে।

অথবা স্থিতি অর্থ অবস্থিতি; ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে যে যুক্তবৈরাগ্যে অবস্থান করাই সঙ্গত, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইল।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

শুষ্কবৈরাগ্য—ফল্গুবৈরাগ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন:—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥ ১।২।১২৬॥—মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ, মায়িকবস্তু-বোধে হরিসম্বন্ধি বস্তুর যে পরিত্যাগাদি করেন, সেই ত্যাগকে ফল্গু বৈরাগ্য বলে।" হরিসম্বন্ধি-বস্তু-শব্দে মহাপ্রসাদাদি বুঝায়; "হরিসম্বন্ধি-বস্তুত্র

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৫)—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ৪৯

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১২।১৩-২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ৫০
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫১
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৫২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫৪
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫৫
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ৫৬
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎ প্রাগুক্তং ভক্তিপ্রবেশযোগ্যমেব বৈরাগ্যং ব্যনক্তি। অনাসক্তস্যেতি। অনাসক্তস্য সতঃ যথার্হং স্বভক্ত্যুপযুক্তমাত্রং যথা স্যাৎ যথা যত্র বিষয়ানুপযুঞ্জতো ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যদ্বৈরাগ্যং তদ্যুক্তমুচ্যতে। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥ ৪৯

এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যাঃ ভক্তঃ কীদৃশো ভবতি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ অদ্বেষ্টা ইত্যষ্টভিঃ। অদ্বেষ্টা দ্বিষৎস্বপি দ্বেষং ন করোতি প্রত্যুত মৈত্রঃ মিত্রতয়া বর্ত্ততে। করুণঃ এষামসদ্গতির্মা ভবতু ইতি বুদ্ধ্যা তেষ্বপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তৎপ্রসাদাদিঃ।" মহাপ্রসাদাদির ত্যাগ দুই রকমের :—মহাপ্রসাদাদি কামনা না করা, আর মহাপ্রসাদাদি পাওয়া গেলেও গ্রহণ না করা ; শেষোক্তরূপ ত্যাগে অপরাধ হইয়া থাকে। এইরূপ বৈরাগ্যে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া (চিত্ত-শুষ্কতার হেতু বলিয়া), ইহাকে শুষ্ক-বৈরাগ্য বলা হইয়াছে। **জ্ঞান**—ভক্তির অনুপযোগী জ্ঞান ; নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান।

এইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুপযোগী বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। ২।২২।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নোদ্ধৃত "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যা"দি শ্লোকসমূহের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ইত্যাদি—ঐরূপ আচরণ-মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করা যায়।" তাহাতে মনে হয়, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিত ভক্তদের আচরণের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। যথার্হং (যথাযোগ্যভাবে—স্বীয় ভক্তির উপযোগীভাবে) বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ (বিষয়-ভোগকারী) অনাসক্তস্য (অনাসক্ত—বিষয়ে আসক্তিহীন) [ভক্তস্য] (ভক্তের) [যৎ] (যে) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) [তৎ] (তাহা) যুক্তং (যুক্ত—যুক্তবৈরাগ্য) উচ্যতে (কথিত হয়), [ততঃ] (সেইরূপ বৈরাগ্য হইতেই) কৃষ্ণ-সম্বন্ধে (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে) নির্বন্ধঃ (আগ্রহ জন্মে)।

অনুবাদ। (বিষয়ে) আসক্তিহীন হইয়া যথাযোগ্যভাবে (স্বীয় ভক্তির উপযোগী যাহাতে হয়, সেইভাবে) যিনি বিষয় উপভোগ করেন, তাঁহার বৈরাগ্যকে যুক্তবৈরাগ্য বলে ; (এই যুক্তবৈরাগ্য হইতেই) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে। ৪৯

পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পূর্ব্ব** পয়ারে উল্লিখিত যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ এই শ্লোকে দেখান হইল। সকল গ্রন্থে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্লো। ৫০-৫৭। অন্বয় এই কয়টী শ্লোকের অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃপালুঃ। নমু কীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রীকারুণ্যে স্যাতাং, তত্র বিবেকবিনৈবেত্যাহ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বাভাবাৎ দেহে চাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্‌ভক্তস্য ক্বাপি দ্বেষ এব ন ফলতি কুতঃ পুনর্দ্বেষজনিতদুঃখ-শাস্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। নমু তদপি অন্যকৃতপাদুকামুষ্টিপ্রহারাদিভির্দেহব্যথাধীনং দুঃখং কিঞ্চিদ্ ভবত্যেব তত্রাহ সমদুঃখসুখঃ যদুক্তং ভগবতা চন্দ্রার্দ্ধশেখরেণ "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।" ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং তচ্চ মম প্রারব্ধফলং ইদমবশ্যভোগ্যমিতি ভাবনাময়ং সাম্যেঽপি সহিষ্ণুনৈব দুঃখং সহ্যতে ইতি আহ। ক্ষমী ক্ষমাবান্ ক্ষমু সহনে ধাতুঃ। নমু এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকা কথং সিধ্যেৎ। তত্রাহ সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ। নমু সমদুঃখসুখ ইত্যুক্তং তৎ কথং স্বভক্ষ্যমালক্ষ্য সন্তুষ্টঃ ইতি তত্রাহ সততং যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থমিতিভাবঃ। যদুক্তম্। আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ। ইতি। কিঞ্চ দৈবাদপ্রাপ্তভক্ষ্যোঽপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ। দৈবাৎ চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থমষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসাদিকং নৈব করোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্যভক্তিরেব মে কর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলীভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্ত মে প্রিয়ঃ মামতিপ্রীণয়তীত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫০-৫১॥

কিঞ্চ যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈ গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ ইত্যাদ্যুক্তে র্মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপি গুণাঃ মদ্ভক্ত্যা মুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে তানপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদিনোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান্ দুর্লভত্বজ্ঞাপনার্থং পুনরাহ যো ন হৃষ্যতীতি॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫২॥

অনপেক্ষো ব্যবহারিককার্য্যাপেক্ষারহিতঃ। উদাসীনঃ ব্যবহারিকলোকেষ্বনাসক্তঃ সর্ব্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥৫৩-৫৫॥

অনিকেতঃ প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তিশূন্যঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫৬

উক্তান্ বহুবিধস্বভক্তনিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপসংহরণ-কার্ৎস্ন্যেনৈতল্লিপ্সূনাং তচ্ছ্রবণ-পঠন-বিচারণাদিফলমাহ যে ত্বিতি। এতে ভক্ত্যুত্থশাস্ত্যুত্থধর্ম্মা ন প্রাকৃতা গুণাঃ। ভক্ত্যা তুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈরিত্যুক্তি-কোটিতঃ। তু ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণা ভক্তা একৈক-সুস্বভাবনিষ্ঠাঃ এতে তু তত্তৎ-সর্ব্ব সল্লক্ষণেপ্সবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠা অতএব অতীবেতি পদম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :—যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না (অপর কেহ তাঁহাকে দ্বেষ করিলেও,—'আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইনি আমাকে দ্বেষ করিতেছেন'—এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি জীবমাত্রের প্রতিই দ্বেষ-শূন্য); (সমস্ত জীবেই পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি জীবমাত্রের প্রতিই স্নিগ্ধ; (কোনও কারণে কোনও জীবের খেদ উপস্থিত হইলে—'ইহার যেন আর খেদ না হয় ও অসদ্‌গতি না হয়—এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি করুণ; যিনি দেহাদিতে মমতাশূন্য (এই দেহ আমার ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য); যিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ যিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশূন্য (এই দেহই আমি, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার নাই); সুখের সময়ে হর্ষে এবং দুঃখের সময়ে উদ্বেগে যিনি ব্যাকুল নহেন; যিনি সর্ব্ববিষয়ে সহনশীল; যিনি লাভেও প্রসন্নচিত্ত, ক্ষতিতেও প্রসন্নচিত্ত; যিনি যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত; যিনি জিতেন্দ্রিয়; "আমি শ্রীভগবদ্দাস"-এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে যিনি কুতর্কাদিদ্বারা বিচলিত হয়েন না; এবং যিনি মন এবং বুদ্ধি আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ পায় না, (অর্থাৎ লোকের উদ্বেগজনক কার্য্য যিনি করেন না) ; যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন না। (অপর কেহও যাঁহার উদ্বেগজনক কার্য্য করেন না) এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ (কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না), শুচি (যাঁহার ভিতর বাহির পবিত্র), দক্ষ (স্ব-শাস্ত্রের অর্থবিচারে সমর্থ, অথবা কর্ম্মপটু), উদাসীন (যাঁহার স্বপক্ষ, পরপক্ষ নাই), গতব্যথ (অন্যে অপকার করিলেও যিনি মনে কষ্ট পায়েন না), যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী (ভক্তিবিরোধী-উদ্যমাদি শূন্য)—সেই ভক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হয়েন না, অপ্রিয় বস্তু পাইলেও যিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বস্তুটী নষ্ট হইয়া গেলেও যিনি তজ্জন্য শোক করেন না, প্রিয়বস্তুটী পাওয়ার জন্যও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি শত্রুতে এবং মিত্রে, মানে এবং অপমানে, শীতে এবং উষ্ণে, সুখে এবং দুঃখে—সমভাবাপন্ন, যিনি আসক্তিবর্জ্জিত, নিন্দায় ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী (যিনি বাক্য সংযত করিয়াছেন), যিনি যাহাতে-তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি অনিকেত (নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান যাঁহার নাই) এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়। এইরূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যাহা বলিলাম, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মামৃতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপাসনা করেন, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয়। ৫০—৫৭ ॥

অদ্বেষ্টা—যে লোক তাঁহার নিজের প্রতি দ্বেষ করে, তাহার প্রতিও যিনি দ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না, প্রত্যুত তাহার প্রতি মিত্রতা এবং করুণাই পোষণ করেন, সেই ভক্তকে অদ্বেষ্টা বলে। **করুণঃ**—"ইহার যেন কোনওরূপ অমঙ্গল না হয়", বিদ্বেষীর সম্বন্ধেও যিনি এরূপ বুদ্ধি পোষণ করেন, তাহাকে বলে করুণ বা কৃপালু। **নির্ম্মমঃ**—স্ত্রী-পুত্র-গৃহবিত্তাদিতে যাহার মমত্ব নাই, তিনি নির্ম্মম। **নিরহঙ্কারঃ**—"এই দেহই আমি"-এইরূপ বুদ্ধিকে অহঙ্কার বলে ; দেহাত্মবুদ্ধি ; যিনি দেহেতে আত্মবুদ্ধিহীন, তিনিই নিরহঙ্কার। অপরকৃত হিংসা-বিদ্বেষাদির লক্ষ্যই হইল দেহবিশিষ্ট জীব ; যাঁহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি নাই, কাহারও হিংসা বা বিদ্বেষ তাঁহার মনে কোনওরূপ ক্ষোভই জন্মাইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে—অপর কেহ যদি তাঁহাকে প্রহারাদি করে, তাহা হইলে কিছু শারীরিক দুঃখ তো হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে **সমদুঃখসুখঃ**—সুখ ও দুঃখকে তিনি সমান মনে করেন। সুখ ও দুঃখকে কিরূপে সমান মনে করা সম্ভব ? "এসমস্ত আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল—সুতরাং অবশ্যই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আমাকে প্রহারাদি করিতেছে, সে আমার কর্ম্মফলের বাহকমাত্র"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখ সহ্য করিয়া দুঃখদানকারীকে ক্ষমা করেন **ক্ষমী**—ক্ষমাবান্। ক্ষম্ ধাতু সহনে। "দুঃখদাতা আমার কর্ম্মফলের বাহকমাত্র, সুতরাং আমার ক্রোধের পাত্র হইবে কেন ?"—ইহা ভাবিয়াই তাহার প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—এতাদৃশ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে **সন্তুষ্টঃ**—নিজের চেষ্টা ব্যতীত কিম্বা নিজের কিছু চেষ্টাতে যাহা কিছু ভক্ষ্যবস্তু আদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—সুখ-দুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান, ভক্ষ্যবস্তুই বা তিনি গ্রহণ করিবেন কেন ? তদুত্তরে বলা হইয়াছে **সততং যোগী**—সর্ব্বদা তিনি ভক্তি-যোগযুক্ত। ভজনের জন্য দেহরক্ষা প্রয়োজন ; ভজনোপযোগী নরদেহ বিশেষ ভাগ্যে পাওয়া গিয়াছে ; পরজন্মে নরদেহ না পাইতেও পারি ; এই দেহেই আমাকে যথাসম্ভব ভজন করিতে হইবে, তাই দেহরক্ষার প্রয়োজন ; দেহরক্ষার জন্য আহারাদিরও প্রয়োজন। ভজনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে আহার-গ্রহণ ; যখন যাহা জোটে, তাহাই ভগবানের কৃপার দান—ইহা মনে করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রাপ্ত ভক্ষ্যদ্রব্য অপ্রচুর বা অনুপাদেয় মনে করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হন না ; **যতাত্মা**—তিনি সংযতচিত্ত, ক্ষোভরহিত। দৈবাৎ চিত্তক্ষোভ জন্মিলেও তিনি তাহার উপশমের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসাদি করেন না ; যে হেতু তিনি **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**—অনন্যভক্তিই আমার কর্ত্তব্য,

তথাহি (ভাঃ ২।২।৫)—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চীরাণীতি। নমু দিক্ সদ্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব বল্কলং অন্নন্ তোয়ং বাসঃ স্থানঞ্চ যাচ্ঞাপ্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত তত্রাহ। চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি। পরান্ বিভ্রতি পুষ্ণন্তি ফলাদিভির্যে। গুহা গিরিদর্য্যঃ। নমু কদাচিদেষাম লাভে কিং কার্য্যং তত্রাহ। অজিতো হরিঃ উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিং ন অবতি ন রক্ষতি? কিংশব্দস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। উক্তঞ্চ—"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে॥" ইতি। ধনেন যো দুর্ম্মদ স্তেনান্ধান্ নষ্টবিবেকান্॥ স্বামী॥৫৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কর্ত্তব্য নহে—ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস; তাই অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা তিনি তাঁহার ভজনকে শিথিল করেন না। উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে একমাত্র তখন, যখন ভক্ত **মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**—মন এবং বুদ্ধিকে ভগবানে (ময়ি--শ্রীকৃষ্ণে) সম্যক্‌রূপে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এইরূপ ভক্তই আমার অতি প্রিয় **স মে প্রিয়ঃ**—আমাকে অত্যন্ত সুখী করেন; তাঁহার আচরণে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। **অনপেক্ষঃ**—কোনওরূপ ব্যবহারিক কার্য্যের অপেক্ষা হীন। **উদাসীনঃ**—ব্যবহারিক কার্য্যাদিতে বা ব্যবহারিক ব্যাপারে কোনও লোকের প্রতি আসক্তিশূন্য। **সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী**—নূতন করিয়া কোনও ব্যবহারিক ব্যাপার আরম্ভ করেন না, এমন কি শাস্ত্রের অধ্যাপনাদি পরমার্থিক ব্যাপারও আরম্ভ করেন না। ভজনে নিবিষ্টতাহেতু এসকল ব্যাপারে মন যায় না। **অনিকেতঃ**—প্রাকৃত গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য। নিকেত—নিকেতন, গৃহ। অনিকেত—গৃহ নাই যাঁহার অর্থাৎ "এই গৃহ আমার" গৃহাদিতে এইরূপ মমত্ব-বুদ্ধি নাই যাঁহার। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার আনুগত্যে উল্লিখিত কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্য লিখিত হইল)।

যুক্তবৈরাগ্যে স্থিত ভক্তের লক্ষণগুলিই উক্ত শ্লোকসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। পথি (পথিমধ্যে) চীরাণি (জীর্ণবস্ত্রখণ্ডসমূহ) কিং ন সন্তি (কি নাই)? পরভৃতঃ (পর-পোষক—ফলাদিদ্বারা অন্যের প্রতিপালনকারী) অঙ্ঘ্রিপাঃ (পাদপ—বৃক্ষ—সমূহ) ভিক্ষাং (ভিক্ষা—যাচককে—পথিককে ভিক্ষারূপে ফলাদি কি বল্কলাদি) ন দিশন্তি এব (কি দান করেই না)? সরিত অপি (নদী সকলও) অশুষ্যন্ (কি শুষ্ক হইয়াছে)? গুহাঃ (পর্ব্বতের গুহাসকল) রুদ্ধাঃ (কি রুদ্ধ হইয়াছে)? অজিতঃ অপি (ভগবান্ও) উপসন্নান্ (শরণাগতদিগকে) কিং ন অবতি (কি রক্ষা করেন না)? কবয়ঃ (সাধুসকল) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণকে) কস্মাৎ (কেন) ভজন্তি (সেবা করেন)?

অনুবাদ। পরীক্ষিত মহারাজের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন:—পথিমধ্যে (লজ্জানিবারণোপযোগী) জীর্ণবস্ত্রখণ্ড কি পড়িয়া নাই? পর-প্রতিপালক বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা (ভিক্ষাস্বরূপে পথিককে ফলাদি আর) দান করে না? নদীসকলও কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বতের গুহাসকলও কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ বিশ্বম্ভর-দেবও কি আর শরণাগত জনসমূহকে রক্ষা করেন না? তবে কেন সাধুসকল ধন-দুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করিয়া থাকেন (তাঁহাদের তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করেন)।

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই:—ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিষয়াসক্ত ধনদুর্ম্মদ লোকদিগের অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। ভক্তবৎসল শ্রীহরিই তাঁহার শরণাগত জনকে পালন করিয়া থাকেন—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে সাধকের কোনও সময়েই কোনও বিষয়ের অভাব হইবেনা।

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবতসিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল ॥ ৫৭

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ৩।৬।২২১—২২ ॥" আরও বলিয়াছেন "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন চিত্তেতে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ৩।৬।২৭৩—৭৪ ॥"

অযাচিত ভাবে যখন যাহা যুটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহাই শ্রীভগবানের করুণার দান মনে করিয়া তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে, আর প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা তাঁহার নামকীর্ত্তন করিবে; ইহাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

৫৭। **সিদ্ধান্ত**—শাস্ত্র-সম্মত মীমাংসা। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল।

সনাতনগোস্বামী নানাবিধ গূঢ় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রশ্ন করিলে, প্রভু সমস্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে প্রভু যে সকল সিদ্ধান্ত বলিলেন, সেই সকল সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-আদি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচিত হইয়াছে। এই সব গূঢ় সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-তোষণী আদিতে দ্রষ্টব্য।

৫৮। হরিবংশ-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার পরে ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন; ঐ স্তুতিতে গোলোকের স্থিতি (বা অবস্থান) বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রকৃত স্তুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে, গোলোকের অবস্থান-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিচারসহ নহে; তাহা কেন এবং কিরূপে বিচার-সহ নহে এবং ইন্দ্র-কৃত স্তুতির প্রকৃত অর্থই বা কি,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই শ্রীপাদ-সনাতনকে বুঝাইয়া বলিলেন। শ্রীপাদ-সনাতন স্বরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে ইন্দ্রকৃত স্তবের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিজেই তাহাদের—মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুরূপ—ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হরিবংশ হইতে শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রকৃত স্তবের যে শ্লোকগুলি বৃহদ্ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ (ক)
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্ ॥ (খ)
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহান্ ॥ (গ)
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্।
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ ॥ (ঘ)
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানং কৃতাত্মনা ॥ (ঙ)
ধৃতো ধৃতিমতা বীরনিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্ ॥ (চ)

—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।৭।৮০-৮৫ ॥

শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ মোটামুটি এইরূপ :—"স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক (সত্যলোক); সেই ব্রহ্মলোকে চন্দ্র (সোম) ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি আছে। তাহার (সেই ব্রহ্মলোকের) উপরে গোলোক (গবাং লোকঃ); সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন; গোলোক সর্ব্বগত, মহাকাশগত এবং মহান্;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই গোলোকেও তোমার (কৃষ্ণের) তপোময়ী গতি—যাহার (যে গতির) তথ্য পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই। শম-দমাঢ্য সুকৃতকর্ম্মাদের গতি স্বর্গ; তপোযুক্ত ব্যক্তিদের গতি ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোক পরাগতি। গো-গণের গতি গোলোক—এই গতি দুরারোহা। এই গোলোক—যখন মৎকৃত (ইন্দ্রকৃত) উপদ্রবের দ্বারা পীড়িত হইতেছিল, হে কৃষ্ণ! তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিয়াছ।"

উক্ত শ্লোক-সমূহ হইতে গোলোকের অবস্থান এইরূপ জানা গেল :—স্বর্গের উপরে ব্রহ্মলোক (বা সত্যলোক), তাহার উপরেই গোলোক।

শ্রীপাদ সনাতনের টীকানুসারে বুঝা যায়,—এই যথাশ্রুত অর্থ এবং তদনুরূপ গোলোকের অবস্থান বিচারসহ নহে এবং এই যথাশ্রুত অর্থে শ্লোকসমূহেরও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—এই সাতটী লোক আছে। ভূঃ হইল পৃথিবী; স্বঃ হইল স্বর্গ; সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক (শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীপুরাণ-প্রমাণ)। এই সাতটী লোকের বাহিরে আছে প্রকৃতির আবরণ মাত্র—এই সকল আবরণ কোনও লোক বলিয়া অভিহিত হয় না।

সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক বলিতে সত্যলোক বুঝায়; উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ ধরিলে (ক) শ্লোক হইতে জানা যায়—সত্যলোকে চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি আছে; কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৯১-৯২ এবং ২।৭।১০ শ্লোক হইতে জানা যায়—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উপরে ধ্রুবলোক এবং ধ্রুবলোকের উপরে হইল মহর্লোক এবং তাহার উপরে হইল জনলোক (বি, পু, ২।৭।১২-১৩); জনলোকের উপরে তপঃ লোক (বি, পু, ২।৭।১৪); তাহার উপরে হইল সত্যলোক (বি, পু, ২।৭।১৫)। "সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ। সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥ সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ। সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব॥ বি, পু, ১।১২।৯১-৯২॥ ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ। মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ॥ বি, পু, ২।৭।১০॥ ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ। একযোজন-কোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ॥ দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামল-চেতসঃ॥ চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্। বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ॥ ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে॥ অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥ বি, পু, ২।৭।১২-১৫।" এই সমস্ত প্রমাণ-বলে জানা যায়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থান হইল সত্যলোকের অনেক নীচে—সত্যলোকে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতি অসম্ভব। সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক শব্দে সত্যলোক বুঝাইতে পারে না। যথাশ্রুত অর্থে এইরূপ আরও অসঙ্গতি আছে।

শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী শ্লোকগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—(ক)-শ্লোকে স্বর্গ-শব্দে স্বর্লোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে (অর্থাৎ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই পাঁচটী লোককে) বুঝাইতেছে। ইহার হেতু এই :—ভগবানের বিরাট-রূপের কল্পনায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।৫।৩৮-৩৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভূর্লোক তাঁহার চরণ, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক (স্বর্গ) তাঁহার হৃদয়, মহর্লোক তাঁহার বক্ষঃ, জনলোক তাঁহার গ্রীবা, তপোলোক তাঁহার স্তনদ্বয় এবং সত্যলোক তাঁহার মস্তক; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রহ্মলোক সনাতন—সৃষ্টবস্তু নহে। শ্রীভা, ২।৫।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, সৃষ্ট-ভুবনসমূহদ্বারাই বিরাটের রূপ কল্পিত হইয়াছে; সৃষ্ট ভুবনাদি সনাতন—অসৃজ্য—নহে; সুতরাং ২।৫।৩৯-শ্লোকে "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-বলিয়া যে লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সৃষ্ট লোক নহে (অর্থাৎ এস্থলে ব্রহ্মলোক বলিতে প্রাকৃত সত্যলোককে বুঝায় না)—সুতরাং এই ব্রহ্মলোক বিরাট-রূপের অবয়বও নহে—ইহা সপ্তলোকের অতিরিক্ত একটী লোক এবং ইহা সপ্তলোকের ন্যায় প্রাকৃত একটী লোকও নহে। ইহা যদি সপ্তলোকের অতীত একটী অপ্রাকৃত লোকই হয়, তাহা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে প্রাকৃত সপ্তলোকের উপরেই ইহার অবস্থান হইবে; প্রাকৃত সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই হইল উচ্চতম লোক; তাহা হইলে এই সনাতন-ব্রহ্মলোক হইবে সত্য লোকেরও উপরে। অথচ হরিবংশের (ক)-শ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মলোক-শব্দের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক-শব্দে যথাশ্রুত-অর্থানুসারে সত্যলোক বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করিলে শ্লোকের অর্থসঙ্গতি থাকেনা; অথচ সত্যলোকব্যতীত সপ্তলোক মধ্যমর্ত্তী অন্য কোনও লোককেও ব্রহ্মলোক বলা হয় না; সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সপ্তলোকের বহির্ভূত কোনও লোকই হইবে; এবং সপ্তলোকের বহিরাবরণাদিকে যখন কোনও লোক নামে অভিহিত করা হয় না, তখন বহিরাবরণকেও ব্রহ্মলোক বলা যায় না; তাহা হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত—সুতরাং অপ্রাকৃত—অসৃজ্য কোনও লোককেই বুঝাইবে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়—শ্রীভা, ২।৫।৩৯-শ্লোকে যে "সনাতন-ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ করা হইয়াছে, হরিবংশের (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সেই ব্রহ্মলোকই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীভা, ২।৫।৩৯-শ্লোকোক্ত "সনাতন ব্রহ্মলোক" সত্যলোকের উপরে; কিন্তু হরিবংশের শ্লোকে ব্রহ্মলোককে স্বর্গের (বা স্বর্লোকের) উপরে বলা হইয়াছে; এই দুইটী উক্তির সঙ্গতি স্থাপন করিতে হইলে মনে করিতে হইবে—হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ শব্দের উপলক্ষণে—স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই পাঁচটী লোককেই বুঝাইতেছে।

যাহাহউক, হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ-শব্দে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে বুঝাইলে ব্রহ্মলোক-শব্দে কি বুঝাইতেছে, তাহা দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—হরিবংশের "ব্রহ্মলোক" এবং শ্রীভা, ২।৫।৩৯ শ্লোকোক্ত "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-একই লোক। এক্ষণে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামিচরণ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ।—ব্রহ্মলোক বলিতে বৈকুণ্ঠকে বুঝায়; ইহা নিত্য—সৃজ্য-প্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে।" তাহা হইলে, হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোক শব্দেও বৈকুণ্ঠই সূচিত হইতেছে। আরও দেখা যায়—"ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। ২।২৫।৩০॥"; সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিলে ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠই সূচিত হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠ সূচিত হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত অন্যান্য বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি থাকে কি না। বলা হইয়াছে, এই ব্রহ্মলোক "ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত"; ব্রহ্মর্ষি শব্দে ব্রহ্মময়—ভগবদ্ভাবময়—ঋষি—পরম-ভাগবত নারদাদিকে বুঝায়; ইঁহারা বৈকুণ্ঠেরই পার্ষদ-ভক্ত; সুতরাং ব্রহ্মর্ষি-শব্দের অর্থ-সঙ্গতিই হয়। (ক) শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) সোমগতি আছে, মহাত্মা জ্যোতিঃ-দিগেরও গতি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সোমের সাধারণ অর্থ চন্দ্র এবং জ্যোতিঃর সাধারণ অর্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল এস্থলে সঙ্গত হয় না—সত্যলোক-সম্বন্ধেই যখন হয় না, তখন বৈকুণ্ঠ-সম্বন্ধেতো হইতেই পারে না; কারণ, প্রাকৃত চন্দ্র ও প্রাকৃত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বৈকুণ্ঠে অসম্ভব। এসকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে—যাহাতে অর্থ-সঙ্গতি নষ্ট না হয়। সোম—উমার সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সোম (স+উম); পার্ব্বতীর সহিত শিব; বৈকুণ্ঠে পার্ব্বতীর ও শিবের গতি আছে; সুতরাং সোম-শব্দের এই অর্থ বিচার-সঙ্গত। জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়; জ্যোতিঃ স্বরূপ যাঁহারা—ব্রহ্মেরই ন্যায় মায়াতীত—মুক্ত—যাঁহারা, জ্যোতিঃ-শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝায়। মুক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা—মহাভাগবত—পরমভক্তিপরায়ণ, সনকাদি—তাঁহাদেরও বৈকুণ্ঠে গতি হয়। সুতরাং "মহাত্মনাং জ্যোতিষাং"-পদের উক্তরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে।

তারপর (খ, গ)-শ্লোক। "গবাং লোকঃ" বলিতে গোলোককে বুঝায়। "গবাং"-পদের গো-শব্দে গো-গোপ-প্রভৃতিকে বুঝায়, উপলক্ষণে। গো-গোপাদির—গো-গোপাদিরূপ ভগবৎ-পরিকরাদির—গো-গোপাদি-পরিকরবৃত ভগবানের লোকই—গোলোক। এই গোলোক হইল—তস্যোপরি--বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত; সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন; সাধ্যশব্দের সাধারণ অর্থে দেবতা-বিশেষকে বুঝায়; স্বর্গই সাধ্যগণের লোক; অপ্রাকৃত গোলোকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের গতি থাকিতে পারে না ; সুতরাং এস্থলে সাধ্য-শব্দের সাধারণ দেবতা-বিশেষ—অর্থ গ্রহণীয় নহে। সাধ্য—সাধনার বস্তু ; গো-গোপাদি-পরিবৃত ভগবানের উপাসকগণের সাধনার বস্তু যাঁহারা, সেই শ্রীনন্দ-যশোদাদি ভগবৎ-পরিকরগণই এস্থলে সাধ্য-শব্দের বাচ্য ; তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমসম্পত্তি দ্বারা লীলারস-পুষ্টির সাধন করিয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকে পালন করেন (রক্ষা করেন), তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিই গোলোক-মাহাত্ম্যের হেতু। সেই গোলোক—সর্ব্বগত, মহাকাশগত—অর্থাৎ "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"—প্রপঞ্চাতীত বলিয়া, সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া পরম অপরিচ্ছিন্ন। অবশ্য সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া বৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। শ্রীভগবানের ও তদীয় ধামাদির কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই একাধিক অপরিচ্ছিন্ন—বিভু—ধামের যুগপৎ অস্তিত্ব, ও উপর্য্যধঃরূপে অবস্থানাদি সম্ভব। (গ) শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ "তত্রাপি গতিস্তব"—সেই গোলোকেও তোমার গতি। এস্থলে "অপি" শব্দদ্বারা বৈকুণ্ঠে গতির কথাই সূচিত হইতেছে—হে কৃষ্ণ! বৈকুণ্ঠে যেমন তোমার গতি আছে, তদ্রূপ গোলোকেও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥—আমি এই প্রকার বহুবিধরূপে বসুন্ধরায় বিচরণ করি এবং ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) ও গোলোকেও বিচরণ করি।" যাহাহউক, বৈকুণ্ঠে গতি যেরূপ, গোলোকে গতি সেইরূপ নহে ; গোলোকে গতি—বৈকুণ্ঠে গতি অপেক্ষাও পরম-দুর্জ্ঞেয়া ; ইহা তপোময়ী—ইহা একমাত্র কেবল-সমাধিদ্বারাই অবগত হওয়া যায় ; তাই এই গতিসম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মাও কিছু বলিতে পারেন না।

(ঘ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—সুকৃতকর্ম্মা জনসমূহের মধ্যে যাঁহারা শম-দমাঢ্য, স্বর্গলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত তাঁহাদের গতি হইতে পারে (শমদমাঢ্য না হইলে ভৌমস্বর্গাদিতে গতি হইবে) ; আর "ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং"—ভগবদ্‌বিষয়ক তপস্যায়, ভক্তিমার্গের সাধনে নিযুক্ত ভক্তদের গতি হয় ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) ; তাঁহাদের এই গতি পরাগতি, তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

(ঙ, চ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—কিন্তু, হে কৃষ্ণ! তোমার গো-সমূহের (অর্থাৎ গো-গোপ-গোপী-সমূহের) বাসস্থল যে গোলোক, সেই গোলোকে গতি দুরারোহা—তোমার গো-গোপ-গোপীগণব্যতীত অন্যের পক্ষে সেই গোলোকে যাওয়া দুষ্কর। হে কৃষ্ণ! এতাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ি-মহিমা-সমন্বিত যে গোলোক, আমারই উপদ্রবে তাহা ব্যথিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছ। (ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজবাসিগণ গোপূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র ব্রজমণ্ডলের উপরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতাদি উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনওরূপ উপদ্রবেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রজধাম উৎপীড়িত হইতে পারে না ; ব্রজধামের কথা তো দূরে—ব্রজধামে গমনের অধিকার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরও কোনওরূপ বিঘ্ন সম্ভব নহে। ইন্দ্র স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিয়াছেন—তাঁহার উপদ্রবে ব্রজধাম উৎপীড়িত হইয়াছিল)।

৫৮-পয়ারের প্রথমার্দ্ধস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—"হরিবংশে কহিয়াছেন গোলোকে নিত্যস্থিতি।"

হরিবংশের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও প্রকারান্তরে তাহা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত পাঠান্তর ধরিয়া কেহ কেহ বলেন—"বৃন্দাবন অপর নাম গোকুলের বৈভব-প্রকাশ গোলোক। * * * বৃন্দাবন অপর নাম গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি ; আর গোকুলের বৈভব-প্রকাশ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশরূপে নিত্য স্থিতি।—ইহাই সুসিদ্ধান্ত সঙ্গত ব্যাখ্যা।" আরও বলা হইয়াছে—"হরিবংশে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বর্ণনা এই যে, গোবর্দ্ধনোদ্ধারণের পর ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতি বলিয়াছেন। * * এই যথাশ্রুত ব্যাখ্যা মায়াময়।”

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই :—প্রথমতঃ, গোলোক যে গোকুলের বৈভব-বিশেষ, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই (১।৩।৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি কিন্তু অনেক স্থলে গোকুলকেও গোলোক বলা হয়; শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন। “সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥ ১।৫।১৪॥” যেই ভাবে কবিরাজ-গোস্বামী এই উক্তি করিয়াছেন, বোধ হয় ঠিক সেই ভাবেই উপরি-উদ্ধৃত “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যার” মধ্যে “বৃন্দাবন অপর নাম গোকুল” লিখিত হইয়াছে; কারণ, সূক্ষ্ম বিচারে “বৃন্দাবনের অপর নামই গোকুল” নহে। সহস্রদল-পদ্মাকৃতি-গোকুলের বহির্ভাগে একটী চতুষ্কোণ ধাম আছে; এই চতুষ্কোণ-ধামের বহির্মণ্ডলকে বলে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক এবং অভ্যন্তর মণ্ডলকেই বলে বৃন্দাবন (১।৩।৩-পয়ারের টীকা)। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—“বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ—সব কৃষ্ণের সমান॥ বৈভব-প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ। দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ॥ ২।২০।১৪৪-৪৬॥” এই বৈভব-প্রকাশের ধাম হইল দ্বারকা-মথুরা। গোলোক এবং দ্বারকা-মথুরা এক নহে। গোকুলকে কোনও কোনও স্থলে গোলোক বলা হয় বটে; কিন্তু দ্বারকা-মথুরাকে কখনও গোলোক বলা হয় না। এই অবস্থায় উদ্ধৃত “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যায়” কেন “গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশরূপে নিত্যস্থিতি” বলা হইল, বুঝিতে পারি না। তৃতীয়তঃ, লঘুভাগবতামৃত গোলোককে গোকুলের “বৈভব” বলিয়াছেন সত্য (ল, ভা, কৃ, পূ, ৪৭৮); কিন্তু “বৈভব-প্রকাশ” বলেন নাই। “বৈভব-প্রকাশ” হইল একটী পারিভাষিক শব্দ। “বৈভব”ও কি পারিভাষিক শব্দ? এবং “বৈভব” এবং “বৈভব-প্রকাশ” কি একই? গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ যে বৈভব-প্রকাশরূপেই নিত্য অবস্থিত, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যায়” দেওয়া হয় নাই। চতুর্থতঃ, গোস্বামি-শাস্ত্রানুসারে বুঝা যায়, এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন ও ব্রজে নিত্য বিহার করেন (১।৩।৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। “ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে পূর্ণতম॥ ২।২০।৩৩২॥ এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্। ২।২০।৩৩৩॥ কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ভ, র, সি, ২।১।১২৩॥” পঞ্চমতঃ, উল্লিখিত “সুসিদ্ধান্ত সঙ্গত ব্যাখ্যা”-কর্ত্তা “গোলোকে নিত্যস্থিতি”-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থকে “মায়াময়” বলিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী একাধিক স্থলে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতির বা নিত্যবিহারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। “পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ১।৩।৩॥ অতএব গোলক-স্থানে নিত্য বিহার। ২।২০।৩৩১॥” ব্রহ্মসংহিতাও বলেন—“আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥—(এস্থলে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতির কথা পাওয়া যায়)।” শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের নামই গোলোক। “শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকট-লীলানুগতপ্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যাতম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥” সুতরাং বৃন্দাবনে যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি, গোলোকেও তাঁহার নিত্যস্থিতিই হইবে। ইহার যথাশ্রুত অর্থ এক রকম, প্রকৃত অর্থ অন্য রকম নহে। এসমস্ত আলোচনা হইতে মনে হয় “গোলোকে নিত্যস্থিতি” বাক্যটীর যথাশ্রুত অর্থেও অপসিদ্ধান্ত বা মায়াময় কিছু নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই উক্তির “গূঢ় সিদ্ধান্ত” কিছু থাকিতে পারে না—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে ব্যক্ত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিশেষতঃ, হরিবংশের শ্লোকে “গোলোকে নিত্যস্থিতির” স্পষ্ট উল্লেখ নাই; “গোলোকের স্থিতির”ই স্পষ্ট উল্লেখ আছে—“স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো……তস্যোপরি গবাং লোকঃ। (গবাং লোকঃ—গোলোকঃ)।” এই বাক্যের

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান। | কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥ ৫৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথাশ্রুত অর্থ যে বিচার-সহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ইহার বিচার-সহ প্রকৃত অর্থ বাস্তবিকই যে গূঢ় রহস্যে সমাবৃত, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহাও বুঝা যাইবে। সুতরাং "গোলেকের স্থিতি"-সম্বন্ধে হরিবংশের উক্তির নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইবার প্রয়োজনীয়তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে উপলব্ধি করা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীপাদ সনাতনও তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা অনুসারেই "গোলোকের স্থিতি"-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন—"গোলোকে নিত্য স্থিতি"-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। এসমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়—"গোলোকে নিত্যস্থিতি"-পাঠান্তর সমীচীন নহে, "গোলোকের স্থিতি"-পাঠই সঙ্গত।

৫৭। **মৌষল-লীলা**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১ম ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে মৌষল-লীলার বর্ণনা আছে। তাহা এই—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, কণ্ব, অসিত প্রভৃতি মুনিগণও যজ্ঞস্থলে গিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুলের দুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী-তনয় সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া—তাঁহার গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিবে—জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ বালকগণের ধৃষ্টতায় কুপিত হইয়া বলিলেন—ইনি যদুকুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন। বালকগণ সাম্বের উদরবেষ্টিত বস্ত্ররাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন—বস্ত্রাভ্যন্তরে সত্যই একটী মুষল রহিয়াছে। তাঁহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকটে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে কিছু না জানাইয়াই মুষলটীকে চূর্ণ করিলেন এবং অবশেষ যাহা রহিল, তাহা চূর্ণের সহিত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র একটী মৎস্য আসিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ড গিলিয়া ফেলিল এবং চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইল—তাহা হইতে এরকাতৃণ উৎপন্ন হইল। আবার কৈবর্ত্তদের জালে মৎস্যটী ধরা পড়িলে তাহার উদর হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল; জরা-নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড নিয়া তদ্দ্বারা শরের অগ্রভাগ প্রস্তুত করিল।

কিছুকাল পরে সমস্ত দ্বারকা-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে গেলেন; সেস্থানে মৈরেয়-মধু পান করিয়া যাদবগণ মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা নিজের নানাবিধ অস্ত্রাদিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে (মুষল চূর্ণ হইতে উৎপন্ন) এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। (শ্রী, ভা, ১।১৫।২৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্। অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ও অবশিষ্ট ছিলেন)। যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে বলরাম সমুদ্রকূলে যাইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। বলরামের নির্য্যান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতলে শয়ান হইলেন। দৈবাৎ পূর্ব্বোক্ত জরাব্যাধ মৃগের অন্বেষণে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে মৃগের মুখ মনে করিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্যাধ! তুমি ভীত হইও না; এ সমস্ত আমার মায়াকৃত; তোমার কোনও দোষ নাই; আমার আদেশে তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর।" ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে স্বীয় ধামে গমন করিলেন (শ্রীভা, ১১।৩১।৫)। তারপর বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।১ শ্লোকে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে ৭।৩১ শ্লোকে লিখিত আছে যে—বলরাম ও কৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহকে অগ্নিসংকার করা হইয়াছিল। যাদবগণের দেহসৎকারের কথাও লিখিত আছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যাদবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার যথাশ্রুত অর্থই সংক্ষেপে উপরে লিখিত হইল। তাহা হইতে জানা যায়—যাদবগণের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুই বা হইল কেন এবং তাঁহার মৃত দেহের অগ্নি-সংকারই বা কিরূপে সম্ভবে? আর যাদবগণ যদি তাঁহার পার্ষদই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই বা মৃত্যু এবং অগ্নি-সংকার কিরূপে সম্ভবে?

ক্রমশঃ এসকল প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—জরানামক ব্যাধ "দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণ-বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক-বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।—মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।"

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার দেহ ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না; বরং ইহাই জানা যায় যে, তিনি আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সশরীরেই "স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে" গমন করিলেন। ইন্দ্রাদির অভ্যর্থনা এবং সৎকারাদির উল্লেখে স্পষ্টই বুঝা যায়—দেহহীন জ্যোতিঃ বা আত্মারূপে তিনি সেই স্থানে গমন করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৬॥—যাহাতে ধারণাদ্বারা লোক সকল ধ্যানমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপে আগ্নেয়ী যোগধারণায় লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই কেবল যোগধারণায় (সশরীরে) স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতন্বৈব সমাবিশৎ॥—শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় স্বীয় তনুর সহিতই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা স্বীয় তনু দগ্ধ করিয়াই লোকান্তরে গমন করেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণা দেখাইয়াছেন বটে; কিন্তু স্বীয় দেহকে দগ্ধ না করিয়াই—সশরীরেই—তিনি স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। "যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বতনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যং অবিশৎ॥ শ্রীধরস্বামী॥" তবে তিনি আগ্নেয়ী যোগধারণাই বা অবলম্বন করিলেন কেন? তাহা করিলেন কেবল—যোগীদিগের দেহত্যাগ-রীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। যোগিনাং দেহত্যাগশিক্ষণার্থমেব ধারণামাত্রং তদন্তর্ধাপনমিত্যেব জ্ঞেয়ম্॥—ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে কোনও দেহ রাখিয়া যান নাই; তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী উক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। পরবর্ত্তী বর্ণনা এইরূপ। মৌষল-লীলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাণত্যাগ করিলেন। যদুস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। বলদেবের পত্নীগণ তাঁহার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেব-পত্নীগণ বসুদেবের গাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্নাদির গাত্র আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩১।২০॥" শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন—একথা বলা হয় নাই; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও দেহ রাখিয়া যান নাই। তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে—অপ্রকট প্রকাশে—প্রবেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যে ভূতলে একটী দেহ রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধান-বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাভারত একথা বলেন নাই; কিন্তু পরে মৌষল-পর্ব্বের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—অর্জ্জুন "অন্বেষণদ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।" বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের যে দেহকে অর্জ্জুন চিতানলে ভস্মীভূত করিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল?

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানাদি-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জরানামক ব্যাধ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে পর "ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ—জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিলস্বরূপ। পঞ্চাননতর্করত্ন কৃত অনুবাদ। "গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥ অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি। তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ বি, পুঃ, ৫।৩৭।৬৮-৬৯॥" আরও বলা হইয়াছে—অর্জ্জুনও কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য যাদবদের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন। "অর্জ্জুনোঽপি তদন্বিষ্য কৃষ্ণরাম-কলেবরে। সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ বি, পু, ৫।৩৮।১॥"

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথাও জানা যায় এবং দেহ-সৎকারের কথাও জানা যায়। কিন্তু দেহত্যাগের কথা যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা যথাশ্রুত অর্থমাত্র। উদ্ধৃত অনুবাদে শ্লোকের "সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি"-অংশের অনুবাদে বলা হইয়াছে "বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া।" এস্থলে দুইটী "আত্মা"-শব্দের একই অর্থ হইতে পারে না; একই অর্থ মনে করিলে "স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্য হইতে কোনও অর্থোপলব্ধি হয় না। "আত্মাতে আত্মার যোগ"—ইহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ শ্রী, ভা, ১১।৩১।৫॥" ইহার ক্রমসন্দর্ভটীকায় লিখিত হইয়াছে—"আত্মনি স্ব-স্বরূপে এব আত্মানং মনঃ সংযোজ্য।" এস্থলে "আত্মনি—আত্মাতে"-শব্দের অর্থ স্ব-স্বরূপে; নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে। আর "আত্মানং"-শব্দের অর্থ মন। দুইটী "আত্মা"-শব্দের মধ্যে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—স্বীয় স্বরূপ; আর দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—মন। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে "বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃ সংযোগ করিয়া। "বাসুদেবময় স্বরূপ"-এর অর্থ—বাসুদেব ই তাঁহার স্বরূপ; এই স্বরূপে এবং যিনি "মানুষ-দেহ পরিত্যাগ করিলেন," তাঁহাতে কোনওরূপ ভেদই নাই। তিনি আত্মারাম—নিজেতেই নিজে রমণ করে। "বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিলেন"—এই বাক্যে তাঁহার আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে। এই স্বরূপ যে "অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত, জন্ম-জরারহিত, অবিনাশী অপ্রমেয় এবং অখিল-স্বরূপ"—বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ স্বরূপে যিনি মনঃসংযোগ করিলেন, তিনি যে "ভগবান্", একথাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে দেহ-দেহী-ভেদ থাকিতে পারে না। "দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ॥ ব্রহ্মসংহিতা॥" তিনি আনন্দঘন, চিদ্‌ঘন, রসঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। মায়াবদ্ধ জীবেরই জন্ম-মৃত্যু। জড়দেহেরই জন্ম; এই জড় দেহে দেহী জীবাত্মার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয়; জীবাত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়াকেই বলে মৃত্যু। দেহধারী জীবে দেহ জড়, দেহী জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু; সুতরাং জীবে দেহ এবং দেহী হইল দুইটী বস্তু; তাই জীবের পক্ষেই তাহার দেহ গ্রহণ যেমন সম্ভব, দেহ ত্যাগ করাও তেমনি সম্ভব। কিন্তু ভগবানের দেহও যাহা, ভগবান্‌ও তাহাই—একই আনন্দময় বস্তু; দেহ বলিয়া তাঁহার পৃথক্ কিছু নাই। তাই তাঁহার পক্ষে বাস্তব জন্ম যেমন নাই, মৃত্যু বা দেহত্যাগও নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। তিনি যখন তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করেন, নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তখন তিনি জন্মলীলার অভিনয় মাত্র করেন; মানুষের মত শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম নয়। যাহা নিত্যবস্তু—অথচ লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিলনা—তাহাকে জন্মলীলার আবরণে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র। সুতরাং তাঁহার জন্ম নাই। "অজন্মনি"-শব্দে বিষ্ণুপুরাণ তাহা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। "বাসুদেবময়"-শব্দের তাৎপর্য্যও বিবেচ্য। "বসুদেব"-শব্দের অর্থ "শুদ্ধ-সত্ত্ব"। শ্রীমদ্‌ভাগবত "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"-বাক্যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "বাসুদেব"-শব্দের অর্থ—বসুদেব (শুদ্ধসত্ত্ব)-ঘটিত এবং "বাসুদেবময়"-শব্দের অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দ। বাসুদেব-ময় বা সচ্চিদানন্দময় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নয়। সশরীরে যেমন তিনি আবির্ভূত হন, তেমনি সশরীরেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্তও হন। প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি সশরীরে তিরোভাব প্রাপ্তই হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—তত্যাজ মানুষং দেহম্—মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন? উত্তরে বলা যায়—এস্থলে 'মানুষদেহ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? যদি যথাশ্রুত অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে "মানুষ দেহ"-শব্দের অর্থ হইবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ একটী দেহ। শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে দ্বিভুজ দেহই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার দ্বিভুজ-দেহ ছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণও বলেন না। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—জরাব্যাধ যাইয়া দেখিলেন—একজন "চতুর্ভুজ নর"। "গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্॥ বি, পু, ৫।৩৭।৬৪॥" ইহা "মানুষ দেহ" নয়; সুতরাং "মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন"—এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ বিচার-সহ নয়। তবে প্রকৃত অর্থ কি হইবে? "মানুষ দেহ"-অর্থ "মনুষ্যলোকে প্রকটিত দেহ বা শ্রীবিগ্রহ"; "সেই দেহ ত্যাগ করিলেন" অর্থ—প্রকটিত দেহ ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ দেহের প্রকটত্ব ত্যাগ করিলেন, প্রকটিত দেহকে (সুতরাং লীলাকেও) অপ্রকট করিলেন; যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা আবার লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। এইরূপ অর্থ না করিলে বিষ্ণুপুরাণের বাক্যগুলির পরস্পরের সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপ অর্থের পশ্চাতে যুক্তি এবং ন্যায়ের বিধানও বিদ্যমান। একজন পথিক জলপূর্ণ একটী স্বর্ণ-নির্মিত কলস লইয়া পথ চলিতে চলিতে ক্লান্তিবশতঃ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া "সজল স্বর্ণ কলস পরিত্যাগ করিল"—একথা বলিলে জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া স্বর্ণ-কলসটীকে রাখাই বুঝায়। "সজল-কনক-কলসং পান্থস্ত্যজতীত্যুক্তে ভারবহনশ্রমাৎ নির্জ্জলীকৃতস্য কলসস্য গ্রহণং প্রতীয়তে।" এস্থলে "সজল-কনক-কলস"-শব্দে "কনক কলস"-শব্দটী হইতেছে বিশেষ্য; "সজল—জলপূর্ণ,"-শব্দটী হইতেছে তাহার বিশেষণ। ভারবহনে অসমর্থ পথিক বিশেষ্য কনক-কলসটিই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া কনক-কলসটি লইয়া যাইবেন—ইহাই সম্ভব; সুতরাং "ত্যজতি—ত্যাগ করে" এই ক্রিয়া-পদের সঙ্গে বিশেষ্য "কনক-কলস"-এর সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; বিশেষণ "সজল"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ, অর্থাৎ পথিক কলসের "সজলত্বই—জলই" ত্যাগ করেন। তদ্রূপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের "তত্যাজ মানুষং দেহম্"-বাক্যে "দেহম্" হইতেছে বিশেষ্য, আর "মানুষম্" হইতেছে তাহার বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাহার ত্যাগ সম্ভব নয়, সুতরাং তাহার সহিত "তত্যাজ" ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; কাজেই এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ হইবে বিশেষণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটিত" শব্দের সঙ্গে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটত্ব" ত্যাগ করিলেন—দেহটী রক্ষা করিয়া—সশরীরে অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থক ন্যায় হইতেছে—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে—বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে যদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরেই সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" এস্থলে বিশেষ্যপদ যে "দেহ", তাহার সহিত "তত্যাজ" এই ক্রিয়াপদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষণ "মানুষ"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি তিনি সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করিয়া সংকার ক রয়াছেন। মহাভারতও তো তাহাই বলেন? শ্রীকৃষ্ণ যদি সশরীরেই স্বধামে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংকারের জন্য দেহ আসিল কোথা হইতে?

দুইভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত, এতদুভয়ের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে দুইটী উক্তির মধ্যে একটী অপরটীর বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় মহাভারত হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার ইহাও জানা যায় যে, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের সংকার করা হইয়াছে। যিনি সশরীরে অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার আবার পরিত্যক্ত দেহ থাকা সম্ভব নহে। এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী বাক্যের একটীই সত্য হইতে পারে, উভয়টী সত্য হইতে পারেনা। এখন দেখিতে হইবে—কোন্‌টী সত্য। যে বাক্যটী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই সর্ব্বসম্মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে সশরীরে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়; এ-সম্বন্ধে মতভেদ নাই; সুতরাং ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহ যে পড়িয়া ছিল, তাহার যে অগ্নি সংকার করা হইয়াছে—একথা পুরাণ-শিরোমণি এবং প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন না; সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সংকার-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; ইহা সর্ব্বসম্মত নহে বলিয়া—বিশেষতঃ যে দুইটী গ্রন্থে পরিত্যক্ত-দেহের অবস্থিতির এবং সংকারের উল্লেখ আছে, সেই দুইটী গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের সশীরে অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্তির পূর্ব্বোক্তি আছে বলিয়া—ইহাকে (পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি-সূচক বাক্যকে) সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়না। হয়তো অনবধানতাবশতঃই এই দুই গ্রন্থে পরিত্যক্ত দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোনও কোনও ঋষির এ-জাতীয় অনবধানতার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন—"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত॥ শ্রী ভা, ১০।৭৭।৩০॥—হে রাজর্ষে! (শাল্ব মায়া-রচিত বসুদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন,) কোনও কোনও ঋষি একথা বলিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া কথা বলেন না, স্বীয় বাক্যের পরস্পর-বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না।" বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে মায়ামলিন-চিত্ত সাধারণ লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই লিখিত হইয়াছে (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন—বলদেবের এবং পরস্পর-কর্ত্তৃক নিহত যাদবদের পরিত্যক্ত দেহও তো পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও তো সংকার করা হইয়াছে। বলরাম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; সুতরাং তাঁহার দেহও প্রাকৃত নহে, তাঁহারও জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে; তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আর, যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ; সুতরাং তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায় তাঁহাদেরও আবির্ভাব-তিরোভাব। তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তথাপি, তাঁহারাও যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও যে সংকার করা হইয়াছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা বলেন ; এসম্বন্ধে তো মতভেদ নাই ; সুতরাং ইহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারই বা স্বীকৃত হইতে আপাত্ত কিরূপে উঠিতে পারে ?

উত্তর—বলদেব এবং যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহাদের যে জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র আছে, এ-কথা সত্য। আবার, ইহা যেমন সত্য, তাঁহাদের দেহের অবস্থিতির এবং সৎকারের কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু যে দেহগুলির সৎকার করা হইয়াছিল, সেগুলি সত্যই তাঁহাদেরই দেহ ছিল না। এই দেহগুলি ছিল মায়াকল্পিত। এইরূপ মায়াকল্পিত দেহের কথা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায়, রাবণ যে-সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত সীতা ছিলেন না ; তিনি ছিলেন অগ্নিদেবের কল্পিত ছায়া-সীতা বা মায়া-সীতা (মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব হইতেও জানা যায়, যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনাদির সহিত একই সঙ্গে বাস করার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তাঁহাদের নিকটে নেওয়া হইয়াছিল ; তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহারা নরকে বাস করিতেছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলে তাঁহার বিস্ময় দূর করার জন্য ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনাদি তোমার ভ্রাতৃবর্গ বাস্তবিক নরকে অবস্থিত নহেন। তুমি যে নরক দর্শন করিতেছ, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক কল্পিত মায়ামাত্র। “ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকস্থা বিশাম্পতে। মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা ॥”

কেবল যে যাদবদিগের পরিত্যক্তরূপে প্রতীয়মান দেহগুলিই মায়াকল্পিত ছিল, তাহা নহে ; সমগ্র মৌষল-লীলাটীই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মায়া ; তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সারথি-দারুকের নিকটে বলিয়াছেন। “ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ শ্রী, ভা, ১১।৩০।৪৯ ॥—মৌষল-লীলার অন্তে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন—তুমিও আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ-সকল আমার মায়ারচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।” এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা বলেন—অথ দারুকসান্ত্বনায় মৌষলাদ্যার্জ্জুনপরাভব-পর্য্যন্তায়া লীলায়া ঐন্দ্রজালবদ্রচিতত্বমুপদিশতি ত্বন্ত্বিতি। * * অধুনা প্রকাশিতাং সর্ব্বামেব মৌষলাদিলীলাং মম মায়য়া এব ইন্দ্রজালবদ্রচিতাং বিজ্ঞায়-ইত্যাদি—অধুনা প্রকাশিত মৌষলাদি সমস্ত লীলাকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার মায়ারচিত বলিয়া জানিবে।

প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়াই যে যাদবগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। “কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥ শ্রী, ভা, ১১।৩০।১৩ ॥” আর শ্রীকৃষ্ণ যে নিজে অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় দ্বারকা-পরিকর যাদবদিগকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং যাদবদের নিজেদের মধ্যে একটা কলহের সৃষ্টি করিয়া তদুপলক্ষ্যেই তাঁহাদিগকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশাপের অবতারণা করাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। “ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভি রচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ। মন্যেহবনের্নন্থু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ॥ নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্। অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥ এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ। শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥ শ্রী, ভা, ১১।১।৩-৫ ॥”

এ-সমস্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় রচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, শুকদেবও পরীক্ষিতের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। “রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য ॥ শ্রী, ভা, ১১।৩১।১১ ॥—হে রাজন্! যাদবদিগের এবং তাঁহার নিজেরও আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনমাত্র ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী এক ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। কোনও এক ঐন্দ্রজালিক নট কোনও রাজার সভায়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপস্থিত হইয়া স্বীয় চাতুর্য্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহার একটীমাত্র দেহ হইতেই সহসা বহু সহস্র রাজা ও রাজপুত্র, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যাদি আবিষ্কার করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহারে সকলকে কাল-কবলিত করাইল। পরে নিজে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হওয়ার ভাণ করিল। তখন তাহার দেহ হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রাদিও শোকবিহ্বল হইয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে রাজা একখানি পত্র পাইলেন; তাহাতে সেই ঐন্দ্রজালিক নট তাঁহাকে জানাইয়াছে—রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ঐ নটের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কলা-কৌশল; সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি লীলাও তদ্রূপ তাঁহার মায়ারই কলাকৌশল মাত্র—অবাস্তব।

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইয়া, লীলা-প্রকটনের সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলের অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদির দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মায়াকল্পিত দেহ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদিরূপেই সকলের নিকটে প্রতিভাত করাইলেন। পরে অন্যান্য দ্বারকাবাসীদের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি প্রভাসতীর্থে যাইয়া তাঁহাদের দ্বারা দান-ধ্যানাদি করাইলেন। এই মায়াকল্পিত দেহধারী দ্বারকাবাসীরাই মৈরেয়-মধু পান করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নাদির মায়াকল্পিত দেহ হইতেই তিনি কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি আধিকারিক ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্বস্থানে—স্বর্গাদিতে—পাঠাইলেন। যে সমস্ত দেহ পড়িয়াছিল এবং যে সমস্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল, সে সমস্তই ছিল মায়াকল্পিত। (স্বীয়লীলাপরিকরৈর্যদুভিঃ সহ দ্বারাবত্যামেব যথাস্থিতমেব বিরাজিষ্যে, কিন্তু প্রাপঞ্চিক-সর্ব্বলোকচক্ষুর্ব্যাপ্তিরোভূয়ৈব তথা প্রদ্যুম্নশাম্বাদিষু মন্নিত্যপরিকরেষু তত্তদ্বিভূতয়ো যে দেবা কন্দর্পকার্ত্তিকেয়াদয়ঃ প্রবেশিতা বর্ত্তন্তে তানেব যোগবলেন তত্তদ্দেহতোঽলক্ষিতমেব নিষ্কাশ্য প্রদ্যুম্নাদিত্বেন এব অভিমন্যমানান্ সর্ব্ব-লোকলোচনেষ্বপি তথৈব ভাতান্ কৃত্বা তৈরন্যৈশ্চ দ্বারকাবাসিভিঃ সার্দ্ধং প্রভাসং গত্বা দানধ্যানমধুপানাদিকং কারয়িত্বা তানাধিকারিকভক্তান্ স্বস্বাধিকারেষু স্বর্গ এব প্রস্থাপ্য তদন্যৈর্দ্বারকাবাসিজনৈঃ সহ দাসরথিস্বরূপ ইব বৈকুণ্ঠে প্রস্থাস্যে, কিন্তু লোকলোচনেষু মায়াদোষং প্রবেশ্যৈব যেন লোকা এবং মংস্যন্তে দ্বারাবত্যাঃ সকাশান্নিষ্ক্রম্য সর্ব্বে যদুবংশ্যাঃ প্রভাসং গত্বা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা মধু পীত্বা মত্তাঃ পরস্পর-প্রহৃতা দেহাংস্তত্যজুঃ পরমেশ্বরোঽপি স রামস্ত্যক্তমানুষদেহ এব স্বধামারুরোহ তস্মান্মানুষ-শরীরমিদমনিত্যং মায়িকমেকে বদিষ্যন্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "এতে ঘোরা মহোৎপাতা"-ইত্যাদি ১১।৩০।৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও মায়াকল্পিত দেহ ছিল না; অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার কোনও পরিত্যক্ত দেহও ছিল না। যিনি স্বীয় গুরু সন্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমপুরী হইতে তাঁহার মর্ত্ত্যদেহেই ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক শঙ্করকেও বাণযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, জরানামক ব্যাধকেও যিনি সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কি আত্ম-সংরক্ষণে অপারগ? তিনি কি সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করিতে অসমর্থ? "মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্। জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥ শ্রী, ভা, ১১।৩১।১২॥"

এইরূপে দেখা গেল, মৌষল-লীলা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই মায়াময়, অবাস্তব।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি-লীলা যে মায়াকল্পিত, তাহা কিন্তু মায়ামলিন-চিত্ত প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না। যাহাদের চক্ষু পিত্তাদি-দোষযুক্ত, তাহারা যেমন ধবল এবং উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে, তদ্রূপ যাহারা মায়াবদ্ধ, তাহারা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী নির্য্যান-লীলাকেও প্রাকৃত বলিয়া মনে করে—মনে করে, তিনি যেন দ্বারকাবাসীদের সহিত প্রাকৃত লোকের মতনই দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার মহিষীবর্গও বহ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই যে এইরূপ মনে করে, তাহাও নয়; শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অর্জ্জুনাদিও এবং পরাশরাদি মুনিগণ (বিষ্ণুপুরাণে) এবং বৈশম্পায়নও (মহাভারতে) ঐরূপ সাধারণ-লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই বর্ণন করিয়াছেন। "যথা ধবলোজ্জ্বলমপি শঙ্খং পিত্তাদিদোষোপহতচক্ষুষো মলিনপীতমেব পশ্যন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমপি মন্নির্য্যানলীলাং মায়াদোষোপহতচিত্তচক্ষুষঃ প্রদ্যুম্নাদিসর্ব্বপরিকরসহিতমদ্দেহত্যাগ-রুক্মিণ্যাদি-মহিষীবহ্নিপ্রবেশাদিতুরবস্থাময়ীং প্রাকৃতীমেব দ্রক্ষ্যন্তি নিশ্চেষ্টন্তিঃ। ন কেবলং প্রাকৃতাঃ, কিন্তু মদংশার্জ্জুনাদয়োঽপি তথৈব বৈশম্পায়ন-পরাশরাদয়ো মুনয়োঽপি স্বস্বসংহিতাসু বর্ণয়েয়ুরপি।—এতে ঘোরা মহোৎপাতা-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।৩০।৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" অর্জ্জুন যে সমস্ত দেহের সৎকারাদি করিয়াছেন, সে সমস্ত মায়াকল্পিত, শ্রীকৃষ্ণমায়ায় তাহা অর্জ্জুনও বুঝিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক মনে করিয়াছে, সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই লোক-প্রতীতির অনুসরণ করিয়াই বৈশম্পায়ন মহাভারতের এবং পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা দিয়াছেন।

কেশাবতার—কেশ + অবতার = কেশাবতার; কেশের অবতার।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, অসুর-প্রকৃতি রাজন্যবর্গ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবী যখন স্বীয় দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করিয়া পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইলে—"এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥ উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে। অবতীর্য্য ভুবোভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥ বি, পু, ৫।১।৫৯-৬০॥" এই শ্লোকদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপঃ—পরাশর ঋষি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটিত করিলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—'আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবেন।" ইহার পরে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—কৃষ্ণকেশই দেবকীর অষ্টম গর্ভে এবং শ্বেতকেশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।

উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ক্ষীরোদশায়ীর কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কেশের অবতারই বলরাম। কেশ-শব্দের একটী প্রচলিত অর্থ হইতেছে—চুল, সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলা হয়—বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর ইত্যাদি; যাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বলেন, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ-বলরাম হইতেছেন ক্ষীরোশায়ী নারায়ণের মস্তকস্থিত চুলেরই অবতার।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়ো রেকো বলভদ্রো বভুব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভুবঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ২৯-ধৃতবচন।" এই শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থেরই অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এইরূপঃ—"ভূমেঃ সুরেতরবিরুথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ শ্রীভা, ২।৭।২৬—অসুর-সেনা-নিপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্বেতকৃষ্ণ-কেশ ভগবান্ স্বীয় অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া লীলা করিবেন। তাঁহার বর্ত্ম বা লীলার রহস্য সকলেরই দুর্জ্ঞেয়।" শ্রীমদ্ভাগবতের এইশ্লোকে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "সিতকৃষ্ণকেশঃ—শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত" বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে মনে হয়—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণের এবং মহাভারতের শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে ক্ষীরোদশায়ীই শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই :

"কেশ"-শব্দের সাধারণ অর্থ চুল। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক-সমূহে "চুল"-অর্থেই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ইহাই মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চুল ছিল বা আছে। তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ীর মস্তকের চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁহার কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ (বা পাকা) এবং কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ (বা কাঁচা); অথবা তাঁহার মস্তকের চুল প্রথমে সকলগুলিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে তাহার মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ (বা সাদা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ীর চুল স্বভাবতঃই যে শ্বেত-কৃষ্ণ (কাঁচা-পাকা), তাহার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। "ন চাস্য নৈসর্গিক-সিতকৃষ্ণতেতি প্রমাণমস্তি॥-শ্রীভা, ২।৭।২৬-শ্লোকের টীকায় ক্রমসন্দর্ভ"॥ সুতরাং তাঁহার চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ—এই অনুমান বিচারসহ নয়। আর তাঁহার চুল প্রথমে সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে পরে কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ (সাদা) হইয়া গিয়াছে—এইরূপ অনুমানও গ্রহণীয় হইতে পারে না; এই অনুমান স্বীকার করিতে গেলে মনে করিতে হয়, সাধারণ মানুষের ন্যায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণও কালের প্রভাবের অধীন। দেবতামাত্রই যে নির্জ্জর, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভগবান্ কালের প্রভাবের অতীত; জরা বা বার্দ্ধক্য হইতেই লোকের মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া যায়; ভগবানের জরা বা বার্দ্ধক্য সম্ভব নয়; তাঁহার রূপ নিত্য। "যৈর্যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে তু ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ। যতঃ সুরমাত্রস্যৈব নির্জ্জরত্বং প্রসিদ্ধম্। অকাল-কলিতে ভগবতি জরানুদয়েন কেশশৌক্ল্যানুপপত্তিঃ॥ শ্রীভা, ২।৭।২৬-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা॥" সুতরাং কালপ্রভাবে ক্ষীরোদশায়ীর কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই অনুমানও বিচরসহ নহে। এইরূপে দেখা গেল, শ্লোকস্থিত "কেশ"-শব্দের "চুল"-অর্থ বিচারসহ নয়। তাহা হইলে কোন্ অর্থে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণ বা মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বত্রই "কেশ"-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর প্রভৃতি যে সকল শব্দে চুল বুঝায়, এরূপ কোনও শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, একটী বিশেষ অর্থে এসকল স্থলে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানের অংশুকে (তেজঃ, কিরণ, শক্তি প্রভৃতিকে) যে বিশেষ অর্থে "কেশ" বলা হয়, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান্। সহস্রনাম-ভাষ্যে ধৃত মহাভারত-বচনে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে বিদ্যমান্ অংশুসমূহের (জ্যোতিঃ সমূহের) নাম "কেশ"; তাই সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ আমাকে "কেশব" বলেন। "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনি-সত্তমাঃ॥" কেশ+ব=কেশব; কেশ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ব-প্রত্যয়; অর্থ—কেশ আছে যাঁহার, তিনি কেশব। মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের কিরণসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই যখন "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোথাও চুল-বাচক বাল, কচ, প্রভৃতির কোনও একটী শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ভগবান্ যখন নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিঃ বা কিরণকেই "কেশ" বলা হয়, স্বয়ং নারদও যখন স্বচক্ষে ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন, তখন উপরি উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে "জ্যোতিঃ"-অর্থেই যে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। "তত্র চ সর্বত্র কেশেতর-শব্দাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্মপ্রসিদ্ধেশ্চ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" নৃসিংহপুরাণেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীনৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্তী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারৈব শ্রীকৃষ্ণেন তদুদ্ঘাতনাপেক্ষয়া॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ২৯"—নৃসিংহপুরাণে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"আমার শুক্ল (সিত) কৃষ্ণ (অসিত) শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবে।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনৃসিংহ-দেবের অসুর-ঘাতন-শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া কংসাদিকে হত্যা করিবে। "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ ১।৪।৭॥ পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ ১।৪।৯॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥ ১।৪।১২॥" শ্রীনৃসিংহদেবের মধ্যে যে অসুর-সংহারিণী-শক্তি বিরাজিত, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণু হইতে বিকশিত হইয়া অসুর-সংহার করিয়া থাকে। (অংশু, কিরণ, তেজঃ, শক্তি প্রভৃতি একই অর্থ-বাচক শব্দ)।

এইরূপে দেখা গেল, বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকে "তেজঃ বা শক্তি" অর্থেই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"কেশ"-শব্দের "তেজঃ বা জ্যোতিঃ"-অর্থ ধরিলে বিষ্ণুপুরাণাদির উক্তির তাৎপর্য্য কি হইবে?

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরাণেই অক্রূর-স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে "পরম ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে (ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥ ৫।১৮।৫৩॥) এবং যে অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ এবং পরব্রহ্মের বাচক, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ওঙ্কারও বলা হইয়াছে (বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপে বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ। রূপং সদিতি বাচকমক্ষরং যং জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ৫।১৮।৫৭॥)। যিনি প্রণব এবং প্রণব যাঁহার বাচক, যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না; অপর সকলই তাঁহার অংশ বা বিভূতি। তিনি স্বয়ং ভগবান্। বিষ্ণুপুরাণ স্পষ্ট কথাতেও তাহাই বলিয়াছেন। "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।১২॥"—যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম—সুতরাং স্বয়ংভগবান্, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অন্তর্গত "বিশ্বং ভবান্ সৃজতি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ী হইলেন জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) ও শিব রূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, অক্রূর-স্তবে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন। "প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ক্ষরাক্ষর-ময়েশ্বর। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাখ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ॥ বি, পু, ৫।১৮।৫১॥" এই সমস্ত প্রমাণ-বলে বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পরম-ব্রহ্ম এবং ক্ষীরোদশায়ী তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বা অংশ।

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, সমস্তের পরম ধাম বা আশ্রয়, সমস্তের আদি, অজ, শাশ্বত, বিভু। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্র-মোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥ পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥ অর্জ্জুনোক্তিঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অপর কেহ নাই, গীতা তাহাও বলিয়াছেন। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিংশিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ৭।৬। শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥" এইরূপে মহাভারত হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান্, সকলের (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীরও) আদি এবং পরম আশ্রয়।

সর্ব্ব-বেদেতিহাসের সার প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা, ১।৩।২৮॥—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ংভগবান্, অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও) তাঁহার অংশ-কলা মাত্র।" ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—শ্রীমদ্‌ভাগবত স্পষ্ট কথাতেই তাহা বলিয়াছেন। "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলানয়াৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ শ্রীভা, ১০।১৪।১৪॥"

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী। ৭৪॥—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) পরব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)-সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭॥"—এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে—ঈশ্বর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর, পতিসমূহের (জগতের পালনকর্ত্তাদিগেরও) পতি বলা হইয়াছে। সুতরাং জগতের পালনকর্ত্তা (পতি) ক্ষীরোদশায়ীরও যে তিনি পালনকর্ত্তা, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ৫।১॥—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম-ঈশ্বর (শ্বেতাশ্বতরের ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্), অনাদি (যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই), আদি (যিনি সকলের আদি), সমস্ত কারণেরও মূল কারণ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।"

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, সংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রই এক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের (চুলের) অবতার বলিলে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের সহিতও বিরোধ জন্মে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের স্ব-স্ব-উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মে।

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের বিচারসহ তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকই বিবেচিত হইতেছে। "ভগবান্ আত্মনঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ উজ্জহার; সুরান্ উবাচ চ—এতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে অবতীর্য্য ভুবঃ ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ।"—ইহাই হইল শ্লোকের অন্বয়। এস্থলে "আত্মনঃ"-শব্দ হইতেছে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত, অর্থ—আত্ম (নিজ) হইতে, নিজের নিকট হইতে, আত্মনঃ সকাশাৎ, নিজের মস্তক হইতে। "কেশৌ"-শব্দে জ্যোতির্দ্বয় বুঝায়। "উজ্জহার"-ক্রিয়াপদের অর্থ—উদ্ধৃত করিলেন, প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতির্দ্বয় প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। পূর্ব্ব আলোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির নামই কেশ; তাঁহার মধ্যেই নারদ নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—ক্ষীরোদশায়ী সেই জ্যোতিঃ পাইলেন কোথায়? উত্তর—পূর্ব্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশের মধ্যে অংশীর তেজঃ—শক্তি—বিদ্যমান্ থাকে, অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে। সঙ্কর্ষণ-বলরামও হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, দ্বিতীয়-স্বরূপ। তেজের বর্ণ-সাদৃশ্যে কৃষ্ণবর্ণ তেজোদ্বারা শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ তেজোদ্বারা শ্বেতবর্ণ বলরাম সূচিত হইতেছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বতকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলিদ্বারা যেমন তাহার এক অংশ দেখাইয়া বলা হয়—"এই সুমেরু", তদ্রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলেন—যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র তেজঃ দেখাইলাম, তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। "মৎকেশৌ—আমার মধ্যে (ময়ি) অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঃ"। সমগ্র শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—"ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে তাঁহার অংশী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—আমার মধ্যে যে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ-তেজঃ কিঞ্চিৎ বিরাজিত, যাহা আমি তোমাদিগকে প্রকটিত করিয়া দেখাইলাম—তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজনিত দুঃখ দূর করিবেন।"

এক্ষণে মহাভারতের শ্লোক বিবেচিত হইতেছে। "স চ অপি হরিঃ কেশৌ উদ্বর্হে, একং শুক্লম্, অপরঞ্চ অপি কৃষ্ণম্।" এস্থলে "উদ্বর্হে"-ক্রিয়াপদের অর্থ—যোগবলে নিজের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন।" "উদ্বর্হে যোগবলেন আত্মনঃ সকাশাৎ বিচ্ছিদ্য দর্শয়ামাস॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯।" আর শ্লোকস্থ "স চ অপি"-অংশের "চ"-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। মহাভারতের এই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে দেবগণ ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সমুচ্চয়ার্থক চ-শব্দে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই:—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবগণ ভূ-ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইলে ক্ষীরোদশায়ী-হরি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উদাসীনের মত রহিলেন না; প্রার্থনার উত্তরে তিনি শ্বেত-কৃষ্ণ কেশ দেখাইলেন। আর "স চ অপি"-অংশের "অপি"-শব্দ প্রয়োগেরও একটা সার্থকতা আছে। অপি-শব্দের অর্থ "ও"; "স অপি"—তিনিও, ক্ষীরোদশায়ী হরিও (শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন)। ইহাতে বুঝা যায়—অপর কেহও শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়াছিলেন, ক্ষীরোদশায়ীও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অপর কেহ কে? এই অপর কেহ হইতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁহারা হইতেছেন তেজঃ-প্রদর্শনের হেতু-কর্ত্তা; তাঁহাদের প্রেরণাতেই ক্ষীরোদশায়ী শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন। প্রেরণার প্রয়োজন এই যে—ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের অংশ; অংশ-রূপে তিনি তাঁহাদের তেজের অংশ ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রেরণা বা ইচ্ছাব্যতীত ক্ষীরোদশায়ী তাঁহাদের তেজঃ নিজের মধ্যে থাকিলেও দেখাইতে পারেন না। "অপিশব্দস্তদুদ্বর্হণে শ্রীভগবৎ-সঙ্কর্ষণয়োরপি হেতুকর্ত্তৃত্বং সূচয়তি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" তাহা হইলে, উপরে মহাভারতের যে বাক্যাংশের অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—ভূ-ভার-হরণার্থ দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই ক্ষীরোদশায়ী হরি তাঁহার অংশী শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রেরণা পাইয়া নিজ সন্নিধাম হইতে দুইটী তেজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন; তাহাদের একটী শুক্ল এবং অপরটী কৃষ্ণ।

মহাভারত-শ্লোকের অপরাংশ এই—তৌচাপি কেশৌ আবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। এই অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলিয়াছেন—তৌ চাপীতি চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন ভগবৎসঙ্কর্ষণৌ স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তৌ চ তত্তাদাত্ম্যেন আবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্র অনুস্যূতৌ অমূ সোঽপি তদংশা অপীতি গময়তি। ইহার তাৎপর্য্য এই—"তৌ চাপি"-বাক্যাংশের "চ"-শব্দ অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; পরে ক্ষীরোদশায়ীতে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ সেই রাম-কৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবিষ্ট হইয়াছে। "অপি"-শব্দ ইহাই বুঝাইতেছে যে,—যে-ক্ষীরোদশায়ী হরিতে শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হরি এবং তাঁহার অংশ সকলও শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। "তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব"-ইত্যাদি শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলেন—তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব ইত্যাদিকং তু নরো নারায়ণো ভবেৎ হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিবৎ তদৈক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া—নর নারায়ণ হয়েন, নারায়ণই নর হয়েন; এস্থলে যেমন নর-নারায়ণের তাদাত্ম্য স্বীকার দ্বারাই অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্বেতজ্যোতিঃ শ্রীবলরামে এবং কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

অসুর-সংহারের দ্বারাই ভূ-ভার হরণ করা হয়; অসুর-সংহার কিন্তু স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে; ইহা হইতেছে জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর (ক্ষীরোদশায়ীর) কার্য্য। পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহও (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও) তাঁহার মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। মহাভারতোক্ত শ্লোকের উল্লিখিত রূপ অর্থ এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। হরিবংশের উক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে। হরিবংশে কথিত আছে—"পুরুষ-নারায়ণ (ক্ষীরোদশায়ী) কোনও পর্ব্বত-গুহায় স্বীয় মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে সে স্থানে রাখিয়া স্বয়ং শ্রীদেবকীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; একথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরিবংশ ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত রূপই বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যে বিষ্ণুপুরাণাদির অন্যস্থলে কথিত স্ব-স্ব-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং অন্যান্য গ্রন্থোক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে।

এই আলোচনার প্রথমাংশে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ" (২।৭।২৬) ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকে আছে—পৃথিবীর দুঃখ

মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়। | ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দূর করার নিমিত্ত "কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" অবতীর্ণ হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোঽসৌ জাতঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণকেশত্বং শৌভৈব ন বয়ঃপরিণামকৃতং অবিকারিত্বাৎ—নিজের অংশ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। কে অবতীর্ণ হইলেন? সিত-কৃষ্ণ কেশ যে ভগবানের, সাক্ষাৎ তিনিই অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে সিত-কৃষ্ণ-কেশত্ব তাঁহার শোভাই সূচিত করিতেছে, বয়সের পরিণাম-বৃদ্ধত্ব সূচিত করিতেছে না; যেহেতু তিনি অবিকারী।" এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতং মৎকেশাবেবৈতৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা অত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যে কেশ-প্রদর্শনের কথা দৃষ্ট হয়, ক্ষীরোদশায়ীর কেশই যে অবতীর্ণ হইবেন—একথা প্রকাশের অভিপ্রায়ে তাহা করা হয় নাই; কিন্তু—পৃথিবীর ভার-হরণ কি এমন কার্য্য, আমার কেশদ্বয়ই তাহা করিতে সমর্থ—এই তাৎপর্য্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থই সিত-কৃষ্ণ-কেশ দেখান হইয়াছে। অন্যরূপ অর্থ করিতে গেলে, বিষ্ণুপুরাণ-মহাভারতের পূর্ব্বাপর উক্তির সহিতই বিরোধ জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মিবে।" পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, শ্রীধরস্বামীর এই উক্তি তাহারই সমর্থন করিতেছে।

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে "কলয়া সিতকৃষ্ণ-কেশঃ" অংশের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—"কোঽসৌ কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যঃ। সিতকৃষ্ণকেশৌ দেবৈর্দৃষ্টৌ ইতি শাস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধেঃ। সোঽপি যস্য অংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিত্যর্থঃ। তদবিনা ভাবিত্বাৎ।—যিনি অবতীর্ণ হইলেন, তিনি কে? যিনি অংশে (অংশস্বরূপ ক্ষীরোদশায়ীরূপে) সিতকৃষ্ণকেশ, তিনি। শাস্ত্রান্তরে (বিষ্ণুপুরাণাদিতে) প্রসিদ্ধি আছে যে—দেবতাগণ (ক্ষীরোদশায়ীতে) সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় (জ্যোতিঃ) দেখিয়াছিলেন। যিনি সিতকৃষ্ণ কেশ (জ্যোতিঃ) দেখাইয়াছিলেন, তিনি যাঁহার অংশ, সেই স্বয়ং ভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তিও পূর্ব্ব আলোচনার সমর্থক।

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নয়, তাহা যে প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা গেল।

৬০। **মহিষী-হরণ**—মহীষীহরণ সম্বন্ধে মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সৎকারাদির পরে অর্জ্জুন যখন "সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজ-সমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক-সমভিব্যাহারে দ্বারকানগর হইতে বহির্গত হইলেন। * * * কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ-দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতা সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব, চল আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্ন সমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদ-শব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় * * কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে হরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। * * পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। * * * অনন্তর তিনি হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকীপুত্রকে সরস্বতী নগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময়ে অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন।—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

আবার স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে—বাসুদেবের “ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।—কালী-প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

উল্লিখিত মহাভারতের উক্তি হইতে জানা যায়—সত্যভামা-আদি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বনে গমন করিলেন এবং রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থেই হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপ্রধানা মহিষী যে অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চনদে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই, তাহাই মহাভারত হইতে জানা গেল। বাকী ষোল হাজার মহিষীও যে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার পরে কালক্রমে সরস্বতী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন—সুতরাং তাঁহারাও যে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই—তাহাও মহাভারত হইতে জানা গেল। এইরূপে মহাভারত হইতে জানা গেল যে—কোনও শ্রীকৃষ্ণমহিষীই দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই; দস্যুগণ অপর কোনও কোনও রমণীকেই অপহরণ করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ৩৮শ-অধ্যায় হইতে জানা যায়—‘অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ। উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ বি, পু, ৫।৩৮।২॥—রুক্মিণীপ্রমুখা অষ্টপ্রধানা মহিষী হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।” সুতরাং এই অষ্টপ্রধানা মহিষীর অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাওয়ার এবং দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে আরও জানা যায়—দ্বারকাবাসীদিগকে লইয়া অর্জ্জুন যখন পঞ্চনদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের সম্মুখভাগ হইতে আভীর দস্যুগণ সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া দুঃখপ্রকাশ-পূর্ব্বক জানাইলেন—আভীর দস্যুগণ লগুড়দ্বারা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক আনীত কৃষ্ণ-পরিবারবর্গকে এবং সহস্র সহস্র স্ত্রীগণকে অপহরণ করিয়াছে। ‘স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে। যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ॥ আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্। হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম॥ বি, পু,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫।৩৮।৫১-৫২॥" এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা গেল—অষ্ট-প্রধানা মহিষী ব্যতীত অপর মহিষীগণই দস্যুগণ-কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়—রুক্মিণী-আদি কৃষ্ণপত্নীগণ মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩১।২০॥" আবার প্রথম স্কন্ধ হইতে জানা যায়—মৌষল-লীলার পরে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিতেছেন, অসৎগোপ (আভীর)-গণ কর্তৃক পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছেন। "সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ। অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গরক্ষন্ গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥ শ্রীভা, ১।১৫।২০॥ উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শসাহস্র-স্ত্রীলক্ষণম্। শ্রীধরস্বামীর টীকা।" এইরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—রুক্মিণ্যাদি অষ্টপ্রধানা মহিষী মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র মহিষী দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। এবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে মতভেদ নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। মহাভারতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষী গণের অপহরণের কথা না থাকিলেও অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে যথাকালে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা, কাহারও কাহারও অগ্নিপ্রবেশের কথা এবং কাহারও কাহারও সরস্বতী-নদীর জলে দেহ বিসর্জ্জনের কথা দৃষ্ট হয়। ইহাকে সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে নানা ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—একথাকে সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও বহু কাল মহিষীগণ প্রকট ছিলেন এবং শেষকালে তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—অষ্ট পট্টমহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট মহিষীগণ দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। ইহাকেও সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও তাঁহাদের অবস্থিতি ছিল এবং তাঁহারাও প্রাকৃত জীবের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দস্যুহস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। মহিষীগণের তত্ত্ব বিচার করিলে কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না।

প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারাও শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দময়; সুতরাং তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। এ সমস্ত কারণে ভূতলে দেহ রাখিয়া তাঁহাদের পক্ষে পরলোকে গমনও সম্ভব হইতে পারে না; কিম্বা দস্যুগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহরণও সম্ভব হইতে পারে না; পূর্ব্বে মৌষল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা শ্রীসীতাদেবীকে রাক্ষস রাবণ স্পর্শও করিতে পারেন নাই; রাবণ সীতার মায়াকল্পিত রূপটীকেই হরণ করিয়া নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের স্পর্শ করার সামর্থ্যও কোনও প্রাকৃত দস্যুর থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রের উক্তি সমূহের সমাধান কি?

সমাধান এই যে—সমস্ত ব্যাপারই মৌষল-লীলার ন্যায় মায়াময়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইলেন, তখন তাঁহার মহিষীদিগকেও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীদিগেরও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণেরও মায়াকল্পিত দেহ প্রকটিত হইল। তাঁহাদের এই সকল মায়াকল্পিত দেহেরই কেহ কেহ অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন এবং কেহ কেহ দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন। যে সকল কৃষ্ণমহিষীর দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও একটী বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা হইতেই দস্যুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহৃত হওয়ার রহস্য অবগত হওয়া যায়। তথ্যটী এই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—পঞ্চনদে আভীর দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণ অপহৃত হইলে অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"দস্যুগণ স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছেন বলিয়া যে তুমি শোক করিতেছ, আমি তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামক ঋষি সনাতন-ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জলে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবগণ অনেক অসুরকে পরাজিত করেন এবং তদুপলক্ষ্যে সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের এক মহোৎসব হয়। অনেক দেবনারীও এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মহোৎসবে যাওয়ার সময় রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি শত-সহস্র বরাঙ্গনা পথিমধ্যে আকণ্ঠ-জলনিমগ্ন এক ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন—তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন—"আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের অপ্রাপ্য আর কি রহিল? কোনও বর চাইনা।" কিন্তু অপর দেবাঙ্গনাগণ বলিলেন—"হে বিপ্রেন্দ্র, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে—পুরুষোত্তমকে যেন আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি। ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি। তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্॥ বি, পু, ৫।৩৮।৭৮॥" মুনিবরও তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। মুনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলনিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার মুখব্যতীত অপর কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেন নাই। বর-দানের পরেই মুনি যখন জল হইতে উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গের অষ্টবক্রতা দেখিয়া বরাঙ্গনাগণ হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে রুষ্ট হইয়া মুনিবর তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন; 'মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্। মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥ বি, পু, ৫।৩৮।৮২॥—আমার বরে তোমরা পুরুষোত্তমকে পতিরূপে পাইবে বটে; কিন্তু তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে।' অভিশপ্ত বরাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক পুনরায় স্তুত হইয়া মুনি বলিলেন—'পুনরায় তোমরা সুরেন্দ্রলোকে গমন করিবে। পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ॥ বি, পু, ৫।৩৮।৮৩॥' অষ্টাবক্রমুনির বরে বরাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম বাসুদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন; আবার তাঁহারই অভিসম্পাতে তাঁহারা দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছেন। পাণ্ডব! তুমি দুঃখ করিও না। সেই অখিলনাথ বাসুদেব নিজেই সমস্তের উপসংহার করিয়াছেন। তত্ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি হি পাণ্ডব। তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ বি, পু, ৫।৩৮।৮৫॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—অষ্টাবক্র মুনির বরে দেবাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক একটী বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর উৎপীড়িত হওয়ার কথা ভগবানের নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ব্রহ্মা যখন ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তখন এক আকাশবাণীতে তিনি শুনিলেন যে, পৃথিবীর দুঃখের কথা স্বয়ংভগবান্ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন; তাঁহার প্রিয়ার্থ অমর-স্ত্রীগণ উৎপন্ন হউক। "বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ১০।১।২৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—উপেন্দ্রাদি যে সকল মন্বন্তরাবতারগণ সুরলোকে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পত্নীগণকেই এস্থলে সুরস্ত্রী বলা হইয়াছে। "সুরস্ত্রিয়ঃ—তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদি মন্বন্তরাবতারস্ত্রিয়ঃ।" ইঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে—নন্দ-যশোদার অংশ দ্রোণ-ধরা যেমন তাঁহাদের অংশী নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ—কৃষ্ণকান্তাগণের অংশভূতা এই সকল সুরস্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষীর (যাঁহারা সুরস্ত্রীগণের অংশিনী তাঁহাদের) সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরকে উপলক্ষ্য করিয়া যেমন নন্দ-যশোদার সঙ্গে ধরা-দ্রোণের মিলন, তদ্রূপ অষ্টাবক্রমুনির বরকে উপলক্ষ্য করিয়াই এ সকল সুরস্ত্রীগণের মহিষীগণের সহিত মিলন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা—॥ ৬১
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ৬২
মোর মন তুচ্ছ, এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর অনিরুদ্ধাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদিকে রক্ষা করিয়া এই সকল মায়াকল্পিত দেহদ্বারা যেমন মৌষল-লীলা সম্পাদিত করাইলেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যপরিকর মহিষীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে এই সকল দেবাঙ্গনাগণকে রক্ষা করিলেন এবং পরে অষ্টাবক্র মুনির শাপবাক্যকে সার্থক করার জন্য দস্যুগণদ্বারা তাঁহাদিগকে অপহরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আভীর-দস্যুর রূপ ধারণ করিয়া ইঁহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন। একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা যায়। "তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ বি, পু, ৫।৩৮।৮৫॥—অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ব্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দম্। উপ নিকট এব সম্যক্প্রকারেণ হৃতং অর্জ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীভা, ১।১৫।২০-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" তাঁহাদের অংশিনী মহিষীদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন, অপর দস্যুগণের পক্ষে তাঁহাদের স্পর্শও সম্ভব নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আভীর (গোপ)-বেশী দস্যুরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মায়ার প্রভাবে অর্জ্জুনের মত বীরও তৎকালে হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অপহরণের ব্যপদেশেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করাইলেন। এইরূপে দেখা যায়, মৌষল-লীলার ন্যায় মহিষী-হরণও মায়াময়।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগকে দ্বারকা হইতে ব্রজে লইয়া আসার নিমিত্ত শ্রীমন্নন্দমহারাজ ব্রজবাসী গোপগণকে দ্বারকায় পাঠাইলেন; পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা মহিষীগণকে লইয়া আসেন। এই সমাধান বিচারসহ নহে। কারণ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীমন্নন্দ-মহারাজাদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন; তখন দুইমাস ব্রজে প্রকট বিহার করিয়া সমস্ত ব্রজপরিকরের সহিত নিজে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করিলেন এবং এক প্রকাশে দ্বারকায় গিয়া লীলা করিতে লাগিলেন। দ্বারকার এই প্রকাশেরই জরাব্যাধের শরাঘাত-ব্যপদেশে অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং অর্জ্জুন যখন মহিষীদিগকে লইয়া হস্তিনায় যাইতেছিলেন, তখন নন্দ-মহারাজ বা তদীয় অনুচর গোপগণের কেহই প্রকট ছিলেন না,—তাই তাঁহাদের দ্বারা মহিষীগণের হরণও অসম্ভব।

ব্যাখ্যা শিখাইল ইত্যাদি—ইন্দ্রস্তবের, মৌষল-লীলার, কৃষ্ণান্তর্ধানের এবং মহিষীহরণাদির যে সমস্ত প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে সেই সমস্ত প্রমাণ-বচনের এরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, যাহাতে সমস্ত শাস্ত্রবচনের এবং সমস্ত তত্ত্বের সহিত সুসঙ্গতি থাকিতে পারে; শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর মুখে এসমস্ত সুসিদ্ধান্তমূলক অর্থ শিখিয়া রাখিলেন।

"শিখাইল"-স্থলে "শুনাইল"-পাঠও দৃষ্ট হয়।

৬১। **দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা**—দন্তে তৃণ ধরিয়া। দন্তে তৃণধারণ দৈন্যসূচক।

৬২। **নীচজাতি** প্রভৃতি শ্রীপাদ সনাতনের ভক্ত্যুত্থদৈন্য-বাক্য। **ব্রহ্মার অগোচর**—যাহা ব্রহ্মাও জানেন না।

৬৩। দৈন্য সহকারে শ্রীসনাতন বলিলেন—"প্রভু, তুমি যে সকল সিদ্ধান্ত আমাকে শিক্ষা দিলে, স্বাদে তাহা অমৃততুল্য; কিন্তু পরিমাণে তাহা সমুদ্রতুল্য। অমৃততুল্য স্বাদু বলিয়া মনে তাহা ধারণ করিতে লোভ হয়; কিন্তু

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ—॥ ৬৪
'মুঞি যে শিখালুঁ তোরে স্ফুরুক্ সকল।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥ ৬৫
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল—'এই সব স্ফুরুক্ তোমারে'॥৬৬
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ॥ ৬৭
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৬৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন-প্রেমবিচারো নাম ত্রয়োবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার মন অতি ক্ষুদ্র—এই সমুদ্রের একবিন্দুও ধারণ করিতে সমর্থ নহে। কিরূপে তোমার সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ধারণ করিতে আমি সমর্থ হইব?"

৬৪। **পঙ্গু**—খোঁড়া। খোঁড়া ব্যক্তি যেমন নাচিতে পারে না তদ্রূপ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তোমার সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ধারণ করিতে অসমর্থ। একমাত্র তোমার কৃপাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। **মোর মাথে**—আমার মাথায়।

৬৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনগোস্বামীকে সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বোপদেশ করিয়া গ্রন্থাদি-প্রণয়নের জন্য আদেশ করিলেন; সনাতনগোস্বামী নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নিতান্ত অযোগ্য; তাঁহাদ্বারা ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয় অসম্ভব। তবে "আমি যাহা শিক্ষা দিলাম, আমার কৃপায় তোমাতে তৎসমস্ত স্ফুরিত হউক"—এই বলিয়া তাঁহার মাথায় চরণ ধরিয়া যদি প্রভু তাঁহাকে বর দেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর আদেশপালনে সমর্থ হইতে পারেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে প্রভু তাঁহার মাথায় হাত দিয়া সেই ভাবেই তাঁহাকে বর দিলেন।

৬৭। **প্রভুর প্রসাদ**—প্রভুর কৃপা। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ-সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল তত্ত্বাদি প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্ত।